চলতি দুনিয়া

শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য ২

১৩৫৩

প্রিণ্টার—শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আইডিয়াল প্রেস

১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চলতি দুনিয়া

শ্রী শ্যামধন বন্দোপাধ্যায়

চলন্তি দুনিয়া



—এক—

বালিগঞ্জের দিক হইতে একখানা খুব বড় আর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে 'মিনার্ভা-কার' সোজা সার্কুলার রোডের উপর দিয়া আসিয়া প্রায় মণ্ডলানীর নিকটবর্ত্তী ফুট্‌পাথের গাঁ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে ছিল চারিটি যুবক। সকলেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন;—তাহাদিগের ফিট্‌ফাট্ পোষাক পরিচ্ছদ ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব একই প্রকার,—দেখিলেই মনে হয় প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং ভদ্রবংশীয়। তন্মধ্যে একটি যুবক অত্যন্ত প্রিয়দর্শন,—বোধ হয় অপর তিনজনের অপেক্ষা বয়সও কিছু বেশী,—কেননা, সে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িতেই ভিতর হইতে একজন যুবক বলিয়া উঠিল—এমন করে কদ্দিন চালা'বে বিনয় দা? তা'র চেয়ে একটি ছোট রকম বাড়ী ভাড়া করে' দেশ থেকে বৌদি'কে এনে, দিব্যি কাব্যি-লোকের শান্তি-নীড় রচনা কর। যেমন কলেজে ব'সে তখন জল্পনা কল্পনা করা যেত। মাঝে মাঝে আমরাও গিয়ে বৌদি'র মিষ্টি হাতের চা'টুকু—কোনও দিন বা একটু মাংস-রান্না খেয়ে তোমাদের যুগলকে প্রাণ খুলে তারিফ দেব, আশীর্ব্বাদ করবো, যা'তে শীগ্‌গীরই একটি ওর নামে কী—কোলে তাঁ'র খোকা হয়—কী বল?

যে বলিল, তার নাম মনীন্দ্র।

বিনয় তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিল—থাম্ থাম্ ফাজ্‌লামী করিস্‌নি। সে হ'বার নয়।

যতীন্ বলিল—কেন নয়? বে'র সময় ত সটান ফাঁকি দিছলে। এতটা গাঢ় না হ'লেও, কলেজে জানা-শোনা—বন্ধুত্ব ছিল ত? অনায়াসে নেমতন্ন করতে পারতে। তোমার বে' হ'বে জানলে কি আমরা মনীন্দ্রের সঙ্গে Summer Vacation-এ বেড়া'তে যেতাম না কি? না' বল্লেও গিয়ে বৌদি'কে দেখে আস্‌তাম। নিয়ে এস তাঁ'কে।

সুবোধ বলিল—বাস্তবিক। সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে তাঁকে ফেলে রেখে, মামার বাড়ীতে পড়ে পড়ে কেন মিছে কষ্ট পাচ্ছ বল দিকি? মামা আর মামীর যা পরিচয় দেছ, তা'তে ত একেবারে আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গেছে আমাদের! শুনিছি তোমার বন্ধুরা কেউ গেলে তাঁরা মার্‌তে আসেন। পাছে আমাদের মত উচ্ছৃঙ্খল ছোক্‌রাদের পদার্পনে তাঁদের বাড়ীর Sanctity নষ্ট হয় সেইজন্যে তাঁরা দিনরাত দরজা বন্ধ করে' রাখেন। অথচ তুমি দিব্যি পড়ে আছ সেখানে!—কেমন করে থাক বল দিকি?

বিনয় এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার বলিল—সাধে কি আর থাকিরে ভাই, মা'-লক্ষ্মী যে একেবারেই নারাজ, দেখ্‌ছ ত? মামা-মামী নিঃসন্তান,—কিছু কোম্পানীর কাগজও আছে, তাই মুখ বুজে পড়ে থাক্‌তে হয়। দেখ্‌ছিস্ ত কোর্টে যাই আর ফিরে আসি—বার-লাইব্রেরীর চাঁদা পর্য্যন্ত বাকী পড়ে' আছে।—মাঝে

মাঝে এক আধটা দাঁও জোটে, তাই তোদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি। নইলে ছেলে পড়াই এখনও ?—

মনীন্দ্র বলিল—লক্ষ্মী আস্‌বে কি করে ? ঘরের লক্ষ্মীকে অমন করে নির্ব্বাসন দিলে কি আর লক্ষ্মী মুখ চান্ ? স্ত্রী-ভাগ্যেই ধন—জান ত ? বৌদিকে আন, দেখ্‌বে বরাত খুলে যাবে। আমরাত বাউণ্ডুলে আইবুড়ো কার্ত্তিক, তোমার থাকৃতেও তুমি অমর্য্যাদা করছো ;—নিয়ে এস তাঁকে। যা বলি শোন। দিন কতক আরাম করে' নাও।

বিনয় বলিল—পাগল ! আন্‌বার যোগ্য হ'লে আর আন্‌তাম না ? না জানে লেখাপড়া, না আছে রূপ ! একটা জন্তু বল্লেই হয়। সোসাইটীতে মেশ্‌বার মত কোন গুণ নেই।

যতীন রাগ করিয়া বলিল—তোমার মাথা। লেডী চৌধুরীর পাল্লায় পড়্‌লে তিন দিনে ব্রেক্ হয়ে যাবে—দু'মাসে Perfect Lady বনে' যা'বে—চিন্‌তে পারবেনা কেউ। অমন কত পাড়া-গেঁয়ে মেয়ে সিধে হ'য়ে গেল দেখ্‌তে পাচ্ছ না ? লেডী চৌধুরীর নিজের সেই জংলী গেঁও ভাগ্নী ডালিয়াকে এবার কেমন দেখলে বল দিকি ?—বলিয়াই যতীন্ মনীন্দ্রকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল—সত্যি মনি-দা, সেই মুখ-চোরা মেয়েটার চাল কী রকম বদ্‌লে গেছে—আশ্চয্যি !—

বিনয় বলিল—আরে তা'র চেহারার চটকটা কি রকম ? আমার যে একেবারে অমাবস্যা।—সমিতির মেয়েরা দেখ্‌লেই আঁৎকে উঠ্‌বে। বিশেষ সুনন্দা ত ওম্নিতেই যা'র তা'র রূপের ব্যাখ্যানা করে।—

সুনন্দার নামের সঙ্গে সঙ্গেই মনীন্দ্রর কর্ণমূল ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিল। অপর কাহারও সে-দিকে লক্ষ্য না পড়িলেও, বিনয়ের দৃষ্টি এড়াইল না।

পাঞ্জাবী সোফেয়ার বাঙ্গলা কথা বোঝে না, সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। এইবার একটু তাড়া দিয়া জানাইল—বহুৎ লেট্ হোতা বাবুজী। আপ্ লোক্‌কা ছোড়্‌কে হাম্‌কো তুরন্ত আনে হোগা— মিস্ লোক্ বৈঠা হ্যা। দোস্‌রা 'কার' আজ মেরামৎ হোতা—

'মিনার্ভা-কার' লেডী চৌধুরীর। কয়জন বন্ধুকে বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া তিনি শীঘ্র ফিরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। সোফেয়ার তাগিদ্ দিতেই বিনয় গাড়ীর দরজা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তবে তোরা যা'—এখনও অনেকটা পথ যেতে হ'বে তোদের।

গাড়ী চলিতে সুরু করিল। মনীন্দ্র মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুই আর বেরুবিনি? আমাদের ওদিকে যাবি?

বিনয়ের উত্তর শুনিবার আগেই গাড়ী দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচেক বিলম্ব করিয়া বিনয় কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের ভিতর ঢুকিয়া একটা ছোট রকম রেস্তর াঁয় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই দোকানের প্রোপ্রাইটার হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—পাঁচু, উকীল বাবুর সুট্‌কেস্‌টা বার করে দে'—।

বিনয় কোনও কথা না কহিয়া আপন মনে গম্ভীর ভাবে দোকানের শেষের দিকের পার্টিসন্ দেওয়া একটা খালি কামরার

মধ্যে প্রবেশ করিল। এ-রকম ক্যান্‌ভাস্‌-ঘেরা অনেকগুলি কামরা রেস্তরাঁয় ছিল—অনেকেই তখন তথায় বসিয়া আহার করিতেছিল।

পাঁচু সুট্‌কেস্‌ আনিয়া দিতেই বিনয় তাহার ভিতর হইতে একটা আধময়লা পেন্টালুন ও কালো প্যারামেটারের চাপ্‌কান বাহির করিয়া পরিধান করিল, এবং কাপড় জামা প্রভৃতি খুলিয়া সুট্‌কেসের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া পুনরায় সুট্‌কেস্‌টা পাঁচুর হাতে ফিরাইয়া দিল।

পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া বিনয় বাহিরে আসিতেই প্রোপ্রাইটার জিজ্ঞাসা করিল—হাফ্‌ডিস্‌ ফাউল-কারি দিতে বলবো নাকি? আজ রান্না খুব চমৎকার হয়েছে।

বিনয় একটুখানি হাসিয়া বলিল—না। লেডী চৌধুরীর ওখান থেকে এই মাত্র খেয়ে আস্‌ছি। ওহে 'Blue Bird'-এর pedegree আনিয়েছি, খুব ভাল ঘোড়া—চোখ বুজে টিপ ধরো, কিছু পাবে।

বলা বাহুল্য একথাটা সে প্রোপ্রাইটারের কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়াই বলিল।

প্রোপ্রাইটার তাড়াতাড়ি তাহার পকেট-বুকে ঘোড়ার নামটা লিখিয়া লইয়া বলিল—Thanks···

তাহার পর উভয়ে চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিনয় ধীরে ধীরে বিদায় হইল।

সে চলিয়া যাইতেই একজন ছোক্‌রা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল,—উনি কী করেন মশাই?

প্রোপ্রাইটার একখানা বড় পাঁউরুটি কাটিতে কাটিতে বলিল—

আলিপুর জজ-কোর্টে ওকালতী করেন।...ওহে ঘনশ্যাম! তিন নম্বর ঘরে কাট্‌লেট্‌ চাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছ না? রুটীর স্লাইস্‌ ক'খানা পাঁচ নম্বরে দাও।

ছোক্‌রাটী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল—উনি এখানে পোষাক বদ্‌লালেন কেন? এইখানেই থাকেন নাকি?

প্রোপ্রাইটার হাতের কাজ সারিয়া লইয়া বলিল—না। মামার বাসায় থাকেন। কাছেই তালতলায় মামার বাড়ী। মামা ভারি বদ্‌মেজাজী—কোথাও পার্টি-টার্টিতে নেমতন্ন যাওয়া—কি বাবু সাজা, তিনি পছন্দ করেন না। অথচ উকীল মানুষ,—তা'তে আজকালকার ছেলে—কত রকম সৌখীন আড্ডায় মিশ্‌তে হয়। তাই আমার এখানে ওঁর কাপড়-চোপড় থাকে। উনি আমার বন্ধু...

আর কেহ কোনও কথা কহিল না।

বিনয় পথে বাহির হইয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখের ভাবও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে 'মিনার্ভা-কারের' নিকট দাঁড়াইয়া, যাহারা তাহাকে বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ এখন বিনয়কে দেখিত, তাহা হইলে তাহারা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিত,—হঠাৎ তাহার কী এমন হইল,—যাহার জন্য সে এত চিন্তিত—এত বিমর্ষ!

তালতলার একটা সরু জঘন্য গলির ভিতর দিয়া নাকে কাপড় দিয়া চলিতে চলিতে বিনয় অবশেষে একটা ছোট ইট্‌ বাহির করা বাড়ীর জীর্ণ কপাটের নিকট দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে কড়া নাড়িল।

একটু পরে একটি ছোট ছেলে আসিয়া কপাট খুলিয়া দিল। বিনয়

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কতক্ষণ এসেছ, কাতু? তোমার বৌদি' কোথায়? ইস্কুলের ছুটীর পর এসেছ বুঝি?

কাতু বলিল—বৌদি' চুল বাঁধ্‌ছে। আপনি আমার জন্তে গিনিপিগ্‌ আন্‌বেন বলেছিলেন যে?

ছেলেটী প্রতিবেশী এক দরিদ্রা বিধবার পুত্র। যখন তখন তাহাদের বাড়ী আসিত—বিনয়ের স্ত্রী নিরুপমাকে সে বৌদিদি বলিয়া ডাকিত। অনেক সময় তাহাকে উপলক্ষ করিয়া নিরুপমা তাহার উৎসাহহীন নিরানন্দ দিনগুলি কাটাইয়া দিত।

বিনয় ছেলেটীকে বলিল—বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে কাতু, কাল নিশ্চয়ই গিনিপিগ্‌ এনে দেব।

ছেলেটী বলিল—আপনি ত রোজই বলেন, কাল এনে দেব, বলিয়াই সে ছুটিয়া পলাইল। এবং বিনয় দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

—দুই—

বিনয়ের স্ত্রী নিরুপমা রোয়াকে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল। ছোট্ট একটুখানি বাসা। একখানি মাত্র শয়নের ঘর। কোলে একটুখানি দালান। সম্মুখে এক ফালি উঠান,—তাহারই অপর দিকে করোগেটের চাল দেওয়া ছোট্ট রান্নাঘর, তৎসংলগ্ন একটুকরা রোয়াক্‌। সেইখানে বসিয়াই নিরুপমা চুল বাঁধিতেছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া নিরুপমা তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানিতে একটুখানি সলজ্জ মধুর হাসি হাসিয়া দাঁত

দিয়া চুলের দড়ি চাপিয়া চুল বিনাইতে লাগিল। নিরুপমা ষোড়শী এবং সুন্দরী।

বিনয় শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে, ক্লান্ত চরণে, ধীর পদক্ষেপে তথায় আসিয়া ছাতিটা একপাশে রাখিয়া সেইখানেই বসিয়া বসিয়া মুগ্ধ নেত্রে নিরুপমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

চুল বাঁধা তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। নিরুপমা গামছা দিয়া কপাল, মুখ, ঘাড়, কানের পিঠ ঘষিতে ঘষিতে আর একটু হাসিয়া বলিল—অমন করে' ঠায় আমার মুখের পানে চেয়ে কী দেখ্‌ছো বল দিকি?—তুমি যেমন করে' চাও! আমার লজ্জা করে!

বিনয় ও হাসিল। বলিল—কেবল দেখছি আর ভাবছি—

—কী ভাবছো?—

—ভাবছি,—এত রূপ যে কিছুই পরবার দরকার হয় না। ওম্নিতেই আলো ক'রে আছে—। বলিয়াই বিনয় পকেট হইতে এক শিশি হেজিলীন্ বাহির করিয়া নিরুপমার হাতে দিল।

নিরুপমা একটু বিস্মিতা হইয়া বলিল—এ আবার কী! কেমন করে আনলে? কোত্থেকে আনলে? সকালে ত তোমার কাছে পয়সা ছিল না? আজ কোথাও কিছু পেয়েছ বুঝি? মক্কেল জুটেছিল, নয়?—

বিনয় বলিল—অত খবরে তোমার কাজ কি নিরু?—তা'রপর একটু থামিয়া বলিল—কুঁজোর কি চিৎ হ'য়ে শোবার ইচ্ছে হয় না? কত দেবার সাধ যায়, পয়সার অভাবেই ত পারি না!

নিরুপমার অতি ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস পড়িল। সে হেঁট হইয়া প্যাকেটটা

খুলিতে লাগিল। বিনয় তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিল—নাও, একটুখানি মুখে মেখে নাও দিকি লক্ষ্মীটীর মত। তারপর চট্ ক'রে এক কাপ্ চা' ক'রে দাও; আর যেন পাচ্ছি না—বলিয়াই সে সেইখানেই হাতে মাথা রাখিয়া কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

নিরুপমা স্বামীকে খুসী করিবার জন্য খানিকটা স্নো মুখে লাগাইয়া তখনই চুল বাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জামাদি গুটাইয়া রাখিয়া, তাড়াতাড়ি ষ্টোভ্ আনিয়া জ্বালিয়া তাহাতে চায়ের জল চাপাইয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—সারা দিনটা রোদে-রোদে ঘুরে বেড়ালে, কিছু খাও নি?—

বিনয় বলিল—না। তাহ'লে ওটা আর কেনা হ'তনা।

নিরুপমা বলিতে লাগিল—যেন এরই জন্যে আমার ঘুম হ'চ্ছিল না! পেটে না খেয়ে,…কী যে লোক তুমি—! নাও, পোষাকটা ছাড়।

বিনয় হাসিয়া বলিল—একেবারে সৃষ্টিছাড়া, কেমন, নয়? ও কথা আর তুলোনা; এখন এইগুলো ধর দিকি;—একটা চাক্‌রীর চেষ্টাও করছি কি না?

নিরুপমা বলিল—কী আবার ও-গুলো?

বিনয় তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ্-মারা কতকগুলো কাগজ। বাবাও মাতালের মত টাকা খরচ ক'রেছিল, আর আমিও নেশাখোরের মত হরদম্ পাশ ক'রে গেছলাম। তখন ত জানতাম না—বাজারে এর মোটে দর নেই। কোম্পানীর কাগজ ক'রে গেলে—বা পোষ্টাপিসে জমিয়ে রেখে গেলে, আজ পেট ভোরে খেতে পেতাম, প্রাণ ভোরে খরচ করতাম।—

২

নিরুপমা বলিল—মুখ্যু হ'য়ে থাক্‌তে। লজ্জায় দশের কাছে মিশতে পারতে না। মণি মামাকে জান ত? একখানা দরখাস্ত লেখাতে পরের বাড়ী ছুটতে হয়;—রেল-রসীদ পড়'বার জন্যে লোকের খোসামোদ ক'রতে হয়—

বিনয় বলিল—তা হোক্। কিন্তু কাঠের ব্যবসা ক'রে কেমন ফেঁপে উঠেছে? পরিবাররা কত সুখে আছে বল দিকি? নিজের 'অষ্টিন'-'কারে' চেপে রোজ সিনেমা নয় ত থিয়েটার দেখে বেড়াচ্ছে। আর আমার কী হ'ল—ওকালতীতে ত' অষ্টরম্ভা! একটা চাকরীও জোটে না। রোজ যাচ্ছি আর ফিরে আস্‌ছি···তোমার চা ঢাল্‌লে না?

নিরুপমা বলিল—রোজ বিকেলে মাথা ধরছে। আজ তাই চা না খেয়ে দেখবো—

সেই সময় ঘরের ভিতর খোকা কাঁদিয়া উঠিল। নিরুপমা তাড়াতাড়ি তাহাকে আনিয়া, বাটীতে যেটুকু দুগ্ধ অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে কেৎলী হইতে খানিকটা গরম জল মিশাইয়া তাহার মুখে ধরিল। খোকা এক চুমুক খাইয়াই মুখ ফিরাইল। বলিল—মিত্তি কই? ধ্যেৎ!—

খোকার বয়স তিন বৎসর।

বিনয় বলিল—একটু চিনি মিশিয়ে দাও না?

নিরুপমা বলিল—সকালে চা খাবার মত আছে—

বিনয় বলিল—তা হোক্। পড়িয়ে আসবার সময় কিনে আন্‌বো'খন, তুমি ওটুকু দাও—

বাহির হইতে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল—বিনয় বাবু? বিনয় বাবু বাড়ী আছেন?

নিরুপমা বলিল—ওগো কে ডাকছে তোমায়—

বিনয়ের তখন চা খাওয়া হইয়া গিয়াছিল। সে পেয়ালাটা স্ত্রীর হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল।

যে ব্যক্তি পথে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বিনয়কে দেখিয়াই বলিল—খুব লোক ত আপনি? সমস্ত মাসটা আপনার নাগালই পেলাম না! আদালতেও যান্ না, ঘরেও থাকেন না—

বিনয় তাহাকে আর কথা কহিবার অবকাশ না দিয়াই, তাহার একখানা হাত ধরিয়া তাহাকে এক রকম টানিয়া লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

লোকটি বিরক্ত হইয়া বলিল—কোথা নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে? বেশ মানুষ ত আপনি? ওদিকে আমি যাব না—আমার কাজ আছে।

বিনয় বলিল—আসুন না মশাই, বেজায় গরম পড়েছে, ওই পার্কে একটু বসে' কথাবার্ত্তা হ'বে খন।—বলিতে বলিতে সে পার্কের ফটকের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

লোকটী আরও বিরক্ত হইয়া বলিল—কী বিপদ! আমার হাওয়া খাবার সময় নেই মশাই, অনেক জায়গায় ঘুরতে হবে।

বিনয় যেন শুনিতেই পায় নাই, এমনি ভাবে পার্কের ভিতর একটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে গিয়া, কোঁচার খুট দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া, তাহাকেও টানিয়া পার্শ্বে বসাইল। বসিয়াই বলিল—আপনার নাম নেত্য বাবু, নয়? কেমন ঠিক্ বলেছি কিনা? এবার বাবু বুঝি আপনাকে তাগাদায়

পাঠিয়েছেন ? ভালই হ'য়েছে। মেড়ো ব্যাটারা ভদ্রলোকের মান রেখে কথা কয় না।

নেত্য বলিল—কী করা যায় বলুন ? দরোয়ানরা আর আসতে চায় না। আমিই ত একমাস ধরে খুঁজে খুঁজে তবে আজ আপনার দেখা পেলাম। প্রায় দুটি বছর কাবার হ'তে চল্লো, একটি পয়সাও বাড়ী-ভাড়া দিলেন না! বাবু ত রেগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! যা' ভাড়া বল্লেন, তাতেই রাজী হ'লাম,···মানুষ চেনা দায়। ওদিকে'ত বেশ মিটিয়ে দিতেন, কোনও গোল হ'তনা ?

একজন কুল্পী-বরফওয়ালা সেইখান দিয়া যাইতেছিল। বিনয় তাহাকে ডাকিয়া বসাইয়া বলিল—পেস্তার কুল্পী আছে হ্যা, অভয় ? বেশ ভাল মাল—

অভয় বলিল—আছে বৈকি বাবু, ক'টা দে'ব ?

বিনয় বলিল—আমি খাব না, এইমাত্র চা খেয়ে বেরিয়েছি। তুমি এঁকে একটা বড় দেখে দাও দিকি ?—তা'রপর নেত্যর দিকে চাহিয়া বলিল—পেস্তার কুল্পী জানেন ত ? খাওয়া অভ্যাস আছে ? নেশা টেশা হবে না ?

নেত্য শালপাতা সমেৎ কুল্পী হাতে করিয়া ভাবিল, লোকটা পাগল নাকি! বলিল—এর এমন কী দরকার ছিল বিনয় বাবু ?

বিনয় সেদিকে কান না দিয়া পকেট হইতে একটা সিকি বাহির করিয়া অভয়ের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিল। সে চলিয়া গেলে নেত্যকে বলিল—নিন্— নিন্—খেয়ে নিন্, মিছে গলে' যাচ্ছে। অভয় ও-জিনিসটা বড় চমৎকার তৈরী করে মশাই। লজ্জা

ক'রবেন না'—। পয়সার আজকাল বড়ই টানাটানি, তাই; নইলে অমন চার পাঁচটা করে' আমিই একদিন খেয়েছি, জানেন?

নেত্য নিঃশব্দে কুল্পীবরফ খাইতে লাগিল। বিনয় বলিয়াই চলিল—দেখুন নেত্য বাবু, সংসারে আপদ-বিপদও যেমন আছে, দেনা-পাওনাও তেম্নি আছে। বিপদ ত জানিয়ে আসে না? তাহ'লে আগে থাকতে মানুষে সতর্ক হ'তে পারে, কী বলেন?

নেত্য শালপাতার ঠোঙাটা ফেলিয়া দিয়া কাপড়ে হাত মুছিতে মুছিতে বলিল—তাতো বটেই—

বিনয় বলিল—দেনদার সদাই বিপন্ন। পাওনাদারেরা শুধু আদায়ের কথাটাই ভাবে। আর না ভাববেই বা কেন? তারা বড়লোক, তাদের সিন্দুকে টাকা আছে—ব্যাঙ্কে কোম্পানীর কাগজ আছে; গরীবরা কেন যে ঠিক্ সময়ে দিতে পারে না, তা'র হিসেব কে রাখছে বলুন? এই যে টাকার অভাবে এবার আমি লাইসেন্স নিতেই পারলাম না, আদালতে বেরুনো বন্ধ করতে হ'ল;—আপনার মহাজন কি তা'র জন্যে ছেড়ে কথা কইবে?

নেত্য বলিল—আহা-হা! ওকালতী বন্ধ ক'রতে হ'ল?

বিনয় বিমর্ষ মুখে বলিল—এই দেখুন! আপনি ছাঁপোষা গেরস্ত বলে' চট্ করে অবস্থাটা আমার বুঝে নিলেন! তা'রপর মাথাটা চুলকাইয়া বলিল—তা' যাক্—বেশী দেরী হ'বে না। দু'-একখানা গহনা ত বেচ্‌তেই হ'বে,—যদ্দিন না কোন একটা কাজ বাগা'তে পারি, খেতে হ'বে ত? যা' হয় করে' কিছু টাকা দিয়ে আসবো গদীতে।

আপনি আমার জন্যে একটু বুঝিয়ে বলবেন রামবিষ্ণু বাবুকে,—এ্যাদ্দিন গেছে, আর সপ্তাহ দুই চুপ্‌ করুন।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বিনয় উঠিয়া পড়িল। নৃত্যগোপালও দাঁড়াইয়া বলিল—তবে তাই ক'রবেন। কিছু দিয়ে উপস্থিত মুখটা বন্ধ করুন। আপনি লেখাপড়া-জানা পণ্ডিত লোক—আপনার কাছে তাগাদা করতেই আমার লজ্জা করে। আচ্ছা কর্ত্তাকে বুঝিয়ে বলবো'খন।

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আরও অনেক স্থানে নাকি ঘুরিতে হইবে।

—তিন—

এইখানে একটু পূর্ব্বের কথা বলিয়া রাখি।

রামবিষ্ণু সাহা হাটখোলার একজন মস্ত বড় ব্যবসায়ী। তাঁহার অনেক রকমের কারবার। আহিরীটোলায় তাঁ'র বসত-বাটী। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা শহরে আরও ছোট বড় মাঝারী দশ পনের খানা বাড়ী আছে—ভাড়াটিয়ার সংখ্যাও প্রচুর।

আহিরীটোলায় যখন বিনয়ের পিতা বাস- করিতেন, তখন হইতেই রামবিষ্ণুর সহিত তাঁহার জানা-শোনা ছিল। বিনয়ের পিতার নাম ছিল গগন বাবু, ব্রাহ্মণ;—বেশ নির্ব্বিরোধী লোক, একটা সওদাগরী আপীসে শ'দেড়েক টাকা মাহিনার চাকরী করিতেন। বিনয় এবং একটি অনূঢ়া কন্যা লইয়াই তাঁহার সংসার। কন্যাটীর ডাক-নাম ছিল মণ্টু। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই। সেই জন্য পাড়ার সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। তিনিও কাহারও কোনও

কথায় থাকিতেন না। একজন ঠিকা ঝি ও রাঁধুনীর দ্বারাই তাঁহাদের সংসারের কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। চারিদিকের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া গগন বাবু পুত্রকে উচ্চ শিক্ষিত করিয়াছিলেন।

যে বৎসর বিনয় ইকনমিক্সে খুব সুখ্যাতির সহিত এম-এ, পাশ করে, সেই বৎসরেই গগনবাবু পুত্রের বিবাহ দেন। বিনয় নাকি প্রথমে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই, পিতার এবং ভাবী-শ্বশুরের একান্ত অনুরোধে পড়িয়াই বিবাহ করিতে হইয়াছিল।

সে যাহাই হউক, পাড়ার সকলেই সে সময় বলিয়াছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়া গগনবাবু বিস্তর টাকা পাইয়াছিলেন, এবং সেই টাকাতেই নাকি পুত্রের বিবাহের মাস দুই পরে তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এমন ত অনেকেই দেন, তাহার জন্য কথাই বা কিসের?

বিবাহের পর বিনয় আইন পরীক্ষা দিল, এবং পাশও করিল।

রামবিষ্ণু সাহা হাসিতে হাসিতে গগন বাবুকে বলিলেন—এইবার চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দিন কতক আরাম করুন ঠাকুর মশাই; ওকালতীতে পসার জমাতে ও ছেলের দেরী হ'বে না। মেয়ের বিয়েও হ'য়ে গেছে, আর ভাবনা কি? দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান্।

কিন্তু গগন বাবুর আরাম করা আর হইল না। বিনয় আদালতে নাম লিখাইবার পূর্ব্বেই, উপরকার আদালত হইতে তাঁহার জরুরী তলব আসিল। তিন দিনের জ্বরেই তাঁহাকে পুত্র-কন্যা ঘর-সংসার—সমস্তই ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইল। সকলেই বলিল—ইহাকেই বলে কর্ম্মফল। চিরকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণ পাতাই কুড়াইল, আগুন পোহানো আর অদৃষ্টে ঘটিল না; যা'ক্, ভালই হইয়াছে—ইত্যাদি।

পিতার শ্রাদ্ধাদি করিতে বিনয়কে কোনই বেগ পাইতে হইল না। কিছু টাকা ঘরে মজুতই ছিল, উপরোক্ত আপীসের বড় বাবুর চেষ্টায় বেশ মোটা রকম সাহায্যও পাওয়া গেল। রামবিষ্ণু সাহা ও অনেকে অনেক রকমে সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপনে, কেননা প্রকাশ্যে তাঁহার দান গ্রহণ করাটা ব্রাহ্মণের পক্ষে নীতি বিগর্হিত।

তাহারই কিছু দিন পরে বিনয় মণ্টুকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিয়া স্ত্রীকে লইয়া আহিরীটোলার বাসা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দেশে নাকি তাহার কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কেহ বলিল, সেই সকল বন্দোবস্ত করিতেই গিয়াছে, কেহ বলিল, স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রাখিতে গিয়াছে ;— আবার কেহ কেহ এমনও বলিল যে, বিনয় যেরূপ উচ্চ শিক্ষিত, তাহার ভাবনা কী? নিশ্চয়ই কোনও একটা সরকারী বড় রকমের চাকুরী লইয়া একেবারে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে ;—এখনকার বাজারে ওকালতীর চেয়ে সেই ঢের ভাল। মক্কেল হাতড়ানোর চেয়ে মাস-মাহিনার উপার্জ্জনে অনেক সুখ আছে।

কিছু দিন ধরিয়া এমনই জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের সম্বন্ধে সকল আলোচনাই একটু একটু করিয়া বন্ধ হইয়া আসিল। নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়া বিনয়দের পরিত্যক্ত বাড়ীখানি দখল করিল ;—আবার নবাগত প্রতিবেশীর সহিত পাড়ার লোক আলাপ জমাইয়া তুলিল। গগন বাবু বা বিনয়ের কথা সকলেরই মন হইতে মুছিয়া গেল। সহরে এমন কত যায়, কত আসে, কে তাহার হিসাব রাখে?

বৎসর খানেক পরে হঠাৎ একদিন বিনয় রামবিষ্ণু সাহার গদীতে

আসিয়া উপস্থিত হইল। বিনয়কে তিনি বরাবরই একটু শ্রদ্ধা করিতেন,—হয় তো একটু স্নেহও করিতেন। তাহাকে দেখিয়াই খুব খাতির যত্ন করিয়া নিকটে বসাইয়া, বাড়ীর কুশলাদি প্রশ্ন করিবার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন কী করিবে ?

বিনয় খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—ভাবিয়াছি আলিপুরেই প্র্যাক্‌টিস্ করিব। তালতলায় আপনার একখানা ছোট বাড়ী খালি আছে, যদি অল্পে সল্পে ভাড়া দেন—

অধিক আর বলিতে হইল না। রামবিষ্ণু বাবু তখনই নৃত্যগোপালকে বলিয়া দিলেন সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিতে। এমন কি আপনা হইতে ভাড়ার কথা পর্য্যন্ত তুলিলেননা।

তদবধি বিনয় রামবিষ্ণু সাহার তালতলার সেই বাড়ীতেই নিরুপমাকে লইয়া বাস করিতেছে। এক বৎসর পরে নৃত্যগোপালই একদিন যখন মনিবকে জানাইল, বিনয় বাবুর নিকট হইতে গত দুই মাস হইতে এক পয়সাও ভাড়া আদায় হয় নাই, রামবিষ্ণু বাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন—হয় তো ছোকরা তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই, তুমি মাঝে মাঝে লোক পাঠাইও, কিন্তু কড়া তাগাদা করিবার প্রয়োজন নাই। আজকাল পশার জমানো বড় শক্ত হে।

কিন্তু যখন পুনরায় বৎসর কাবার হইতে চলিল, তখন রামবিষ্ণু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নৃত্যগোপালকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন—একটু খোঁজ খবর নিও ত হ্যা, ছোকরার সম্বন্ধে আমার যেন সন্দেহ হ'চ্ছে। আদালতেও ভারি বদনাম হ'য়েছে শুনছি।

নৃত্যগোপাল জিজ্ঞাসা—করিল—কী সন্দেহ বাবু? কিসের বদনাম ?

রামবিষ্ণু বলিলেন—ঘুস্ নেওয়ার। টাকা খেয়ে মামলা কাঁচিয়ে দেয়। শান্তিও সেদিন বল্‌ছিল ও নাকি খুব বড় বড় দলে মেশে, কাপ্তেনী করে, রেস্ ফেস্ ও নাকি খেলে শুন্‌ছি। তুমি ভাল করে' একটু সন্ধান করো। আমি ভাল বুঝছি না।

শান্তি রামবিষ্ণু বাবুর পুত্রের নাম।

যাহা হউক হাতে নাতে বিশেষ কোনও প্রমাণ না পাইলেও, ভাড়া আদায়ের জন্য তখন হইতে কড়া তাগাদা চলিল। আজও অনেক ঘোরাঘুরির পর নৃত্যগোপাল বিনয়কে ধরিয়াছিল। কিন্তু কুল্পি বরফ খাওয়াইয়া সে বেচারাকে বিনয় এমন চক্ষু লজ্জায় ফেলিল, যে, বেশী কথা তাহার মুখ দিয়া আর বাহির হইল না।

—চার—

নৃত্যগোপালকে বিদায় করিয়া দিয়া, কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে বিনয় কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও একটু চিক্‌চিকে বেলা আছে। সে ভাবিতেছিল এখনই পড়াইতে যাইবে কি না। স্কট্‌স লেনের গোবিন্দ বসাকের দু'টি ছেলে মেয়েকে বিনয় দুই বেলা পড়াইত। ছেলেটীর নাম শ্যামল, সে এবার আই, এস, সি পরীক্ষা দিবে। এবং তাহার ভগ্নী সুধা ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে। গোবিন্দ বাবুর কাপড়ের

ব্যবসা। বহুবাজার ষ্ট্রীটের উপর তাঁহার খুব মস্ত বড় জমকালো পোষাকের দোকান।

পুত্র ও কন্যাকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখাইবার জন্য সম্প্রতি তিনি বিনয়কে গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। বিনয়কে তিনি মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দেন। এক বৎসরের মধ্যে সে বাড়ীতে বিনয় নিজের যথেষ্ঠ প্রতিপত্তি করিয়া লইয়াছে। কর্ত্তা ও গৃহিনী উভয়েই চমৎকার লোক;—অত টাকার মানুষ, কিন্তু অত্যন্ত শাদাসিধা এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার। বিনয়কে তাঁহারা সন্তানের মতই স্নেহ করেন। এতদ্ব্যতীত এতটা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াও ছোকরার উপার্জ্জন নাই, সে জন্য মনে মনে তাহার প্রতি অনুকম্পাও যথেষ্ঠ। বলিয়া দিয়াছেন—শ্যামল আর সুধাকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি ওদের মানুষ ক'রে' তোল বাবা;—যখন যা' দরকার হ'বে, আমায় বলো, কিছুমাত্র লজ্জা করোনা,—

বিনয়ও সে সম্বন্ধে যথেষ্ঠ সজাগ ছিল। মাহিনার টাকা সে বরাবর অগ্রিমই লইত—বরং দশ বিশ টাকা বেশীই লইত। কর্ত্তা বা গৃহিণীর তাহাতে কোনও আপত্তি ছিল না। আপোসে কথাবার্ত্তা যখনই হইত, তখনই স্নিগ্ধ মধুর হাস্যের সহিত কর্ত্তা বলিতেন আহা বেচারা, বাপ্‌ মা নাই;—শ্যামল আর সুধাকে বড় ভাল বাসে।

অনেকক্ষণ সার্কুলার রোড্‌ ও কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের মোড়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিয়া, কি ভাবিয়া, বিনয় পুনঃরায় বাসার দিকে ফিরিল। বাসা হইয়াই পড়াইতে যাইবে। ফুটপাথের উপর তখন অনেক লোকের ভীড়। সে পাশ কাটাইয়া চলিতেছিল। কোনও

দিকেই তাহার দৃষ্টি ছিল না। এমন সময় সেই ভীড়ের ভিতর হইতে একজন তাহার জামা ধরিয়া বলিল—বিনয় নাকি? কোথায় যাচ্ছ? পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বিনয় বলিল—কে সতীশ! কী খবর? তুমি যে হঠাৎ কোল্‌কেতায়?

সতীশ বলিল—পাগল! কোলকেতা ছেড়ে মানুষ থাক্‌তে পারে?

—সে কি হে! আমরা হলুম একেবারে দুনিয়ার বা'র, যা'কে বলে নিষ্ক্রিয় জীব! মাতৃভূমির কলঙ্ক বল্লেই হয়—

লজ্জা দিও না ভাই। চাষবাস পল্লীসংস্কার থেকে আরম্ভ করে' সংহিতা পাঠ পর্য্যন্ত শেষ করলুম;—আশ্রমবাস কী আমাদের পোষায়?

—কোনটাই জমা'তে পারলে না?

—কই আর পারলুম। পল্লী সংস্কার করতে গেলে পল্লীর লোকেরা তেড়ে আসে। আর ছাই সংস্কার করবোই বা কোথায়? পানাপুকুর থেকে আরম্ভ করে' গোমস্তার অন্তঃপুর পর্য্যন্ত শ্যাওলা জমে' আছে! মন আবার তা'রও চেয়ে ময়লা! একেবারে অন্ধকার!

—লেগে থাক্‌তে হয় বন্ধু, লেগে থাক্‌তে হয়। দু'বছরেই হাল ছেড়ে দিলে কি চলে? আশ্রম ফেঁদেছ যখন—

—আশ্রমের খরচ জোগা'বে কে?

—কেন চাঁদা? অমন সনাতন নিয়ম রয়েছে,—চিন্তা কি?

—কেউ দিতে চায় না! বলে মুখপোড়ারা শহর থেকে আবার গাঁয়ে এসেছে পয়সা লুঠ্‌তে। কেবল—'আমরা এই করবো, তাই করবো, আর তোমরা টাকা যোগাও! পেটের ভাত জোটেনা, তা'র খবর

কেউ রাখেনা, ওঁদের শুধু চাঁদা দাও,—।' বুঝ্‌লে? চাঁদা চাইতে গিয়ে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করে' অবশেষে হাল্‌ছেড়ে দি'ছি। যাক্‌ এসেছি যখন, তখন ক্রমে ক্রমে সব কথাই শুনবে।

বিনয় হাসিল। বলিল—বন্ধু, হাল্‌ ধরতে পারবোনা বলেই হাল্‌ ধরিনি। Temparamentএ খাপ্‌ খা'বেনা। সেই গদাধর চন্দ্রের 'গুড়্‌ও খাব, টামাকও খাব' তা'কি চলে? তা'র চেয়ে দখিনে হাওয়ায় পাল তুলে নৌকা ছেড়ে দাও। যে দিকে যায় যা'ক্‌, কী বল?

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—লেডী চৌধুরী নাকি নারী সমিতি খাড়া করেছেন?—

বিনয় বলিল—টেনিস্‌ পার্টি বল? তোমার সেই অজ পাড়াগাঁয়ে পর্য্যন্ত সে খবর গেছে?

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—তোমাদের সব কথাতেই ঠাট্টা! ক'টী যা' জুটেছ বাবা, এ বলে আমার দেখ্‌, ও বলে আমার দেখ্‌। young women societyর কাগজে কী রকম সুখ্যাতি বেরিয়েছে।

বিনয় বলিল—তা' বেরুতে পারে। অনেকেই লেডী চৌধুরীকে খুসী ক'রতে চায়। তা' সমিতিতে গেলেই পার। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'য়ে যাবে। লেডী চৌধুরীও তোমায় চেনেন, আর মিস্‌ সুনন্দা মল্লিকও সম্ভবতঃ এখনও তোমায় ভোলেনি। মিছিমিছি বেচারাকে কষ্ট দিচ্ছ বৈত নয়? আমিত নতুন করে মেঘদূতের সৃষ্টি করবো ভেবেছিলুম, তুমিই পল্লী সংস্কার করতে গিয়ে সব ভেস্তে দিলে!

সতীশের মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য সে বলিল—কোথায় যাচ্ছ বল দিকি?

বিনয় বলিল—সেটা তুমি বল্লেই ভাল হয়। আমি ত তোমার সঙ্গেই চলেছি। আমাদের নির্দ্দিষ্ট চলার পথ আছে নাকি?

সতীশ তাহার হাতে একটা টান্ দিয়া বলিল—তবে ফের।

বিনয় বলিল—কোথায় যেতে হবে?

সম্মুখে একটা বাড়ীর দেয়ালে খুব বড় লাল-নীল রংএর একখানা প্ল্যাকার্ড মারা ছিল, সতীশ সেইদিকেই চাহিয়াছিল। বিনয় তাহাকে একটা ঝাঁকানী দিয়া বলিল—ধ্যানস্থ হ'লে নাকি?

সতীশ বলিল—কোনও কায নেই ত? চল তবে শরৎ চাটুর্য্যের দেনা পাওনা দেখে আসি টকীতে। বলিয়াই হাত বাড়াইয়া একখানা খালি ট্যাক্সি থামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

বিনয় বলিল—আমার কাছে টাকা নেই—

—সে জন্যে আট্‌কাবেনা, এস তুমি—বলিয়া সতীশ বিনয়কে টানিয়া টাক্সিতে তুলিল। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া চালক আরোহীদ্বয়ের মুখপানে চাহিতেই বিনয় বলিয়া উঠিল—চালাও একদম্‌সে—'চিত্রা'…

যখন তাহারা পৌছিল, তখন শো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। টিকিট ঘর হইতে রাস্তা পর্য্যন্ত লোকে লোকারণ্য। ভীড়ের জন্য ট্রাম, বাস সমস্ত দাঁড়াইয়া আছে। ট্রাফিক্ পুলিশ সামলাইতে পারিতেছে

না। খানিকটা তফাতে গাড়ী হইতে নামিয়া দুই বন্ধুতে ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে অগ্রসর হইল। কানে গেল, একজন ইংরাজ মোটরের ভিতর বসিয়া সম্ভবতঃ তাহার মেমকে বলিতেছে—Yet They say they are poor ! Oh my God !

মেম তাহার কি জবাব দিল তাহা শোনা গেল না। অতি কষ্টে টিকিট কিনিয়া তাহারা ভিতরে ঢুকিল। অন্ধকারের ভিতর দিয়া গিয়া তাহারা পাশাপাশি দুইখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

এদিকে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া নিরুপমা সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া খোকাকে লইয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল যে লোকটা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, সম্ভবতঃ কথাবার্ত্তায় দেরী হওয়াতে, বিনয় আর বাসায় আসিতে পারে নাই—একেবারেই পড়াইতে চলিয়া গিয়াছে। সে আসিলে—যাহা হয় করা যাইবে রন্ধনের কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। সে কথা স্বামীকে বলাও হয় নাই.

রাত্রিতে বেশীর ভাগই এমনি কাটিত। নিরুপমার অন্তর মথিত করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস উত্থিত হইয়া বক্ষের অর্দ্ধপথে আসিয়া তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। পাছে স্বামী পুত্রের কোনও অমঙ্গল হয়, সেই আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চোখের জল মুছিয়া অস্ফুট কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, হে ভগবান! অভাবের পীড়া আর যে সহিতে পারি না। সুদিন দাও,—অর্থের স্বচ্ছলতা দাও, যাহাতে স্বামী

পুত্রের মুখে ক্ষুধার অন্ন দিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দাও— ! স্বামীরও আমার মতি স্থির করিয়া দাও প্রভু !

নিরুপমার সে কাতর প্রার্থনা দেবতার চরণে পৌছিল কিনা জানা যায় নাই, তবে 'চিত্রায়' সতীশ কিম্বা বিনয় তখন 'দেনা-পাওনা' দেখিতেছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহারা সেখানে উপস্থিত হইবার অনেক আগেই শো আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক খণ্ড দৃশ্য সমাপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

সতীশ দেখিল উপরের একটা বক্সে বসিয়া সুনন্দা তাহার দিকে চাহিয়া আছে। এবং তাহারই পার্শ্বে মনীন্দ্র বসিয়া সিগারেট টানিতেছে। মনীন্দ্রর দৃষ্টি সতীশের দিকে ছিল না। সে যেন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সম্মুখস্থ অপর একটা বক্সের কাহাকে ইসারা করিতেছিল। সে পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক, তাহা বোঝা গেল না, কেননা নীচে হইতে সেদিকটা ভাল দেখা যায় না। সতীশের সঙ্গে চখোচোখী হইতেই সুনন্দা মুখ ফিরাইয়া লইল।

সতীশ তাড়াতাড়ি বিনয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া উপরের বক্সের দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিকে আলো নিবিয়া গিয়া দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইল। হয়তো মনীন্দ্রর পার্শ্বে সুনন্দাকে দেখিয়া সে প্রথমটা ঠিক করিতে পারে নাই বিনয়কে সে কথা বলিবে কিনা। সেই জন্যই বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, বিনয় কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী বল দিকি ? বক্সে কে ছিল ?

সতীশ বলিল—মনের সঙ্গে আজকাল সুনন্দা একলা বেড়ায় নাকি? ওদের অতটা মেশামেশি হ'ল কবে থেকে?

বিনয় অতিরিক্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল। বলিল—তুমি ঠিক চিনতে পেরেছ? সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত মনীন্দ্রত আমার সঙ্গে ছিল। লেডী চৌধুরীর ওখানে ত সুনন্দা আজ যায়নি?

সতীশ একটু হাসিয়া বলিল—তা' না গেলেও, সিনেমায় আসাটা কি একেবারেই অসম্ভব?

বিনয় চুপ করিয়া রহিল। সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল আমার কাছে এটা গোপন করবার কী এমন দরকার ছিল বিনয়? তুমি নিশ্চয়ই ওদের কথা জান, মনীন্দ্র তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু—

বিনয় তাড়াতাড়ি একখানা হাত সতীশের মুখে চাপা দিয়া তাহার কানে কানে বলিল—কী কর? পাশের ভদ্রলোকেরা কী মনে করবে! আমি শপথ করে বলছি এর বিন্দু বিসর্গ আমি জানি না। সেখান থেকে ফেরবার সময় ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি যে মনীন্দ্র আবার এখানে আসবে—

সতীশ বিনয়ের কথা বিশ্বাস করিল কিনা তাহা বুঝিতে পারা গেলনা। সে নিঃশব্দে ছায়া চিত্র দেখিতে লাগিল। এখন কোথায় যাবে?

সতীশ উত্তর দিল—গড়পারে এক বন্ধুর বাড়ী নেমেছি, রাত্রিটা সেখানেই থাকবো।

নিকটস্থ দোকান হইতে একখানা বড় পাউরুটি আর অর্দ্ধপোয়া চিনি কিনিয়া বিনয় বলিল—তাহ'লে এখন 'গুড্ বাই'—আমি ওদিককার বাসে উঠ্‌বো। কাল আবার দেখা হ'বে ত?

সতীশ বলিল—কোল্‌কেতাতেই যখন থাকবো, তখন দেখা শোনা হ'বে বৈকি। বলিয়া সে গড়পারের দিকে চলিয়া গেল।

বিনয় সতীশের অকস্মাৎ এই ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সেও পাশ কাটাইবার জন্য তাড়াতাড়ি একখানা বাসে উঠিয়া পড়িল।

—পাঁচ—

পরদিন সকাল বেলা বিনয় অন্য দিনের অপেক্ষা একটু আগে আগে পড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। নিরুপমাকে বুঝাইয়া দিল একেবারে সমস্ত বাজার করিয়াই ফিরিবে। নিরুপমা যদিও তাহার স্বামীর নিকট হইতে অধিক রাত্রে ফেরার জন্য কোনও রূপ কৈফিয়ৎ চাহে নাই, তথাপি বিনয় আপনা হইতে অনেকগুলা কৈফিয়ৎ দিয়াছিল; যাহা শুনিয়া নিরুপমা মনে মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল,—বলিয়াছিল, হে জগদীশ্বর! যেন স্বামীর কথাগুলা সত্য হয়। যেমনই হোক, একটি চাকরী যেন মেলে।

স্বামীর উপর তাহার বিশ্বাস অটুট।

পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়াই বিনয় দেখিল, আজ কেবল মাত্র

ছাত্রীই বই খুলিয়া বসিয়াছে ছাত্র অনুপস্থিত! সে জিজ্ঞাসা করিল—শ্যামল কোথায়, সুধা?

সুধা বলিল—মা'র সঙ্গে কালীঘাট গেছে।

—বটে? তা' তুমি যে বড় গেলেনা?

—আমার ও সব ভাল লাগে না। লোকের ভীড় আমি সইতে পারি না। নইলে প্রতি অমাবস্যাতেই ত মা' সেখানে পূজো দিতে যায়, ইচ্ছে করলেই যেতে পারি।

বিনয় একটু ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—বাবাও তোমার দোকানে চলে' গেছেন, নয়?

—হুঁ। একটু বসুন, আপনার চা' করে' আনি।

সুধা উঠিয়া পড়িল।

প্রত্যহ সকালে বিনয়ের আর এক দফা চা' এখানে হইত। মাঝে মাঝে জলযোগও হইত। সুধা উঠিতেই, বিনয় তাহার একখানা হাত ধরিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার চেয়ারে বসাইয়া দিয়া বলিল—থাক্, তাড়াতাড়ি নেই। তুমি চা খেয়েছ?

সুধা মাথা নীচু করিয়া বলিল—কালীঘাট যাবে বলে' দাদার চা ত হয় নি। মা' বলে' গেছে আপনি এলে একসঙ্গে হ'বে।

বিনয় বড়ই যেন অপ্রস্তুত হইল। ও ঠিক্ ঠিক্! ভুলে গেছলাম। এ বাড়ীতে আর ত কেউ চা খায় না। তবে এক কায করনা সুধা, ষ্টোভ্‌টা এনে এইখানেই চা' করনা? কথা কইতে কইতে সে বেশ হ'বে'খন, কেমন?

—'আচ্ছা।' বলিয়া সুধা ক্ষিপ্রতার সহিত বাড়ীর ভিতর হইতে

ষ্টোভটা আনিয়া জ্বালিয়া তাহাতে চাএর জল বসাইয়া দিল। একজন ঝি, চাএর বাটি ডিস্‌ প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম রাখিয়া গেল।

বিনয় যেন আজ অত্যন্ত চঞ্চল। কোন মতেই মন স্থির করিতে পারিতেছিল না। সে একবার উঠিয়া, একবার বসিয়া, টেবিলের উপর হইতে সব পুস্তকগুলাই এক একবার খুলিতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া অবশেষে একটা দমকা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিল।

চা প্রস্তুত করিতে করিতে সুধা তাহার মাষ্টার মহাশয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল। দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দে চঞ্চল হইয়া সে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আজ আপনার মন বড্ড খারাপ দেখছি মাষ্টার মশাই, আপনি কী যেন ভাবছেন! বলিয়াই হঠাৎ যেন কোনও কথা স্মরণ হওয়াতে সে একেবারে লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তারপর ম্লান মুখে ধীরে ধীরে বলিল—আচ্ছা, কী ভাব্‌ছেন বলবো?

বিনয় তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কী বল দিকি?

—না বল্‌বোনা। হয় ত সেটা ঠিক্‌ হ'বে না। দাদা থাকলে আমি বেশী কথা কই বলে আমার কান মলে দিত, আপনিও রাগ ক'রতেন।—হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, আমি বড্ড বকি, নয়?—

বিনয় তাহার গম্ভীর মুখে একটু শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া খুব শান্ত স্বরে বলিল—পাগল আর কি! আচ্ছা বেশ, আমিও যখন রাগ করছিনা, আর তোমার দাদাও এখানে এখন কান মলে' দেবার জন্যে উপস্থিত নেই, তখন নির্ভয়ে কথাটা বলেই ফেলনা সুধা?—বলিয়াই সে হাত বাড়াইল।

সুধা তাহার হাতে চাএর পেয়ালা তুলিয়া দিয়া বলিল—আপনি নিশ্চয়ই আপনার বৌএর কথাই ভাবছেন। আবার হয় ত তাঁর অসুখ বেড়েছে,—নয় ?—

সুধা মাষ্টার মহাশয়ের মুখেই একদিন শুনিয়াছিল, দেশের বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী অনেক দিন হইতেই ব্যারামে ভুগিতেছে। সে নাকি চির-দিনই রুগ্না। দেখিতেও যেমন কদাকার, রোগও তেমনি বেয়াড়া। নানা কারণেই তিনি কলিকাতায় আছেন, আর কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম ভাবিয়াই যাহা উপার্জ্জন করেন, সমস্তই ব্যারামের খরচের জন্য দেশে পাঠাইয়া দেন।

শুধার কথায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য বিনয় স্তব্ধ হইয়া গেল। যেন তাহার মুখে হঠাৎ কোনও উত্তর জোগাইল না। সে নিঃশব্দে বসিয়া চা পান করিতে লাগিল। তাহার পর যেন অতি কষ্টে সে ভাবটা সম্বরণ করিয়া লইয়া, ধীরে ধীরে সুধার পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল—তুমি ঠিক্‌ই বলেছ সুধা। তোমার অনুভব করবার শক্তি দেখে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। কাল সন্ধ্যা থেকেই মনটা আমার বড় খারাপ হ'য়ে আছে, তাই পড়াতেও আসিনি। আজও পড়াতে মন লাগছে না। অসুখ খুবই বেড়েছে। কিন্তু—

—তবে পড়া'তে এলেন কেন মাষ্টার মশাই ? না এলে কী এমন ক্ষতি হ'ত ?—সুধার কণ্ঠস্বরে প্রগাঢ় সহানুভূতি।

বিনয় একটু ভাবিয়া তাহার পর জবাব দিল—এসেছিলাম যা' ভেবে, এখন দেখ্‌ছি ভগবান তা'তেও বাদ সাধলেন !—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার আর একটা নিশ্বাস পড়িল।

সুধা বিনয়ের কথার তাৎপর্য্য ঠিক্ বুঝিতে পারিল না। বলিল কেন? এ কথা বল্লেন কেন?—তাহার পরই সে সরিয়া আসিয়া বিনয়ের ঠিক্ সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি একবাব তাহ'লে দেশে যান্ মাষ্টার মশাই, একবার তাঁকে দেখে আসুন। আমি বাবাকে বলবো'খন।

ম্লান বিষণ্ণ মুখে বিনয় বলিল—কিন্তু সুধা, গেলে দেখা হ'বে কি না সেইটাই ভাব্‌বার কথা।

সজল নেত্রে অত্যন্ত ব্যথাহত কণ্ঠে সুধা বলিল—এমন খারাপ খবর এসেছে! আর তাই শুনেও আপনি স্থির আছেন?

বিনয় সে কথার আর কোনও উত্তর দিল না। উদাস দৃষ্টিতে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল। সুধা একটু থামিয়াই, নিজের কথায় খুব জোর দিয়া বলিল—তা'হলে এখুনি আপনি যা'ন্ মাষ্টার মশাই। আপনি যে একবারও দেশে যা'ন্‌না, সেটা সত্যিই ভাল নয়, তিনি আপনার স্ত্রী, বে' করেছিলেন—

বিনয় অপলক নেত্রে সুধার পানে চাহিয়া রহিল। সুধা আরও নিকটে গিয়া বলিল—কী এত ভাব্‌ছেন বলুন ত?—সেখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগ্‌বে?—

বিনয় মনে মনে সময়ের হিসাব করিয়া বলিল—ন'টার গাড়ীতে গেলে, বেলা প্রায় তিনটে হ'বে বাড়ী পৌঁছুতে ষ্টেশন থেকে অনেকটা আবার হাঁটতে হয় কি না?

সুধা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—সে দেশে গাড়ী টাড়ি নেই বুঝি?

বিনয় বলিল—না। গরুর গাড়ী আছে। তমোতা'র চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল—

সুধা ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া বলিল—এই ত সবে আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট! আপনি এই বেলা তাহ'লে বেরিয়ে পড়ুন—উঠুন,—বলিয়া সে বিনয়ের একটা হাত ধরিল।

বিনয় উঠিল না। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পর বলিল—সেই জন্যেই এসেই তোমার বাবা দোকানে গেছেন কি না জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তা' মা'ও ত তোমার বাড়ী নেই!

সুধা কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিনয় একটু কাশিয়া, গলা খেঁকারী দিয়া, তারপর অতি মৃদু কণ্ঠে বলিল—কিন্তু সুধা, আমার অবস্থা ত তোমরা জান? যা' পাই, চিকিৎসার খরচের জন্যেই পাঠাই, সঙ্গে কিছুই থাকে না—

তাহাকে আর অধিক বলিতে হইল না। সুধা তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল—টাকার জন্যে আপনি ভাব্ছেন? কী আশ্চর্য্য! আমার কাছে আছে মাষ্টার মশাই, এক্ষুনি দিচ্ছি আপনাকে। কত চাই?—

বিনয় যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। বলিল—তুমি টাকা দেবে সুধা! তুমি দেবে!

সুধা বলিল—সেটা কি এতই অসম্ভব মনে করেন মাষ্টার মশাই? দিলামই বা! নাঃ—আপনি উঠুন। কারুকে বলবারই বা দরকার কি?—আমি কেবল বল্‌বো, মন্দ খবর পেয়ে আপনি দেশে চলে গেছেন। বলিতে বলিতে সে দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

বিনয় তাড়াতাড়ি তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কিন্তু আমার যে বড় লজ্জা করছে সুধা! এত বড় উঁচু উদার মন তোমার! আমি কেমন করে তোমার কাছ থেকে—

সুধা জবাব দিল—এ আপনার ভারি অন্যায় মাষ্টার মশাই; আমাকেই আপনি লজ্জা দিচ্ছেন।—বলিয়া সে বিনয়ের হাত ছাড়াইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। এবং মিনিট দুই তিন পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া কাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট বিনয়ের পকেটে ফেলিয়া দিয়া বলিল—পঞ্চাশ টাকা ওতে আছে। যা'ন্, আর দেরী ক'রবেন না।

বিনয় মৃদু প্রতিবাদ স্বরূপ বলিল—অত টাকার দরকার ছিল না।

সুধা কহিল—বিপদের বাড়ীতে যাচ্ছেন, সঙ্গে কিছু বেশী থাকা ভাল। চলুন, নইলে গাড়ী পাবেন না। বরং রাস্তা থেকে একখানা ট্যাক্সি ডেকে নিন্।—বলিয়া সে খানিকটা পথ বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া, নিজেই একখানা চল্‌তি মোটর ডাকিয়া তাহাতে মাষ্টার মহাশয়কে তুলিয়া দিল।

—ছয়—

কিছু চাল—ডাল এবং মাছ ও তরি তরকারী কিনিয়া, পথ হইতেই ট্যাক্সিখানাকে বিদায় করিয়া দিয়া, খুব উৎসাহের সহিত বিনয় বাসায় আসিয়া প্রবেশ করিল। নিরুপমা তাড়াতাড়ি স্বামীর হাত হইতে

পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি নামাইয়া লইয়া হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল—এত শীগ্‌গীর ফিরলে যে? পড়াতে যাওনি বুঝি?

বিনয়ও হাসিয়া বলিল—তোমায় ছেড়ে মোটেই যে থাকতে পারিনে নিরু। একথাটা কি এখনও বুঝ্‌তে পারনি?—বলিয়াই সে নিরুপমাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার দুইগালে বার বার চুম্বন করিল। নিরুপমা একবার এদিক ওদিক চাহিয়া, নিজেকে স্বামীর আলিঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল—যাও! তুমি বড় ইয়ে! দিনের বেলা—

বিনয় তাহার গালে টোকা দিয়া বলিল—একলার ঘর কন্না, লজ্জাই বা কিসের এত? সে কথা যাক্; এখন চট্‌পট্‌ রেঁধে ফেল দিকিন। আজ খুব সুখবর আছে নিরু। এত দিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

নাস্তিক—ভগবানে চির-অবিশ্বাসী স্বামীর মুখে আজ ভগবানের নাম শুনিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্তে নিরুপমা বলিল—কী গো! রেসে বাজী টাজী জিতেছ বুঝি? না লটারীতে নাম উঠেছে?

নিরুপমা জানিত, এত কষ্টের সংসারেও স্বামী তাহার যখন তখন রেস্‌ খেলে; লটারীর টিকিট কেনে। কোনওরূপ প্রতিবাদ করিলেই বলে, ভাগ্য পরীক্ষার জন্যই এ সব করি নিরু। ওকালতীর ত এই হাল্‌, শুধু যাই আর ফিরে আসি। কিছু হয় না বলেই কোর্টে যাওয়াও বন্ধ করেছি, দেখ্‌ছো ত? ছেলে পড়ানোর ওই ক'টি টাকায় কী আর হ'বে বল? তোমার সব ক'খানা গহনা গিয়ে গিয়ে কেবল ওই দু'টি মাথার ফুলে ঠেকেছে।—এই রকম নানা কথা বলিয়া সে স্ত্রীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। নিরুপমাও ইদানীং আর কিছু বলে না। সে একেবারে

খাঁটী বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে। স্বামীর গুরুতর অন্যায় দেখিলেও প্রতিবাদ করিতে—বা তর্ক তুলিতে সাহসে কুলায় না। আজন্মের সংস্কার তাহাকে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। সে মনে মনে নিজেকে সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর মতই ভাবে.—স্বামীর সকল কথাই বিনা প্রতিবাদে বিশ্বাস করিয়া লয়; তর্ক করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দেওয়া—মহাপাপ বলিয়াই মনে করে।

কাজে কাজেই বিনয়ের মুখে আজ সুখবর শুনিয়া সে রেস্‌-খেলার কথাই ভাবিয়াছিল। কিন্তু বিনয় তাহাকে একেবারে বিস্মিত স্তম্ভিত করিয়া দিয়া বলিল—না না, এবার আর ও সব ফালতো জিনিস নয় নিরু। ও সব করে' ত এতকাল অন্ধকারে অনেক ঢিল ছুঁড়্‌লাম, কোথাও ত লাগ্‌লোনা কিছু? একবার পাই ত দশবার হারাই!—তারপর একটু থামিয়া, গলার স্বর রীতিমত খাটো করিয়া বলিল—কিন্তু সব সুখ ভগবান দেন না নিরু, কেবল আমি সেই কথাই ভাবছি! তোমার ওই দেবতা টেবতাগুলো বড়ই এক চোখো,—তা' যাই বল; তা'দের কাজে কোনই সামঞ্জস্য নেই, তাই মান্‌তেও ইচ্ছে হয় না!

নিরুপমা তাড়াতাড়ি হাত দু'টি কপালে ঠেকাইয়া বলিল—তুমি থাম ত! ঢের বিদ্যা প্রকাশ হ'য়েছে। কি হ'য়েছে বল না?—বলিয়া সে তাহার একান্ত বিশ্বাসী সরল দুটি চক্ষু স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিল।

বিনয় তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল—একটা মনের মত প্রকাণ্ড চাকরী মিলে গেছে,—সি-পি-তে—

—সে আবার কোথায় ?

—অনেকটা দূরে ! চারদিনের মধ্যেই বেরুতে হবে কিন্তু। মনটা তা'তেই বড় খারাপ হ'য়ে গেছে নিরু। কেবলই ভাবছি এ-চাকরী নেব কি নেব না, অথচ মাইনেটাও মোটা—লোভ সম্বরণ করা কঠিন।

—সে আবার কী কথা ? নেবে না কি গো !—বলিয়াই নিরুপমা আরও সরিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের পানে পলক শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

বিনয় ছোট্ট রকম একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, তাহাকে নিবিড় ভাবে বক্ষে টানিয়া লইয়া, কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে বলিল—এখন তো তিন চার মাসের জন্যে তোমায় ছেড়ে একলাটী যেতে হ'বে ? তুমি কাছে থাকবে না,—তায় নিতান্ত অচেনা অজানা জায়গা—

নিরুপমার মুখখানি নিমেষে শুষ্ক রক্তহীন হইয়া গেল ! কিন্তু নিদারুণ অভাব সংসারে। একবেলা কোনও রূপে চলে। রাত্রে উনানে আগুনই জ্বলে না। ঠিকা হিন্দুস্থানী ঝি'টা কত কথাই শুনাইয়া গেছে। মাহিনা না পাইলে সে আর আসিবে না !···নিরুপমা জোর করিয়া নিজের মনকে শক্ত করিয়া লইল।

স্বামীর কণ্ঠলগ্ন থাকিয়াই মৃদু কণ্ঠে বলিল—খুব কষ্ট হ'বে বুঝতে পারছি,—কিন্তু—

বিনয়ও বলিল—সেই জন্যেই ত ! অভাবের কথা যখন মনে পড়ে' যায়,—তখন ভাবি······

খোকা এতক্ষণ উঠানে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে একটা খেংরা-কাটিতে খানিকটা সূতা জড়াইতেছিল। এইবার নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া

আসিয়া মা'কে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—খিপ্‌ কলিতি মা-মণি, মাত্‌ ধল্‌বো।—বাবা খাবে—তুমি খাবে—ধোল নান্না হবে—

বিনয় তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া একবার এ-কাঁধে একবার ও-কাঁধে বসাইয়া—খানিকটা লোফালুফি করিয়া, তাহার মুখে-গালে অজস্র চুম্বন দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহার পর মাটীতে নামাইয়া দিয়া বলিল—তোমাকে হাওয়া-গাড়ী কিনে দেব খোকনমণি, তুমি গড়্‌ গড়্‌ করে বেড়াতে যাবে। বলিয়াই সহসা গম্ভীর মুখে নিরুপমার দিকে চাহিয়া বলিল—ভেবে আর কী হ'বে নিরু? কষ্টের পেছনেই সুখ,—অন্ধকারের পেছনেই আলো! মাস কতক বাপের বাড়ী গিয়েই থাক কোনও রকমে,—শীগ্‌গীরই এসে তোমাদের নিয়ে যাবো।

ঠোঁট্‌ ফুলাইয়া নিরুপমা বলিল—না তা' হ'বেনা। সেখানে গিয়ে আমি থাক্‌বো না, কখ্‌খনো থাক্‌বো না। দু' তিন মাস যেমন ক'রে হোক্‌, যেখানে হোক্‌ আমি কাটিয়ে দেব। বিদেশে তোমার কষ্টের কথাই আমি ভাবছি। কে তোমায় দেখ্‌বে শুন্‌বে—

বিনয় বুঝিল নিরুপমার কোথায় আঘাত লাগিয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি কথার মোড় ফিরাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা আচ্ছা, রান্না কর তো এখন, খেয়ে দেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে যা' হয় একটা ব্যবস্থা করা যা'বে। না হয় বারুইপুরে মণ্টুর ওখানেই রেখে আসবো; পরেশ ত বার বার চিঠি লিখছে—মণ্টুও কান্নাকাটি করছে। এ বাসা ছেড়ে দিতে হ'বে ত? আর আজই ব্যবস্থা করে ফেলতে হ'বে।

নিরুপমা জিজ্ঞাসা করিল—এ ক'টা দিন কোথায় থাকবে?

বিনয় বলিল—সে-জন্যে চিন্তা নাই। তোমায় পৌঁছে দিয়ে এসে, যার হোক্ মেসে দু'দিন থেকে জিনিষ পত্তর কিনে-কেটে দুর্গা বলে রওনা হ'য়ে পড়বো।

সমস্ত দিন ধরিয়া পরামর্শ করিয়া বিনয়ের ভগ্নী মণ্টুর বাড়ীতে গিয়া নিরুপমার থাকাই সাব্যস্ত হইল। বারুইপুরের আদালতে মণ্টুর স্বামী পেস্কারী করে। ভগ্নীপতির নাম পরেশ। বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করে;—স্বামী স্ত্রীতে বনিবন্তাও খুব—আছেও সুখে স্বচ্ছন্দে। সম্পর্কে বড় বলিয়া বিনয় এবং নিরুপমাকে পরেশ যথেষ্টই মান্য-ভক্তি করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় নাম দেখিয়া, পৈত্রিক জমীজমা বন্ধক দিয়া—অনেক কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, নিরুপমার পিতা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পাশ করা ছেলের পিতার মনস্তুষ্টি করিতে তাঁহাকে একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। অথচ বিনয় তেমন কিছুই হইল না। অর্থোপার্জ্জন ত দূরের কথা, সে না হয় হইল,—সকলের ভাগ্যে কিছু কুবেরের সম্পত্তি জোটে না,—কিন্তু তাই বলিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মত পরিবার প্রতিপালনের যোগ্যতা থাকা চাই ত? জামাতার সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহারা শুনিতেন; বিনয়কে তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল বলিয়াই জানিতেন—সেইজন্য নিরুপমাকেও অনেক সময়ে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেন। বিশেষতঃ ভায়েরা একটুতেই অনেক কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিত। নিরুপমা সকল কথা বিশ্বাসও করিত না,—আর স্বামী-নিন্দা শুনিতে হইবে বলিয়া পিত্রালয়ে ও যাইত না।

—সাত—

এক মাসেরও অধিক বিনয় শ্যামলদের বাড়ী পড়াইতে আসিল না। সুধার মুখে সেদিন হঠাৎ মাষ্টার মহাশয়ের দেশে চলিয়া যাইবার কারণ শুনিয়া পর্য্যন্ত কর্ত্তার ও গৃহিণীর দুর্ভাবনার আর অন্ত ছিল না। মাষ্টার মহাশয়ের দেশটা যে কোথায়, সে কথা তাঁহারা জানিতেন না, কখনও জিজ্ঞাসাও করেন নি,—তাহা জানা থাকিলে নিশ্চয়ই পত্র লিখিয়া অথবা টেলিগ্রাম করিয়া সংবাদ লইতেন।

গৃহিণী বলেন—আহা ছেলেটী বড় ভাল গো! অনেক দিন থেকেই বৌটী তা'র ভুগছে শুনিছি। যা' কিছু রোজগার করতো, সবই দেশে পাঠাতো।—তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন—কিছুতে কুলতে পারতো না বলে, যখন তখন হাত পাততো। হয়তো বৌটী মারাই গেছে···কী বল?

কর্ত্তা বলেন—সে ত বোঝাই যাচ্ছে। যা' শুনিছি, তা'তে গিয়ে থাকে যদি, মঙ্গলই বল্‌তে হ'বে। দেখ একেই বলে লক্ষ্মী-সরস্বতির চিরবিরোধ। অতটা বিদ্যা থেকেও রোজগারপাতি মোটে নেই; নিত্যি অভাব!···হ্যাঁরে শ্যামল, তোদের মাষ্টারমশাই বেশ পড়ায়, নয়?

শ্যামল পঞ্চমুখ। তাড়াতাড়ি বলে—হ্যাঁ বাবা, ঢের মাষ্টার দেখেছি, কিন্তু অমনটী কেউ নয়। জলের মত সব Subject বুঝিয়ে দেন। তা' ছাড়া শুধুই কি পড়ানো? আরও কত রকম শেখান—

কত জায়গায় বেড়া'তে নে যান্! কোনও রকম ক্লাবের কথা কি আগে জান্‌তাম? আগে সে সব জায়গায় যেতে ভরসাও হ'তনা! Student's Association, College Dramatic Club,—আগে মিশতে সাহসই হ'তনা! তুমিও বাবা তখন একটি পয়সাও চাঁদা দিতেনা; এখন মাষ্টার মশায়ের কথায় দিতে আরম্ভ করেছ। টাকা না দিলে কি ক্লাবে মিশ্‌তে পারা যায়?—

শ্যামল এম্নি কত কথাই বলিয়া চলে।

সুধা কিন্তু সব সময়েই চুপ্ করিয়া থাকে। মাষ্টার মশায়কে সে যে আপনা হইতে সেদিন টাকা দিয়াছিল একথা সে কাহাকেও বলে নাই। কেন যে বলে নাই তাহা সে নিজেও জানে না। জানাইলে কর্ত্তা ও গৃহিনী বরং খুসীই হইতেন।

গোবিন্দ বসাক মহাশয় খুব হিসাবী এবং পাকা লোক হইলেও পুত্র কন্যাকে আধুনিক প্রণালীতে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য—ও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য খুবই মুক্তহস্ত। তিনি নিজে সেকেলে আবহাওয়ায় বাপ পিতামহের আমলের কাপড়ের দোকানে কণ্ঠি-তিলক-তুলসী আর গঙ্গাজলের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন। ইংরেজী শিখিবার সুযোগও পান নাই, আর সে সময় ততটা প্রচলনও ছিল না। মেয়েদের ত কথাই নাই,—স্কুলে পাঠাইলে সমাজে কথা উঠিত। বিশেষতঃ তাঁহাদের আদি বাসা ছিল শান্তিপুরে।

এখন সে সব আপদ বালাই নাই। দেশের হাওয়াও ফিরিয়া গিয়াছে। বহুদিন শহরে থাকিয়াও, শহরের লোকের সঙ্গে পুরাপুরি সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে গেলে পদে পদে অসুবিধা হয়। অনেক টাকার

মানুষ হইয়াও, ইংরেজী শিক্ষার অভাবে ক্ষেত্র বিশেষে লজ্জায় মুখও লুকাইতে হয়। ছেলে আর মেয়েকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে সেই জন্যই এতটা চেষ্টা।

বিনয়কে গৃহ শিক্ষকরূপে পাইয়া পর্য্যন্ত গোবিন্দবাবুর আশা এবং উৎসাহ দুই-ই বাড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার এক উকীল খরিদ্দারই বিনয়ের সন্ধান দিয়াছিল। সে আসিয়াই চক্ষে নূতন রং ধরাইয়াছে—চাল চলনও বদলাইয়া গিয়াছে। এখন শ্যামলও যেমন ক্লাবে যায় হকি টেনিস্ খেলে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সমালোচনা করে,—সুধাও তেম্নি গান শেখে, সিনেমা দেখে, আধুনিক নৃত্যকলা ও জল্‌সা দেখিবার জন্য টিকিট কেনে।

গৃহিনীর আন্তরিক ইচ্ছা, এবার বিনয় আসিলে, আর তাহাকে মেসে থাকিতে দিবেন না। বলিবেন—'আমাদের বাড়ীতেই থাক, ঘরের ছেলের মত; বামুনে যখন রাঁধে তখন আর খেতে আপত্তি কিসের?' কী বল গা, তা'হলেই বেশ হয় না?

সুধা ও শ্যামল, দুইজনেই হাসিয়া উঠিল। শ্যামল বলিল—তাই ভেবে মাষ্টার মশায়ের ত আর ঘুম নেই! তিনি জাতি-বিচার মোটেই পছন্দ করেন না, ও সব মানেনই না। বলেন, ওই-গুলো আছে বলেই দেশের উন্নতি হয় না। পরিচ্ছন্নতা থাক্‌লে মুচির হাতেও খেতে পারা যায়।

গৃহিনী একটু অবাক হইয়া বলিলেন—বলিস্ কি রে! বামুনের ছেলে যে! তা'হলে আমাদের হাতের রান্না খেতেও আপত্তি নেই বল্? শুনিছি পরমহংসরাই ত জাত মানে না?

কর্ত্তা মধ্যস্থ হইয়া জবাব দিলেন—না গো না, ওরা সব হচ্ছে এখনকার উচ্চশিক্ষিত,—দেশের উজ্জ্বল রত্ন। গাঁধীর কথায় ওঠে-বসে—

শ্যামল পিতাকে থামাইয়া দিয়া বলিল—না বাবা, তোমরা ঠিক্ জাননা। মহাত্মা গান্ধীর সব কথাই যে মেনে নিতে হ'বে, তা ওঁরা স্বীকার করেন না। ও'রা কেবল অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আর 'অসবর্ণ-বিবাহ' এই দুটোই বড় বলেন। বলেন—যেদিন এই দু'টোর বাধা দেশ থেকে উঠে যাবে, সেই দিনই স্বরাজ আসবে। কেমন, তাই নয় সুধা? সব সময়েই তাই বলেন না?

গোবিন্দ বসাকের বাড়ীর পরিবারদিগের মধ্যে এমনই জল্পনা-কল্পনা চলে। বিনয়ের কিন্তু এখনও দেখা নাই। পুত্র-কন্যার পরীক্ষার দিনও ক্রমশঃ নিকট হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় একদিন সুধা স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়া মা'কে বলিল—মা, মাষ্টারমশাই কলকাতায় এসেছেন—

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—দেখ্‌লি নাকি?

সুধা বলিল—বড্ড বিশ্রী চেহারা হ'য়ে গেছে মা। একটা মেয়ে বাস্ থেকে দেখিয়ে দিলে। একটা লোকের সঙ্গে বোধ হয় ঝগড়া হ'চ্ছিল।

—কেমন করে বুঝলি ঝগড়া হ'চ্ছিল?

—সেই লোকটা খুব হাত-পা নাড়ছিল কিনা? লোকজনও জমা হয়েছিল রাস্তায়। আমাদের বাস্ চট্ করে বেরিয়ে এল, বেশী দেখা গেল না।

মা সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন—তা বাবু একেবারে এখানে এসে উঠলেই ত হ'ত।···চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে?

সুধা বলিল—হ্যাঁ মা। বৌ বোধ হয় মারা গেছে।

মা বলিলেন—গিয়ে থাকে ত আপদ গেছে। অমন সোনার চাঁদের কপালে একটা পেত্নী জুটেছিল বৈ ত নয়। ওইটাই ত তা'র দুঃখ্যু ছিল।—

সুধার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। মাষ্টার মহাশয়ের মনের কষ্ট সে অনুভব করিত।

সেইদিনই রাত্রি দশটার সময় একখানা ছ্যাক্‌রা গাড়ীর মাথায় বেডিং আর একটা সুটকেশ চাপাইয়া বিনয় শ্যামলদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। চেহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত খারাপ—চোখের কোল একেবারে বসিয়া গিয়াছে—মুখ শুষ্ক বিষন্ন, দেখিলে সত্যই দয়া হয়। দারিদ্রতা জানাইলেও, বিনয়ের পরিচ্ছদ বরাবরই ফিট্ ফাট্ ও সৌখীন ছিল। নিজ হস্তে প্রত্যহ ক্ষৌরকার্য্য করিত বলিয়া মুখখানি মোলায়েম ও মেয়েলী গোছের দেখাইত। কণ্ঠস্বর ও ছিল মিষ্ট।

একটু ম্লান হাস্যের সহিত বিনয় বলিল—তোমাদের বাড়ীতেই এলাম শ্যামল। দু'চার দিনের মত থাক্‌বার একটু জায়গা দেবে ত?

শ্যামলের মা বলিল—দু'চার দিন কেন বাবা? চিরদিনের মতই থাক না? ঘরের অভাব কী? দেশের খবর বোধ হয় ভাল নয়? আজই এলে?—

বিনয় একটা ঢোক্ গিলিয়া বলিল—সে সব একেবারে চুকে-বুকে গেছে মা। আজ সকালেই কলকাতায় এসেছি।

সুধা বলিল—আমি ইস্কুল থেকে আসবার সময় বিকালে আপনাকে দেখেছিলাম মাষ্টার মশাই—

মা তাহাকে একটা ধমক্‌ দিয়া বলিলেন—দেখেছিস্‌ তা' কী হ'য়েছে লা? সাত তাড়াতাড়ি মাষ্টার মশাইকে সেটা বুঝি না বল্লে আর চল্‌ছিল না?

অর্থাৎ পথের মাঝে কী লইয়া কাহার সহিত বচসা হইতেছিল, সেটা গোপন রাখাই উচিত; সেই ভাবিয়াই মা মেয়েকে তর্জ্জন করিয়াছিলেন,—পাছে বিনয় কিছু মনে করে। কিন্তু বিনয় সে দিক্‌ দিয়াও গেল না। একবার চকিতের ন্যায় অলক্ষ্যে সুধার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়াই, সে আগেকার মতই বিমর্ষ মুখে আর একটু ম্লান হাসি টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে বলিল—বিপদ কখনও একা আসে না। যা'বার সময় তাড়াতাড়িতে মেসের সব টাকা চুকিয়ে যেতে পারিনি বলে' ম্যানেজার অনেক কথাই শুনিয়ে দিলে। রাস্তার মাঝে লজ্জায় আর বাঁচিনে! নইলে সেইখানেই ত এসে উঠেছিলাম। সব আগাম টাকা মিটিয়ে না দিলে থাকতে দেবেনা বল্লে। টাকাও অনেক, হাতও খালি। কাজে কাজেই একটা ঘড়ী আর এক ছড়া চেইন্‌ ছিল, তাই দিয়েই মুখ বন্ধ করতে হ'ল।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সুধা অপ্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। সে তা'র মা'র পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্যামল হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল—ম্যানেজারটা ভারি ছোট লোক ত? আপনি সব ফেলে চলে এলেন না কেন? কাল টাকা দিয়ে বেশ করে' দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে আস্‌তাম?

মা বলিল—দরকার নেই বাবু অমন জায়গায় থেকে।

বিনয়ের ঠোঁটে আবার সেই একটুখানি ম্লান হাসি। এই হাসি-টুকুর জন্যই কর্ত্তা ও গৃহিণী তাহাকে ভালবাসিতেন। ছাত্রী হইয়াও সুধা সময়ে সময়ে পড়া ভুলিয়া মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত।

দোকান বন্ধ করিয়া রাত্রে বাড়ী আসিয়া, বিনয়কে দেখিয়া কর্ত্তা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহারা তখন খাওয়া দাওয়া সারিয়া দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। কর্ত্তা রাত্রে কেবল সামান্য দুধ আর মিষ্ট খান্, সেইজন্য রান্নাঘরের কাজ সারা হইয়া গিয়াছিল।

গৃহিনী এক গাল হাসিয়া বলিলেন—ওগো শুন্ছো, পাগল ছেলেকে এবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করেছি, আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌বে। পড়বার ঘরখানাই কাল ধুয়ে মুছে ঠিক্ করে দেব। ওতেই বিছানা থাকবে।

কর্ত্তা বলিলেন—বেশ বেশ। শ্যামল আর সুধাকে তোমার হাতেই ত দিয়েছ বাবা, তুমি ওদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোল। টাকার জন্যে কিছু আট্‌কা'বে না। বিলেত পর্য্যন্ত পাঠাতে আমার আপত্তি নেই।

বিনয় হাসিতে হাসিতে বলিল—শ্যামলের কথাই বলুন। সুধার ত দু'দিন বাদেই বে' দেবার জন্যে লাফালাফি করবেন? হাতা-বেড়ি-খুন্তি নেড়ে আর একপাল ছেলে মেয়ের চাপে, দু'দিনেই ওর ভবিষ্যৎ শুকিয়ে মরে যাবে। বাঙালীর মেয়ের আবার ভবিষ্যৎ?

সুধা লজ্জারুণ মুখে তাহার মা'র পিঠে মুখ লুকাইল। শ্যামল বলিল—

ঠিক্ বলেছেন মাষ্টার মশাই, ওই ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়োগুলোর লেখাপড়া শিখলেই কি ! আর না শিখলেই কি ম্যাট্রিক পড়েই বা হ'বে কি ? আর নাচ-গান-ছুঁচের কাজ, কি কার্পেটের ছবি বুন্‌তে শিখেই বা লাভ কিসের ? কোন্ কাজে লাগবে বলুন ত ?

কর্ত্তা কপট ক্রোধের সহিত বলিলেন—তুই যে ভারি মুরুব্বি হ'য়ে গেছিস্ রে ? ও যতদূর ইচ্ছা পড়ুক না, আমি বাধা দেব না। আর লোকের কথায় আমি তাড়াতাড়ি বে'ও দিচ্ছি না, বুঝলে বিনয় ? তুমি যা বল্‌বে তাই হ'বে।

—আট—

পরদিন শ্যামল এবং সুধা স্কুল ও কলেজে বাহির হইয়া গেলে, বিনয়ও আহারাদি সারিয়া, মেসের দরুণ তিন মাসের তিন কুড়িং বাট টাকা লইয়া, ঘড়ী ও চেইন্ উদ্ধার করিতে চলিয়া গেল। টাকাটা গৃহিনী নিজ তহবিল হইতেই দিলেন। কর্ত্তার কানেই যে সব কথা তুলিতে হইবে. তাহাই বা কেন ? আহা ! বিনয় যদি পেটের ছেলেই হইত ?

সুকিয়া ষ্ট্রীটে মনীন্দ্রর বৈঠকখানায় যতীন ও সুবোধ পাশা খেলিতেছিল। মনীন্দ্র একটু দূরে বসিয়া দাড়ী কামাইতেছিল ?

বিনয়কে দেখিয়াই মনীন্দ্র বলিল—এস বন্ধু। খুব Safely manage ক'রেছ, তা'র জন্য ধন্যবাদ। তুমি না হ'লে হ'তনা।

বিনয় বলিল—সতীশ তবু আমার উপর রীতিমত সন্দেহ ক'রেছে। কাল রাস্তার মাঝে সে কী টানাটানি! যেন একেবারে উন্মাদ! একজন ভদ্র মহিলার নাম সে যে অমন publicly expose ক'রতে পারে, তা' আমার ধারণা ছিল না! বলে—সুনন্দা কোথায় গেছে, কা'র সঙ্গে গেছে, বল্‌তেই হ'বে। এতে নিশ্চয়ই তোমার হাত আছে। মনীন্দ্রকে আমি দেখে নেব।

—তুমি কী বল্লে?

—আমি বল্লাম সে কি আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সব কাজ করে যে আমায় জিজ্ঞাসা করছো? একদিন ত তোমার কথায় সে উঠ্‌তো-বস্‌তো। কোলকাতা ছেড়ে চলে যাবার আগে আজ যদি সে তোমার সঙ্গে কথা না কয় বা তোমার card refuse করে, তা'র জন্যে মনীন্দ্ররই বা দোষ কিসের, আর আমিই বা কী করবো?

যতীন সেই সময় বলিল—দেখ মনীন্দ্র, সবেরই একটা সীমা আছে। সতীশ প্রকৃতই তা'কে ভাল বেসেছিল। তুমি যদি অমন করে' ছিনিয়ে না নিতে, তাহ'লে আজ সুনন্দার এ দুর্দ্দশা হ'ত না। ঘরে বাইরে মুখ লুকোবার জন্যে আজ তা'কে দেশত্যাগ করতে হ'ত না। তা'র চেয়ে যা' হ'য়েছে তা' হ'য়েছে ;—এখন ও-আলোচনা একেবারে বন্ধ করে' দাও ;—সত্যিই আর ভাল লাগছে না। Let her turn a new leaf.

মনীন্দ্রর মুখখানা কালো হইয়া গেল। সে যতীনের কথার কোনো রূপ প্রতিবাদ না করিয়া আপন মনে কামাইবার সরঞ্জাম গুছাইতে লাগিল।

বিনয় বলিল—তুমি কি তা'হলে একা মনীন্দ্রর ঘাড়েই সব দোষ চাপাতে চাও ?

যতীন উত্তেজিত হইয়া বলিল—আমি কারো ঘাড়েই কোন দোষ চাপা'তে চাই না। হয় তো সতীশের সঙ্গে সুনন্দার যেটুকু মেলা-মেশা আমরা দেখেছিলাম, বা সন্দেহ করেছিলাম, তা'তে আসলে সন্দেহের কিছুই ছিল না। হয় তো সুনন্দা সাধারণ বন্ধুর মতই কথাবার্ত্তা কইতো সতীশের সঙ্গে,—যেটা আমরা প্রেম বলে ধরে' নিয়েছিলাম। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব হাঁট্‌কানো আমার কারবার নয়।

বিনয় বলিল—শুধু আমরা কেন, অনেকেই তা' ধরে' নিয়েছিলো। সুনন্দার বাপ্‌-মা পর্য্যন্ত লেডী চৌধুরীর কাছে অনুরোধ করেছিল, যা'তে সুনন্দা সতীশকেই বিবাহ ক'রতে রাজী হয়। কিন্তু তা' হ'ল না কেন ? চেষ্টার ত্রুটি হ'য়েছিল কি ? তা'র খেয়াল মত সে চল্‌তো।

যতীন বলিল—সতীশ যদি পল্লীসংস্কারের অসম্ভব কল্পনায় মেতে না উঠ্‌তো—একেবারে ডুব না মারতো, তাহ'লে হয়তো—

সুবোধ এতক্ষণ কথা কহে নাই। এইবার বলিল—তাহ'লেও সতীশের গলায় সুনন্দা মালা দিত না তা' জেনে রেখ। সুনন্দাকে আমি যতদূর চিনি, তা'তে সে যে কোনও দিন আশ্রমবাসিনী হ'য়ে—দেশ-সেবার জন্যে চাঁদা সাধতে বেরুবে, তা' আমি কল্পনাও করিনি।···সে সখ করে' খদ্দর পরতো।

বিনয় বলিল—তাহ'লে ?

যতীন আবার ঝাঁঝিয়া উঠিল। বলিল—তাহ'লেও মনীন্দ্রকে আমি Certificate of honour দেব না। কখনই নয়। ও কেন সুনন্দাকে

রীতিমত প্রত্যাখ্যান ক'রলে না ? তা'কে অতটা approach ক'রতে দিলে কেন ?

সুবোধ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল—মনীন্দ্র ভীষ্মদেব নয় বলে।

বিনয় এইবার জোর পাইল। বলিল—বল ত ভাই ? এ সব অযথা তর্ক ক'রে আমাদের লাভ কি ?

যতীন বলিল—লাভ কিছুই নেই। তবে কিনা কথাটা অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছেচে। মনীন্দ্রর নামে অনেকে অনেক কথা বল্‌ছে।

সুবোধ মেঝের উপর একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—দিন কতক পরে সব থেকে যা'বে বন্ধু, কিচ্ছু ভেবনা ;…দেখো সুনন্দাও যথা সময়ে একটি শান্তিনীড় রচনা করবে ; এবং বুক ফুলিয়ে এই শহরের উপর দিয়ে চলে' যা'বে। কত লোক তখন আবার তা'র সতীত্বের জয় ঘোষণা করবে। আর যাই হও যতীন, Sentimental হ'ওনা। দেখতো মনীন্দ্রকে তুমি একেবারে নির্ব্বাক করে দিয়েছ, বেচারা যেন ঠিক ফাঁসীর আসামীর মত চুপ করে বসে' আছে।…তারপর মনীন্দ্রর পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল—কী বন্ধু, ভয় পেলে নাকি ?

মনীন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিল—না ভাই, যতীনের কিছু অন্যায় নাই, ভুল আমারই বটে। ও আমাকে অনেকবার Warning দিয়েছিলো। আমি কিন্তু নিজেকে ঠিক্ রাখতে পারিনি। তবে আমার দিক থেকেও যে বল্‌বার কিছু নেই তা' নয়। সুনন্দাকে প্রথম দিন থেকেই আমি বলে' এসেছি আমি সংস্কার জানি না, বিবাহও করবো না। তা' এর পরেও যদি তোমরা আমায় অপরাধী করতে চাও, তাহ'লে যে শাস্তি আমায় দেবে, মাথা পেতে নেব। ভাবলে' সতীশ যে পথে যাটে

আমার কুৎসা ক'রে বেড়া'বে, সে আমি সহ্য করতে পারবো না। লেডী চৌধুরীর বাড়ীতে মহিলা-সমিতির অধিবেশনে সে পশু আমায় লক্ষ্য করে অনেক কথা কয়েছে। সুনন্দার মা'কে invite করা হ'য়েছিল—

সুবোধ বলিল—তা'তে কী আসে যায়?

মনীন্দ্র বলিল—আমাদের দিক থেকে কিছু যায় আসে না। কিন্তু সেখানে এমন একজনও ছিল না যে সুনন্দার তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করে—স্বেচ্ছাচারিনী বলে' যাকে' নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রে এই প্রকাণ্ড শহরের বুকে অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করা হ'য়েছিল, আজ তার এত অনুসন্ধানেরই বা প্রয়োজন কী? আর যে মেয়ের জন্যে আত্মীয় পরিজনের সমাজে মুখ দেখানো ভার হ'য়ে উঠেছিল, আজ সহসা তা'রই জন্যে এতটাই বা দরদ্ কিসের? সে তো বাপ-মাকে বাঁচিয়েই গেছে?

সুবোধ বলিল—বেশ করেছে। নাও এখন উঠ্‌বে কি না? আজ দেখছি বারাকপুরে যাওয়াই হবেনা! সব মাটী করে দিলে। যতীনটা মাঝে মাঝে বিগ্‌ড়ে দিয়ে এমন সব আবন্তর কথার সৃষ্টি করে যে, ওকে ভয় হয়,···Partyর মধ্যে ওকে রাখা চলবে না দেখ্‌ছি।

যতীন বলিল—বেশ বাবা, তোমরা নিত্যি নতুন ফুলের গন্ধ নিয়ে বেড়া'বে, আর আমি বল্লেই বুঝি আমার দোষ হবে?

বিনয় বলিল—ফুলকে মানা করগে, সে গন্ধ বিলোয় কেন?

মনীন্দ্র দাঁড়াইয়া বলিল—বাজে কথা ছেড়ে দাও। আজ Fairy Queen দৌড়বে, গভর্ণর নিজে Start দেবে, টিপ্ ধরা যাক্ চল।

সকলেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—চল।

তাহার পর মনীন্দ্র আল্‌না হইতে একখানা লুঙ্গি টানিয়া লইয়া পরিয়া ঘরের পর্দ্দা ঠেলিয়া, স্নানাহার সারিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। যতীন এবং সুবোধ নিকটেই একটা মেসে থাকিত, তাহারাও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। বিনয় একা বৈঠকখানায় শুইয়া রহিল।

মনীন্দ্রর পিতা অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। বি-এ পাশ করিয়াই সে লেখা পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে নিজেই নিজের অভিভাবক। এক বৃদ্ধা পিসীমা ব্যতীত তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না।

যতীন এবং সুবোধ,—উভয়েরই বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলায়। শুনা যায় অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। এখনও কলেজে নাম আছে। দুইবার করিয়া ফেল হইয়া—উভয়েই গত বৎসর বি, এস্‌-সি পাশ করিয়াছে। বাড়ী হইতে টাকা আসে, তাহারা খরচ করে। বিনয়ই কেবল বি, এল পাশ করিয়া সম্প্রতি ওকালতী সুরু করিয়াছিল। বন্ধুদিগের ভিতর তাহারই কোনও কালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। কেহই বিবাহ করে নাই। চিরজীবন বন্ধনমুক্ত হইয়াই কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প আছে।

বিনয় যে বিবাহ করিয়াছিল, বন্ধুদিগের নিকট তাহা সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। বহুদিন যাবত অত্যন্ত সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বন করিয়াই বিনয় সে-কথা গোপন রাখিয়াছিল। তাহার কারণ, বিবাহের পূর্ব্বে উহাদের পরস্পরের মধ্যে এতটা বন্ধুত্ব ছিল না—কেবল মুখ চেনা মাত্র ছিল। উপরোক্ত সে-বৎসর Summer-Vacation উপলক্ষ্যে যে সময় কলেজ বন্ধ ছিল, সেই সময়েই বিনয়ের বিবাহ হয়। মনীন্দ্র

যতীন ও সুবোধ, আরও জন কয়েক বন্ধুর সহিত সেবার Ceylon বেড়াইতে গিয়াছিল। সতীশ কোনও কালেই ইহাদের দলে ছিল না। পূর্ব্বে জানা-শোনাও ছিল না। সে অন্য কলেজে পড়িত। বয়সেও Senior, লেডী চৌধুরীর বাড়ীতে খুব অল্পদিনেই তাহার সহিত ইহাদের আলাপ হইয়াছিল। সুনন্দার সঙ্গেও সেইখানেই পরিচয়। কথাটা আর একটু খুলিয়া বলি।

—নয়—

লেডী উমাশশী চৌধুরী—মৃত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার স্যার ডি, এন্ চৌধুরীর বিধবা পত্নী। স্বামী ব্যারিষ্টারী করিয়া অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। লেডী চৌধুরী বয়সে প্রৌঢ়ত্বের সীমা-রেখা বহুদিন অতিক্রম করিলেও বালক-বালিকা যুবক-যুবতীদিগকে বড়ই ভালবাসেন—অধিকাংশ সময়ই তাহাদের লইয়া আনন্দে উৎসবে কাটাইয়া দেন। সেজন্য তিনি জলের ন্যায় অজস্র অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন। অত্যন্ত মিষ্টভাষিনী, সকলকেই সমচক্ষে দেখেন। তাঁহার সরল উদার ব্যবহারের জন্য অনেকেই তাঁহার বাধ্য।

তাঁহার বালিগঞ্জের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রতিমাসে একটা না একটা ভোজ লাগিয়াই থাকে। অনেক সম্ভ্রান্ত নরনারী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া দুই দশ দিন সেখানে কাটাইয়া যান। লেডী উমাশশী

যেমন শিক্ষিত এবং বিদুষী,—তেমনি আধুনিক রীতি-নীতি ও ফ্যাসানের একান্ত পক্ষপাতিনী।

স্বামীর সহিত তিনি দুইবার প্রায় সমস্ত ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বিলাতেও অনেকদিন ছিলেন। শুনা যায়, খাস লণ্ডনের নিকটস্থ কোনও এক পল্লীর মধ্যে তাঁহার একখানি বাড়ীও আছে। বৎসরে দুইবার করিয়া ভাড়া আদায় হয়। বিলাতী সমাজে তাঁহাদের স্বামী-স্ত্রীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এবং এখনও আছে; কোনও কোনও পরিবারের সহিত অদ্যাবধি পত্র ব্যবহারও চলে। অতিরিক্ত বয়স হওয়াতে এবং অত্যন্ত মোটা ও অপটু বলিয়া এখন আর তিনি বিলাত যাইতে সাহস করেন না। তবে মধ্যে মধ্যে কোনও কোনও বিদেশী বন্ধু বা বন্ধু-পত্নী এখনও কলিকাতায় আসিলে তাঁহার বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করেন।

সম্প্রতি লেডী উমাশশী তাঁহার বাড়িতে একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। নারী-প্রগতির যে বিরাট কল্পনা আজি পত্রে-পুষ্পে-ফলে-ফুলে বর্দ্ধিত হইয়া দেশব্যাপী একটা তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে, লেডী চৌধুরী তাহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা বা পৃষ্ঠপোষিকা। তাঁহার মহিলা-সমিতির দুই চার জন ব্যতীত সকলেই অনূঢ়া অল্পবয়স্কা; স্কুল কলেজের ছাত্রীই অধিকাংশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামজাদা ছাত্রেরও তিনি নেত্রীস্থানীয়া। হয় সমিতির অধিবেশনে—নয় তাঁহার টেনিস্‌-পার্টিতে, তাহারা আসিয়া যোগদান করে; গল্পগুজব করে; চা’ পান ও জলযোগের সঙ্গে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সম্বন্ধে প্রাণ খুলিয়া আলোচনা করে। কিন্তু সকলেই বিলাতী

আদব-কায়দা মানিয়া চলে, বিলাতী হাবভাব রীতি নীতি অনুকরণ করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকে ; কেহ কেহ লেডী চৌধুরীকে খুসী করিবার জন্য চরকা ও খদ্দরের নিন্দাও করে। ভুয়া রাজনীতির চর্চ্চা করাটা তাহাদের নিকট পরচর্চ্চা বলিয়াই গণ্য।

সে যাহাহউক, অনেক পিতা-মাতা কিন্তু এই মহিলা-সমিতিতে তাঁহাদের কন্যাদিগকে পাঠাইয়া গৌরব বোধ করেন। সেজন্য ভিতরে অনেক উমেদারীও চলে। সুবিধাও আছে অনেক। একবার কোনও রকমে সমিতির খাতায় নামটা লিখাইতে পারিলে আর কোনও চিন্তা থাকিত না। চাঁদার কোনও বালাই ছিল না। অধিকন্তু লেডী চৌধুরীর দুইখানি মোটর বৈকালে প্রত্যেক বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়া মেয়েদের লইয়া আসিত আবার খেলা-ধূলা আমোদ-আহ্লাদ সভা-সমিতি হইয়া গেলে, সন্ধ্যার কিছু পরেই তাহাদের ঘরে পৌঁছাইয়া দিত। কিন্তু চাঁদার হাঙ্গামা না থাকিলেও সমিতিতে প্রবেশ করানো কিছু কঠিন ছিল, বড় রকম সুপারিশ ব্যতীত তাহা হইত না। এবং চেষ্টা করিলে সুপারিশও যে না মিলিত এমন নয়।

কোনও কোনও স্থলে এই নারী-সমিতির বিরুদ্ধে আবার তীব্র কঠিন সমালোচনাও হইত। কেহ বলিত hobby, কেহ বলিত ন্যাকামী—পাগলামী! অনেকেই বলিত—অগাধ টাকা, খরচ করার ত একটা রাস্তা চাই? তাই বুড়ো বয়সে এই বিলাস আর খেয়াল নিয়েই আছে। কিন্তু কচি কচি মেয়েগুলোর যে একেবারে আখের নষ্ট হ'য়ে গেল—তা'র উপায় তোমরা কি ভাবছো? এমনি। অনেকে আবার স্বার্থের মুখোস পরিয়া লাভের চেষ্টায় দলে দলে গিয়া

মিশিত, এবং বাহিরে আসিয়া সেই মুখেই নানা প্রকার নিন্দাও বাজাইত। নিন্দুকের দল সকল দেশে, সকল সমাজেই আছে। তাহারা মধু আহরণ করে, এবং সুযোগ মত বিষ উদ্গার করে।

মিস্ সুনন্দা মল্লিক লেডী চৌধুরীর নারী-সমিতির একজন প্রধান পাণ্ডা। বয়স বেশী নয়। সবে মাত্র বাইশটী বসন্ত মাথার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। রূপসী না হইলেও, ঘষা-মাজার ফলে,—এবং পোষাক-পরিচ্ছদ, হেজিলীন্, পাউডার ও ওটীন-ক্রিমের কৃপায়, রূপের খুবই চটক্ আছে। তাহা ছাড়া তিনি বিজ্ঞানে আবার গ্র্যাজুয়েট্। জুনিয়র ছাত্রীদিগের নিকট খুব নাম। 'সুনি দিদি' বলিতে সকলেই অজ্ঞান। কিশোরীরা সর্ব্বদা তাহার পিছনে পিছনে ফেরে।

সুনন্দা অত্যন্ত একগুঁয়ে—অত্যধিক খামখেয়ালী ও দাম্ভিকা। পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের চির অবাধ্য। কাহারও কথা কিম্বা উপদেশ কোনও দিন গ্রাহ্য করে না। নিজে যাহা বোঝে তাহাই করে। বাপ্-মা পছন্দ করিয়া যতবারই পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছে, সুনন্দা একটা না একটা খুঁৎ দেখাইয়া দিয়া, বরাবরই তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছে।

সর্ব্বদাই নাক সিট্‌কাইয়া বলে—পুরুষগুলো আমার দুই চক্ষুর বিষ। ওদের দেখ্‌লেই আমার কেবল হাসি পায়। ওই যে দু'দিন আলাপ পরিচয় হ'তে না হ'তেই, ওম্নি মুখ চুলকে ওঠে, আর আড়াল পেলেই নাকে কেঁদে বে'র কথা তোলে, তা'তেই আমি রেগে যাই। কেন রে বাপু, গাঁট্‌ছড়া না বাঁধলে বুঝি আর বন্ধুত্ব হ'তে নেই? বাবাও তেম্নি। কতকগুলো ডিগ্রী আছে শুনলেই ওম্নি আকাশের চাঁদ হা'তে

পান্‌ ;—বলেন খুব যোগ্য পাত্র, এইবার বে' কর্‌ সুনন্দা। আচ্ছা বলতো মাসীমা, (লেডী চৌধুরীকে সুনন্দা এবং অপর মেয়েরা মাসী-মাই বলিত) ওই যে সতীশ বাবু কি মনীন্দ্র বাবু এতকাল আসা-যাওয়া করছে, কিন্তু বিয়ের কথা ত একদিনের জন্যেও তোলেনি। আমি এই রকম পুরুষই ভাল বাসি। তা' তোমার যতীন, সুবোধ কি বিনয়, ওরাও বাবু কিন্তু ও সব কথা কয় না।

একদিন সন্ধ্যার পরে টেনিস্‌-লনে দুইখানি ডেক্‌-চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া এই কথা হইতেছিল। সেখানে অপর কেহ ছিল না। লেডি উমাশশী নিজের হাত-পাখাখানাকে ঠেকাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন—তা ওদের ভেতর থেকেই একজনকে বেছে নে-না ? তোর বাপ-মা ত আমায় পাগল করে' দিলে ! কী যে তাদের বলি তা'র ঠিক্‌ নেই। তোর বয়েসও ত হ'চ্ছে ?

সুনন্দা কটাস্‌ করিয়া জবাব দিল—তুমিও ক্ষেপলে নাকি মাসীমা ? তবেই হ'য়েছে ! আসা বন্ধ করতে হ'বে দেখ্‌ছি এবার।

উমাশশী বলিলেন—বন্ধই বা করবি কেন ? সতীশ ত তোর সঙ্গে দু'টো কথা কইতে পেলে বর্ত্তে যায়। তোর মা'ও সেদিনে বল্‌ছিল। বলে একটু বয়েস হ'য়েছে বটে, তা' সুনন্দাও ত আর খুকি নয় ? অমন ছেলে…ডবল এম, এ, আবার এস্‌-সি ; বিবাহে ঝোঁক ছিল না, তাই এতদিন করেনি। তুই কিছুতেই তাকে আমল দিলি না বলেই মনের দুঃখে বন্দীপুরে আশ্রম করেছে।…আসতে বল্‌বো ?

সুনন্দা বলিল—কে বাবা জঙ্গল ঘেঁটে পল্লী-সংস্কার করে বেড়া'বে !

তা'কে যে বে' করবে সে গেরুয়া কাপড় ছোপাচ্ছে। রক্ষে কর মাসীমা!—বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উমাশশী বলিলেন—তোদের বাবু সবই নতুন! তোরা বে'র চেয়ে বন্ধুত্ব বড় বলিস বটে, কিন্তু ঠেক্‌তেও হয়, আচ্ছা তাকে যদি মনে না ধরে, তা'হলে মনীন্দ্র কি বিনয়কেই না হয় বে' করনা? কি বলিস্? ঘট্‌কালী করবো? তারা ত আর তেমন নয়, আশ্রম phobia ও নেই।

সুনন্দার মুখখানা অকস্মাৎ রাঙা হইয়া উঠিল। অন্ধকার ছিল বলিয়া লেডী চৌধুরী তাহা দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন—কথার জবাব দিলিনে যে? বিনয় আর মনীন্দ্র দুজনেরই শুনিছি বেশ টাকাও আছে।

সুনন্দা বলিল—জবাব আর কী দেব মাসীমা? বাবাকে আর মা'কে জবাব দিয়ে দিয়ে জবাব সব ফুরিয়ে গেছে। তুমিও যদি আবার জবাব চাও তা'হলে ত বাঁচিনা। অগত্যা অন্য পথ দেখতে হ'বে। বলিয়াই সে যেন একটু সচকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল।

উমাশশী ডাকিয়া বলিলেন—চল্লি নাকি? সোফার ফিরে আসুক দাঁড়া—? বে'র কথা হ'লেই অমন করিস্ কেন? বোস্‌না খানিক?

সুনন্দা বলিল—সে অনেক দেরী হ'বে মাসীমা, আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে নেব'খন। বলিয়াই সে চলিয়া গেল। উমাশশী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

সেই দিনই সতীশ ও বিনয় চিত্রায় সুনন্দাকে মনীন্দ্রর পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সতীশের সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সুনন্দা মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। মনীন্দ্রর সহিত সুনন্দাকে সেই অবস্থায়

দেখিয়া বিনয়েরও একটু মাথা ঘুলাইয়া গিয়াছিল। কেননা, বৈকালে লেডী চৌধুরীর বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইয়া যখন তাহারা ফিরিয়া আসে, মনীন্দ্র তখন বন্ধুদিগের নিকট 'চিত্রার' আভাস মাত্র দেয় নাই। সে যাহাই হউক, মনীন্দ্রর সহিত সুনন্দাকে দেখিয়া বিনয় কিন্তু মনে মনে খুসীই হইয়াছিল। এইটুকুই পূর্ব্বের কথা।

—দশ—

সতীশ কলিকাতায় আসিয়া আবার রীতিমত লেডী চৌধুরীর বাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করিল। লেডী উমাশশী তাহাতে খুসী হইলেন বটে, কিন্তু সুনন্দা খুসী হইল না। সে যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এবং ক্রমশঃ সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। মনীন্দ্র মাঝে মাঝে টেনিস্ খেলিতে যাইত বটে কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে থাকিত না—একটা না একটা অছিলা করিয়া সরিয়া পড়িত। সতীশের সঙ্গেও আর তাহার পূর্ব্বের মত মেলামেশা বা কথাবার্ত্তা ছিল না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই বলিত—ওসব দেশ-ভক্তের সঙ্গে না মেশাই ভাল! সতীশের নিকট মনীন্দ্রর কথা উঠিলে, সতীশ ও যেন কেমন গম্ভীর হইয়া যাইত কোনও উত্তর দিত না। ভাবান্তরটা অনেকেই লক্ষ্য করিল, কিন্তু কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না।

ইহার মাসখানেক পরেই লেডী চৌধুরী শুনিলেন, সুনন্দা পিতামাতার সহিত ঝগড়া করিয়া হঠাৎ পুরী চলিয়া গিয়াছে। সেখানে নাকি

তাহার কে একজন পরিচিতা বন্ধু অনেক দিন হইতেই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া সমুদ্রতীরে বাস করিতেছিল, তাহাকে দেখিতেই সে গিয়াছে। বন্ধু কলেজেরই জানা-শোনা, সুনন্দার অপেক্ষা চার পাঁচ বৎসরের সিনিয়র, বিবাহের পর হইতেই ব্যারামে ভুগিতেছিল, ডাক্তারদিগের পরামর্শ মত তাহার স্বামী তাহাকে পুরীতে লইয়া গিয়াছেন।

যে মেয়েটী এই সংবাদ আনিল, সে ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিল না। কাজে কাজেই লেডী উমাশশী মনে মনে হাতড়াইতে লাগিলেন,—কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। সুতরাং তখনকার মত তাহা গোপনই রহিল। মেয়েটীকেও গোলমাল করিতে মানা করিয়া দিলেন।

সতীশও একটু আধটু কানাঘুসা শুনিয়াছিল। সে ভিতরে ভিতরে সুনন্দার অন্তর্দ্ধানের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে যে কোথায় গিয়াছে, আর এরূপ হঠাৎ চলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী, তদ্বিষয়ে কিছুই সতীশ ঠিক্ করিতে পারিল না। অথচ দেখিল মনীন্দ্র কলিকাতাতেই আছে। এবং দলবল লইয়া সে চিরকাল যেমন স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়, তেমনি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদিগের সহিত সতীশের তেমন সদ্ভাব ছিল না, কাজে কাজেই সে তাহাদিগকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। একদিন সে সুনন্দার বাড়ীতে গেল। সুনন্দার বাপ তখন ঘরে ছিলেন না। মা খুব আদর-অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। দেশ-বিদেশের কথা, তাহার বন্দীপুরের পল্লী সংস্কারের কথা,—এমনি অনেক কথাই হইল, কিন্তু সতীশ যাহা

জানিতে চায়, সে কথার উল্লেখ মাত্র হইল না। প্রায় এক ঘণ্টাকাল সে তাহাদের বাড়ীতে ছিল, কিন্তু সুনন্দার মা, সুনন্দার নামও করিলেন না।

এই ভাবেই মাসাধিক কাটিয়া গেল। এমন সময় হঠাৎ একদিন খবর আসিল—প্রফেসর অমিয় বসুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী চারুপ্রভা, যে দুই বৎসর যাবৎ যক্ষ্মা-রোগে ভুগিতেছিল, সে পুরীতে মারা গিয়াছে ; এবং সুনন্দার সহিত অমিয়বাবুর বিবাহ হইবে। সুনন্দা সেই জন্যই লুকাইয়া পুরী গিয়াছে। কথাটা প্রচার হইবা মাত্র সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। যতগুলি মহিলা বা ছাত্রী সেদিন সে মজলিশে উপস্থিত ছিল সকলেই পরস্পর গা-টেপাটেপি করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল এবং সুনন্দাকে ধিক্কার দিল। অর্থাৎ বিবাহের নামে এতকাণ্ড ঢলাঢলির পর সুনন্দার এ কী দুর্মতি! একজন মেয়ে ত নাক সিটকাইয়া বলিয়াই বসিল—মা গো! বুড়ো অমিয় বাবুই বা কী! বৌ মরতে না মরতেই আবার! অরুচিও ধরেনা—ছি!

আর একজন—বলিল—ওমা— ও মাসীমা! 'সুনি দিদি, যে তাঁর বড় পেয়ারের ছাত্রী ছিল গো! অমিয় বাবু কেমিষ্ট্রির প্রফেসর, তা' জাননা? চারু দি'র অসুখের জন্যে তিনি আট মাসের ছুটী নিয়ে পুরীতে ছিলেন। ধন্যি বাবু!

লেডী উমাশশী সকলকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন—জানি জানি,—তা' এমনই কী বয়েস না? আমার চেয়েও পাঁচ ছয় বছরের ছোট। সাড়ে চার শো টাকা মাইনে পায়, ছেলে পিলে নেই, অমন সাজানো সংসার, বেশ হ'য়েছে।...তোরা ভারি নিন্দুক।

কাজে কাজেই আলোচনা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। সকলেই জানিত, তাহাদের মাসীমা কাহারও বয়স লইয়া তর্কাতর্কি করা একেবারে পছন্দ করেন না। তিনি বলেন, যতই যা'র বয়স হউক না কেন, দেহ যদি নিটোল থাকে, আর মন যদি কাঁচা হয়, তাহ'লে সবই শোভা পায়।

কয়েক দিন পরেই সুনন্দার স্বহস্তে লেখা এক দীর্ঘ পত্র লেডী উমাশশীর হস্তগত হইল। তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত নবদম্পতী কিছু দিনের জন্য ওয়ালটেয়ারে যাইতেছে। পত্রের শেষে সুনন্দা লিখিয়াছে—'মাসীমা, মা'কে কিম্বা বাবাকে আমি ইচ্ছা করিয়াই কোনও সংবাদ দিলাম না। তুমিও কোনও কথা বলিও না। যদি কখনও আমার সম্বন্ধে কোনও কথা ওঠে, তুমি আমার হইয়া এই কথাটী শুধু বলিও যে, সুনন্দা বিবাহ করিয়াছে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য হিসাবে করে নাই, প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই করিয়াছে। সংস্কারের ক্রীতদাসী সে কালও ছিল না, আজও নাই;—মন তাহাকে যখন যে পথে চালিত করিবে, সে অম্লানবদনে সেই পথ ধরিয়াই চলিবে। তাঁহারা যেটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের কন্যার নিকট সেটা চিরজীবন শ্লাঘার বিষয়ই থাকিবে। সে পিতামাতা বা আত্মীয় দিগের রুদ্ধ-দ্বারে ধর্ণা দিবে না। এবং জীবনে কখন মার্জ্জনাও চাহিবে না।

উমাশশী দুই তিন বার ধরিয়া পত্রের শেষের অংশটুকু পড়িলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুনন্দা অপরাধের কথা কি জন্য লিখিয়াছে? মেয়েটা চিরকালই খামখেয়ালী,—বাপ্-মা কোনও দিন

তাহাকে নিজেদের মতে চালাইতে পারে নাই। বিবাহের কথা লইয়া যখন-তখন তাহাদের বাড়ীতে ঝগড়া বিবাদ হইয়াছে -সুনন্দা কত দিন রাগ করিয়া তাঁহার নিকট চলিয়া আসিয়াছে,—আবার তিনি বুঝাইয়া সুঝাইয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। অমিয় বসুকে হঠাৎ বিবাহ করিয়া ফেলাটা অন্যের পক্ষে বিস্ময়ের বস্তু হইলেও, সুনন্দার পক্ষে সেটা ততটা নয়, এবং লেডী চৌধুরী তাহাতে কিছু মাত্র আশ্চর্য্য হ'ন নাই। কেন না, ও রকম খামখেয়ালী একগুঁয়ে মেয়েগুলো শেষে প্রায়ই এমনি করিয়া বসে। বরং মনে মনে তিনি কতকটা নিশ্চিন্তই হইয়াছিলেন। আধুনিক রীতি-নীতি এবং নারী-প্রগতির পক্ষপাতিনী হইলেও, লেডী চৌধুরীর বয়স প্রায় ষাইট বৎসর।—সুনন্দার মত মেয়েদের মনের গতির সঙ্গে ঠিক খাপ খাওযাইতে পারিতেন না। একটু যেন ভয়ও কবিতেন। অথচ কড়া অবরোধ-প্রথা আর অবগুণ্ঠনবতী বধূ ছিল তাঁ'র দুই চক্ষের বিষ।

কিন্তু সে যাহাই হউক, সুনন্দার চিঠির ধারা, বিশেষতঃ তাহার ওই শেষের কয়টা লাইন পড়িয়া উমাশশী বড় সন্ত্রস্ত হইলেন। মুস্কিল হইল এই যে, এ রহস্যের মীমাংসা হওয়া উপস্থিত অসম্ভব। তাহার বাপ-মা'কে ত জিজ্ঞাসা করা চলেই না, এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেউ নাই, যাহার দ্বারা গোপনে অনুসন্ধান করা চলে। তাঁহার মনে হইল, হঠাৎ পুরীতে গিয়া অমিয় বসুকে বিবাহ করিবার পিছনে তাহা হইলে এমন কোনও ঘটনা আছে, যাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন

না। বিনয় অথবা মণীন্দ্র, যাহাদের সহিত ইদানী সুনন্দা বেশী রকম মিশিত, তাহারাও আর আসে না।

যাহা হউক লেডী উমাশশী নব দম্পতীকে শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। এবং ইহাও জানাইলেন—সে ইচ্ছা করিলেই স্বামীর সহিত অনায়াসে তাঁহার গৃহে আসিয়া যত দিন ইচ্ছা অবস্থান করিতে পারে, এবং কবে তাহারা কলিকাতা আসিবে, যেন পূর্ব্বাহ্লে সে কথা জানানো হয়, তিনি প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা করিবেন।

সুনন্দার নিকট হইতে সে পত্রের আর কোনও উত্তর আসিল না। দেখিতে দেখিতে আরও ছুই মাস কাটিয়া গেল। লেডী চৌধুরী সংবাদ লইয়া জানিলেন, ওয়াল্‌টেয়ার হইতে অমিয় বাবু আরও তিন মাসের ছুটীর Extension চাহিয়া কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন, এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সুনন্দাকে লইয়া ওয়াল্‌টেয়ার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিল, হয় ত তিনি আর প্রফেসরীও করিবেন না, কলিকাতায়ও ফিরিবেন না।

লেডী চৌধুরী নারী-সমিতির সকল মেয়েকে সমান চক্ষে দেখিলেও, সুনন্দাকে মনে মনে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, সুনন্দা হয় সতীশকে নয় মনীন্দ্রকে বিবাহ করে। তাহা হইলে সকল দিকে শোভনও হইত, এবং সব দিক বজায়ও থাকিত; তাহার বাপ মাও সন্তুষ্ট থাকিত। তিনি সাধ্য মত সেই চেষ্টাই বরাবর করিয়াছিলেন। কিন্তু অবোধ মেয়েটা কিছুতেই পোষ মানিল না— এমন কাণ্ড করিয়া বসিল যে, সকলেই টিট্‌কারী দিতেছে। তিনি আর কত দিকে মানাইয়া চলিবেন? যতই কেন না তিনি মুখ বন্ধ

করুন, পিছনে অনেকেই অনেক কথা বলে। আজকাল অনেকেরই ধারণা,—যেন দায়ে পড়িয়া সুনন্দা অমিয় বাবুকে বিবাহ করিয়াছে। কয়েক দিন হইতে আরও একটা কথা কানা-ঘুষা হইতেছে। বাহিরে বাহিরে সতীশ নাকি সুনন্দার চরিত্র সম্বন্ধেও গুজব রটাইয়াছে। সে বলে—লেডী চৌধুরীর নারী-প্রগতির সুনন্দাই প্রধানা Torch-bearer. আরও অনেক কথা সে বলে।

সমিতির অধিবেশনে ছাত্রীদের মধ্যেও আপোষে এমন সব আলোচনা হয়, যাহা লেডী চৌধুরীর পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

অথচ সতীশ বেহায়ার মত এখন তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে,—তাঁহার সহিত হাসিয়া কথা কয়;—সময়ে সময়ে মেয়েদের ঠাট্টা তামাসা করে। একদিন নির্ম্মলা একখানা সস্তা বাঙ্গলা সাপ্তাহিক কাগজ আনিয়া উমাশশীকে দেখাইল—তাহাতে জনৈক পত্র-প্রেরক একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছে। প্রবন্ধের নাম— বালিগঞ্জে প্রগতির প্রমারা'—

তাহাতে এমন সব জঘন্য ইঙ্গিত আছে, যাহা পড়িয়া উমাশশীর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল এবং সে সকল যে তাঁহাদের নারী-সমিতিকে লক্ষ্য করিয়াই লেখা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। নির্ম্মলা বলিল—এ নিশ্চয়ই সতীশের লেখা মাসীমা, সে নিজে যদি নাও লিখে থাকে, অন্ততঃ এই ছ্যাচ্‌ড়া সম্পাদকটাকে দিয়ে লিখিয়েছে।— উমাশশীরও তাহাই বিশ্বাস হইল। তিনি কয়েক দিন পরেই—একটা উপলক্ষ্য করিয়া সতীশকে তাঁহার বাড়ী আসিতে বা মেয়েদের সহিত মিশিতে মানা করিয়া দিলেন।

—এগার—

দুই মাসের স্থলে আট মাস কাটিয়া গেল, আসিয়া চাকুরী স্থলে লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা, নিরুপমা তাহার স্বামীর নিকট হইতে একখানা পত্র পর্য্যন্ত পাইল না, কেন এমন হইল ? নিজের মাথা খাইয়া কেন আমি তাঁহাকে বিদেশে যাইতে দিলাম ? যেমন করিয়াই হউক, দুঃখে কষ্টে দিন ত কাটিতেছিল ? কলিকাতায় পড়িয়া থাকিলে, যা' হয় একটা চাকরী জুটিতই। অন্ততঃ আরও দু' একটা বাড়ীতে ছেলে পড়ানোও ত চেষ্টা করিলে মিলিত ? এসব কথা কেন আমার তখন মনে হইল না !

যতই দিন যাইতে লাগিল নিরুপমার ততই দুর্ভাবনা বাড়িতে লাগিল। ক্রমশঃ নিদারুণ দুশ্চিন্তায় সে শুকাইতে লাগিল।

মণ্টু কত আশ্বাস দেয়, কত রকম করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে। বলে—বৌদি, তুমি কী গো ! পুরুষ মানুষ, চাক্‌রী কর্‌তে গেছে, টাকা ঘরে আন্‌বে,...এমন হ'লে কি চলে ভাই ?

পরেশ বলে—বৌঠাক্‌রুণ, দাদার আপিসের ঠিকানা জান্‌তে পারলে, আমি নিজে গিয়ে সঙ্গে ক'রে তাঁকে তোমার দরবারে এনে হাজির ক'রতাম। সি-পি-তে কোন্ ঠিকানায় কোন্ আপিসে বিনয়বাবু আছেন তা তো জানি না। তবুও আমি সেখানকার সব সরকারী আপিসে চিঠি লিখেছি,...দিন কতক একটু স্থির হোন্, শীগ্‌গিরই সুসংবাদ এনে দিচ্ছি। ইত্যাদি—

খোকা চুপি চুপি মা'কে জিজ্ঞাসা করে, বলনা মা, বাবা কবে আসবে? কবে আমার জন্যে হাওয়া-গাড়ী কিনে আনবে?...বাক্সর ভেতর ওটা কী মা?

নিরুপমা তাড়াতাড়ি বাক্সর ডালা বন্ধ করিয়া ফেলে।

খোকার হাতে হয় দুইটা লজেঞ্চুস্, নয় ত একখানা বিস্কুট, এম্নি দিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করে।

হেজ্লীনের শিশিটা বিনয়ের আদরের শেষ দান। বিদেশে চাকুরী করিতে যাইবার ঠিক আগের দিনের বিকালে—যখন সে শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে আসিয়া চুল বাঁধিবার সময় এইটা উপহার দিয়াছিল, সেদিনকার স্বামীর সেই পরিশ্রান্ত ক্লান্ত মুখের ছবিখানি আজও নিরুপমার বুকের মধ্যে আঁকা আছে। তাহার পর সরকারী খরচে তাহাকে বারুইপুরে রাখিতে আসিবার সময় (বিনয় তাহাকে যেমন বুঝাইয়াছিল) আরও অনেক দরকারী খুচরা জিনিস সে কিনিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু হেজ্লীনের শিশিটাই নিরুপমার নিকট যেন পরম পদার্থ হইয়াছে। বিবাহিত জীবনে সখের কোনও দ্রব্য সে স্বামীর নিকট হইতে পায় নাই; অভাবের সংসার বলিয়া কখনও স্বামীর কাছে কোনও বিষয়ে আবদারও করে নাই। তাই এইটুকুই সে ঠিক দেবতার নির্ম্মাল্যের মত অতি সযত্নে বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। একদিনও ব্যবহার করে নাই।

ননদের বাড়ী নিরুপমার যত্নের ত্রুটি ছিল না। তাহাদের স্বচ্ছল সংসার, কোনও দিকে কোনও অভাব নাই; স্বামী-স্ত্রীর মনের মিলও যথেষ্ট। কিন্তু তথাপি নিরুপমা যেন আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে তিষ্ঠিতে

পারিতেছিল না। সমস্ত আদর-যত্ন যেন তাহার বিষাক্ত বোধ হইতেছিল। যেন কোথাও পালাইতে পারিলে সে বাঁচে।

পরেশ প্রত্যহ খোকাকে লইয়া বেড়াইতে যাইত। কত রকমের খেলিবার সামগ্রী সে খোকাকে কিনিয়া দিয়াছিল। আসিবার পরই, সে একখানা ছোট তিন-চাকার গাড়ী পর্য্যন্ত খোকার জন্ত কিনিয়াছিল। কিন্তু সে সবই এখন আবর্জ্জনার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরুপমা এখন খোকাকে কিছুতেই বেড়াইতে দিতে চাহে না। কৃপণের ধনের মত সে সর্ব্বদা তাহাকে আগুলিয়া থাকে। এক দণ্ডের জন্ত তাহাকে চোখের আড়াল করে না। হয় তো সে খোকার মুখে বিনয়েরই প্রতিচ্ছবি দেখিয়া মনে মনে তৃপ্তি পায়···কে জানে!

এই ভাবেই দিন চলে। বিনয়ের কিন্তু কোনও সন্ধান নাই!

এক রাত্রে মণ্টু স্বামীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—কী করা যায় বল দিকি? দাদাকে আন্‌তে না পারলে—অন্ততঃ দাদার হাতের একখানা চিঠিও না এলে, বৌ'দিকে আর ত বোঝানো যায় না! কী রকম চেহারা হ'য়েছে দেখেছ? আজকাল আবার রোজ একটু করে' জ্বর হ'চ্ছে। কিছু মানতে চায় না,—যা' খুসী করছে। বলে, ও কিছু নয়। খোকাও যেন কেমন হুতোশ লাগার মত দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে; মা'র আঁচল ছাড়তে চায় না! দাদারই বা কী আক্কেল জানি না। সে তো জানে, বৌ তা'কে দু'দিন চোখে না দেখ্‌লে কী রকম করে? বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত কখনও যায় না!

পরেশ গম্ভীর মুখেই সব কথা শুনিতেছিল। কিন্তু প্রথমটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—অমন লোকের স্ত্রীকে ফেলে

রেখে বিদেশে চাকরী ক'রতে যাওয়াই ঝক্‌মারী। এ কি তুমি ? ছ'বছর বারুইপুরে পড়েছিলুম,—এক ফোঁটা চখের জল ফেলা দূরের কথা, একদিন একটা নিশ্বাসও তোমার পড়েনি। এমনি কঠিন জান্‌, পাষাণ বল্লেই হয় !

মণ্টু বলিল—আহা থামো ! সে তুমি কী বুঝবে ? সংসারে দেনা শোধ করবে বলে' নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে কাটিয়েছ, তবু আমায় আন্‌তে চাওনি ! তখন বাবুর মাসে একদিন বাড়ী যাওয়াও হ'তনা ! বল্লেই খরচের কথা তোলা হ'ত।

পরেশ বলিল—সে আমি যাই করি না। তুমি তা'র জন্যে কী করেছিলে শুনি ? চিঠিতে কোনও দিন একটুও বিরহ জানিয়েছিলে ? না নিজেই গাড়ী ভাড়া করে' চলে' এসেছিলে ? আমি ত আর ঠিকানা লুকুইনি ? বৌঠাক্‌রুণের ভালবাসার বহরটা কী রকম দেখ দিকি ? ...রোজ একটু ক'রে তা'র পায়ের ধুলো নিও।

মণ্টু হাসিয়া ফেলিল। বলিল—আচ্ছা গো মশাই, আমার না হয় ভালবাসা-টাসা নেই, তোমার ত আছে ? তাহ'লেই চলে' যা'বে,—অর্দ্ধেক ফলও ত হ'বে ?

পরেশ থিয়েটারী ঢং-এ হাত নাড়িয়া বলিল—আছেই ত। নিশ্চয়ই আছে ! এই বুকখানা যদি চিরে দেখানো যেত, তবে দেখতে পেতে—এক মণ্টুরাণী ছাড়া সেখানে দোসরা কেউ নেই—

মণ্টু তাড়াতাড়ি তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ্‌ চুপ্‌। বৌদি রাতে ঘুময় না, শুনতে পেলে কী মনে ক'রবে বল দিকি ? যা জিজ্ঞেসা করলুম, তা'র উপায় কী ভাব্‌ছো ? এ হাসি-মস্করার কথা নয়।

এইবার অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পরেশ বলিল—সত্যি মণ্টু, এইবার বাস্তবিকই বড় ভাবনা হ'য়েছে আমার। সেণ্ট্রাল-প্রভিন্সে, নাগপুরে, ছোট বড় যত রকম সরকারী আফিস আছে, সব জায়গায় আমি তল্লাস করেছি,—কিন্তু বিনয়বাবুর কোনও পাত্তা মেলেনি।

—বল কী গো!

সেখানে লাটসাহেবের দপ্তরে আমার এক বাল্যবন্ধু চাকরী করে, তা'র দ্বারা খুঁজতে আমি আর বাকী রাখিনি। আমি হতাশ হ'য়ে পড়িছি। কী বলে' যে বৌ-ঠাক্‌রুণকে জানাবো, তা' ভেবেই পাইনি।

মণ্টুর মুখখানাতে কে যেন কালি লেপিয়া দিল। সে কাতর ছলছলে দৃষ্টিতে চাহিয়া পরেশের হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল—তবে কী হবে! দাদাআমার প্রাণে বেঁচে আছে ত?

পরেশ তাড়াতাড়ি বলিল— ছি মণ্টু, ও-সব অলক্ষুণে কথা মুখে এন' না; নিশ্চয়ই চাকরীর খাতিরে তাঁ'কে নাগপুর ছেড়ে হঠাৎ অন্য কোথাও যেতে হয়েছে। হয় তো জঙ্গলের কাযেই তাঁ'কে বদলী করেছে। হয়তো পঞ্চাশ মাইলের ভেতর ডাকের তেমন বন্দোবস্ত নেই; বা দু' একখানা যা' চিঠি লিখেছিলেন, তা' পথেই মারা গেছে—

মণ্টু বলিল—তা' বলে' এই এতদি—ন! না বাবু, তুমি আর কোনও উপায় ঠাওরাও। নিজেই না হয় একবার নাগপুরে যাও না?—লক্ষীটি! বেশ করে' ভেবে দেখ। দাদা ইচ্ছে করে' যে বৌদিদিকে এই মন কষ্ট দেবে তা' আমার মনে হয় না। সে ওকে বড্ড ভালবাসে—

পরেশ বলিল—যেতে যদি বল তুমি মণ্টু, আমি কালই ছুটী নিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারি। তা'ছাড়া দিন দশেক পরেই বড়দিনে আদালত বন্ধ হ'য়ে যাবে—অল্প খরচে যাওয়া-আসাও চলবে। কিন্তু…না থাক্ —বলিয়াই সে থামিয়া গেল।

মণ্টু স্বামীর মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। যখন পরেশ আর কোনও কথা কহিল না, তখন সে তাহার আরও নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—বল্‌তে বল্‌তে অমন থামলে কেন গা? কী বলছিলে বল না?

পরেশ পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া গিয়াছিল। কী ভাবে যে কথা সুরু করিবে ভাবিয়া না পাইয়া, একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—বল্‌ছিলুম কি,…একটা কথা কেবলই আমার মনে হয়—

মণ্টু অত্যন্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কী কথা বল বাবু, আমার কাছে কিছু লুকিও না—

পরেশ তবুও খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া, তাহার পর বলিল—কী কথা জান? আমাদের বৌ-ঠাক্‌রুণের যে রকম স্বামী-ভক্তি আর স্বামীর ওপর টান্ দেখ্‌ছি, বিনয় বাবুরও কি ঠিক্ তেমনি তুমি মনে কর?

মণ্টু বলিল—কেন, একথা তুমি বলছো কেন? আমি ত কখনও কিছু শুনিনি? ওদের মধ্যে কোনও রকম অসদ্ভাব হ'তেও দেখিনি। চিরকালই ত একত্রে আছে।…আজ একথা তুমি জিজ্ঞাসা করলে কেন?

পরেশ বলিল—অনেক কথা অনেক সময় তোমায় বলিনি মণ্টু,

বল্‌বার তেমন দরকার ও হয় নি। আর আমিও যে সকলের সব কথাই চিরকাল ধ্রুব বিশ্বাস করে এসেছি তা'ও নয়। লোকের মিথ্যা রটনা বলেই আগে আগে ভাবতুম; কিন্তু—

মণ্টু এবার অতি-মাত্রায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—দাদার সম্বন্ধে কবে তুমি কী শুনেছ বল দিকি? তা'র চরিত্রের বিষয়ে? না বাবু, আমি তা বিশ্বাস করি না। তাহ'লে বৌদি' এতদিন এখানে রয়েছে, কিছুই কি শুনতুম না? দাদার ওপর বৌ-দি'র অগাধ বিশ্বাস।

পরেশ বলিল—আমাদের এখানে একজন ডেপুটী ছিলেন,—তিনি এখন খুল্‌নায় বদলী হ'য়ে গেছেন। তাঁ'র মুখে আমি বিনয় বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিছি। বিনয় বাবু'দের একটা দল আছে। দলের সকলেই কিন্তু উচ্চশিক্ষিত;—বিদ্বান-মহলে তাঁদের খ্যাতিও যেমন, তাঁ'রা মেশেনও তেম্নি খুব বড়-বড় দলে। শিক্ষিতা মহিলাও অনেক আছেন,—তাঁরা একত্রে চলা-ফেরা করেন, কোনও বাধা-বিঘ্ন নেই, আব্রু বা পর্দ্দার ধারও তাঁরা ধারেন না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কারো কারো এমন জঘন্য চরিত্র যে, সে-কথা দেশের অনেকেই জানে না। বরং সাধারণের কাছে তাঁরা মর্য্যাদাই পেয়ে আস্‌ছেন চিরকাল। বাইরের আচরণ দেখে, সহজে কেউ তাঁ'দের অবিশ্বাসও করেন না। এম্নি ডুবো সাঁতার দিয়েই তাঁ'দের চলে।

রাগ করিয়া মণ্টু বলিল—ও-সব মিথ্যা কথা। লোকের বানানো কথা। মেয়েদের পর্দ্দা মানে না ব'লে—আর প্রকাশ্যে মেশা-মেশি করে ব'লে লোকে তাদের সন্দেহ করে। কেন, তা'রা কি মদ খায়, বেশ্যা-বাড়ী যায়?—

পরেশ একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—চ'টোনা মণ্টু, মদ্যপ হ'লেই বা বেশ্যা-বাড়ী গেলেই যে সেটা সব চেয়ে দোষের হয়, এ কথা অনেকে স্বীকার করে না ;—বিশেষতঃ এই বিংশ শতাব্দীতে। তা'র চেয়ে আরও কঠিন ব্যাধি আজ কাল সমাজে ঢুকেছে। আমি তোমার মনে অযথা কষ্ট দেব বলে' এ কথা তুলিনি। তুমি ত জান, বিনয় বাবুকে আমি কী রকম শ্রদ্ধা করি ?

মণ্টু তাড়াতাড়ি বলিল—সবটাই খুলে বল না বাবু ? অযত্ন কথাটা কী—সেইটাই শোনাও না ?

পরেশ বলিল—দেখ মণ্টু, আমি মূর্খ লোক। ম্যাট্রিক পাশ করে,' কত কষ্টে,—ধুঁইয়ে ধুইয়ে, হাকিমদের মন যুগিয়ে, তবে আজ S. D. O.-র পেস্কা'র হ'য়েছি। তা'র ওপর আবার পাড়াগেঁয়ে অসভ্য লোক। শহরের সভ্যতার সঙ্গে, বা আজকাল কার ফ্যাশানেবল্ সোসাইটীর সঙ্গে আমাদের মেশবারই শক্তি নেই—

মণ্টু বলিল—তা'র জন্যে কী তোমার আট্‌কাচ্ছে বাবু ? আহা কী কথার ছিরি ! ধান ভান্‌তে শিবের গীত—

পরেশ বলিল—আট্‌কাতো কম, খুবই আট্‌কাতো। শুধু কথা-মালা আর ফাষ্টোবুক-পড়া বৌ নিয়ে শহরের বাইরে আছি বলেই আট্‌কায় নি ! নইলে তুমি যদি আজ উচ্চ শিক্ষা পেতে, আরও কিছু দিন শহরের আব-হাওয়ায় মানুষ হ'তে,—তাহ'লে তুমিই আজ আমায় সিনেমা, থিয়েটার, আর নিত্য-নতুন ফ্যাশানের চাপে পাগল করে' দিতে। মাসের মধ্যে পাঁচ দিন তোমায় কাছে পেতাম কি না সন্দেহ ! কত 'সরল দাদা-অমল দাদা' এসে জুট্‌তো তোমার ; সাথে সাথে

ফিরতো ! কত নাচ-গানের মজলিসে তোমার বাহবা পড়ে' যেত ! তখন, হয় চোখ-কান বুজে তোমাতেই আত্মসমর্পণ করে' মুখে দেঁতো হাসি হেসে, আর আড়ালে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে দিন গুলো কাটিয়ে দিতাম ; নয় তো, স্বামীত্বের অধিকার দেখা'তে গিয়ে আদালতে কেলেঙ্কারীর আর সীমা থাক্‌তো না ; কিম্বা বেহায়ার মত হাত পেতে Compensation নিয়ে যথালাভ বলে' সরে' পড়তাম—

পরেশের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে মন্টুর মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত কালো হইয়া উঠিতেছিল। আর যেন সে সহ্য করিতে পারিল না। সে তাহার দৃষ্টিতে এক ঝলক্‌ বিদ্যুৎ হানিয়া অপেক্ষাকৃত তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দেখ, তুমি ভারি বাড়াবাড়ি করছো। এখনও থাম বল্‌ছি, নইলে ভাল হ'বে না—। বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিল—কোথায় আমি দু'টো দুঃখের কথা বলতে এলুম, তা' না,—যত সব বিদ্‌ঘুটে কথা তুলে আমায় জ্বালাতন করা ! যাওনা, চাক্‌রী ছেড়ে দেশে-দেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াওগে না, অনেক বাহবা মিলবে,—খবরের কাগজওয়ালারা দিনরাত সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে।

মহা বিস্ময়ের ভাণ করিয়া পরেশ বলিল—সর্ব্বনাশ মন্টু, ও কথাটী ব'লোনা ! স্বেচ্ছাতান্ত্রিকতার যুগে প্রকাশ্যে এ-রকম প্রতিবাদ করলেই—হয় গুপ্ত ঘাতকের ছুরি,—নয়ত পাগলাগারদ ! তখন ওই সব অবল দাদা, সরল দাদা, তোমার হ'য়েই সাক্ষী দিয়ে আমায় রাঁচি পাঠা'বার ব্যবস্থা করবে—

মন্টু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—তোমাকে সেখানে পাঠানোই উচিত—

পরেশ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—বুঝলে ত? অর্থাৎ আধুনিক যুগে স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করা বড়ই কঠিন। যাক,—এখন শাদা নিশান দেখাই এস। যেহেতু, তোমায় ফেলে আমি স্বর্গে যেতেও প্রস্তুত নই, রাঁচি ত কোন্ ছার। কি হুকুম বল?

মণ্টু বলিল—যেমন করে' পার বৌদিদিকে রক্ষা কর। তোমার কথা শুনে আমার বড় ভয় হ'চ্ছে। দাদার বিষয়ে কখনও কোনও সন্দেহ ত আমার ছিলনা? আগে থাকতে তুমি এত কথা যদি জেনেই ছিলে, তবে আমাকে কেন বলনি?

পরেশ বলিল—বল্লে কি বিশ্বাস করতে মণ্টু? না এখনও সব কথা বিশ্বাস হ'চ্ছে তোমার? তুমি ত শুনেছিলে, ওকালতীতে পসার হ'লনা বলে' কাছারী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে? কিন্তু তা' নয় মণ্টু। নানা রকম অসৎ উপায়ে মক্কেলদের কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা নিত, আর অপর পক্ষের ঘুস খেয়ে তাদের মামলা জিতিয়ে দিত বলে' সরকার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে। তা'ছাড়া আরও একটা ভয়ঙ্কর কেলেঙ্কারী হ'য়েছিল—

মণ্টু বিস্ফারিত নেত্রে স্বামীর মুখের পানে চাহিল। পরেশ বলিতে লাগিল—মৃণালবালা নামে খুব নামজাদা ঘরের একটা মেয়ের স্বামী একজন বড়লোকের উচ্ছৃঙ্খল ছোকরার বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ আনে—Case টা adultery,—প্রমাণও ঢের ছিল, কিন্তু বিনয় বাবু টাকা খেয়ে সেটা এমন ফাঁসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল যে—

মণ্টু বলিল—ওগো থাম থাম, আর তোমায় বলতে হ'বে না।...

বৌদিদি এ সব কথা জানে ?

বিরক্ত হইয়া পরেশ বলিল—রামচন্দ্র ! কিছু না-কিছু না। আজ পর্য্যন্ত যা' বুঝিয়েছে, বেচারী সরল মনে তা-ই বিশ্বাস করে' এসেছে। অতটা ভাল মানুষ হওয়াও মহাপাপ। আমার ইচ্ছে করে, তাঁর চোখের পর্দ্দা খুলে দিই—

মণ্টু তাড়াতাড়ি বলিল—ওগো না গো, সে কায কোরো না ! তাহ'লে দম ফেটে মরে' যা'বে। আহা—গায়ে একখানি রাংতাও নেই ! অথচ দাদা ত টাকা রোজগার করতো ? অসৎ উপায়েই হোক, আর সদুপায়েই হোক্—

পরেশ বলিল—বাইরে বাইরে রেস্ খেলে আর নবাবী করে' সব উড়িয়েছে। ইচ্ছে করলে রাজার হালে পরিবারদের রাখ্‌তে পারতো। আমি আগাগোড়াই ত চেষ্টা করছিলুম এখানে সবাইকে আন্‌বার জন্যে। আমার মতলব ছিল একবার এনে ফেল্‌তে পারলে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে সৎপথে আনবো। কেন না, আমি সব জানি শুনলে, হয় তো একটু চক্ষু-লজ্জাও হ'বে।

মণ্টু বলিল—যখন এল, তখন তাই করলে না কেন ?

পরেশ বলিল—নাগপুরে চাকরীর কথাটা শুনে আমার কেমন বিশ্বাস হ'য়ে গিয়েছিল—

মণ্টু বলিল—তাহ'লে কি ওটাও সত্যি নয় ?

পরেশ বলিল—এখন ত তাই মনে হ'চ্ছে। আমার ধারণা ও-সমস্ত বাজে কথা। ওদের চোখের আড়াল করে দিয়ে, সে আর কোথাও আছে ;—হয় তো আবার আর একটা কুমতলব পাকাচ্ছে।

মণ্টু কোনও কথা কহিল না। নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল। মুখখানা তাহার যেন রক্তহীন ফ্যাকাশে দেখাইতেছিল। পরেশ খানিকক্ষণ চুপ্‌ করিয়া থাকিয়া, তাহাকে বুকের নিকট টানিয়া লইয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—কিছু ভেবনা মণ্টু, এই সামনে বড়দিনের ছুটীতে আমি যেমন করে হোক তোমার দাদাকে খুঁজে বা'র করবো ;— এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।···রাত্রি অনেক হ'য়েছে···শুয়ে পড়—

মণ্টু স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

—বারো—

সুধাদের বাড়ী পরমানন্দে বিনয়ের দিন কাটিতেছিল। সে ঘরের ছেলের মতই থাকে। কর্ত্তা বা গৃহিণী তাহার মতামতের উপর অনেকখানি নির্ভর করেন,—সে'ও সকল বিষয়ে বিজ্ঞের মত পরামর্শ দেয়। বিনয় এখন বন্ধুদিগের নিকট আর যায় না। লেডী চৌধুরীর বাড়ী অথবা তাঁহার নারী-সমিতিতেও বহুদিন তাহার যাতায়াত নাই। সকলেই ভাবে, হয় ত সে কলিকাতাতেই নাই।

সুনন্দা পুরী চলিয়া যাইবার পর, এই দীর্ঘ কালের মধ্যে একবার মাত্র সে মনীন্দ্রদের আড্ডায় গিয়াছিল এবং বলিয়াছিল—তাহাদের গ্রামে সেট্‌ল্‌মেণ্ট্‌ আরম্ভ হইয়াছে, গ্রামের জমীদার তাহাকে এজেণ্ট্‌ নিযুক্ত করিয়াছেন ; কারণ সে উকীল, এবং সার্ভে জানা

আছে। অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু ছিল না। তাহার যে দারুণ অর্থাভাব, বন্ধুরা সকলেই তাহা জানিত। কিন্তু গ্রামটার নাম যে কী, এবং কোথায়, তাহা কেহ জিজ্ঞাসাও করে নাই। সে কিন্তু কৌশলে জানিয়া লইয়াছিল—লেডী চৌধুরীর ওখানে তাহারাও যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। সতীশ, সুনন্দার ব্যাপার লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছে; সেখানে যাওয়া কিছুতেই নিরাপদ নহে। মাস কতক কলিকাতা ছাড়িয়া মনীন্দ্র দেশ ভ্রমণে বাহির হইবে।—এবং যতীন ও সুবোধও বহু দিন বাটী যায় নাই।—একবার দেশে যাইবে। বাপ্-মা অত্যন্ত কান্নাকাটী করিতেছেন।

সুতরাং বিনয় নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতাতেই রহিল। সংবাদ লইয়া জানিল—সতীশও উপস্থিত এখানে নাই।

গৃহিণী এবং পুত্র-কন্যার নিতান্ত অনুরোধে গোবিন্দ বাবু সম্প্রতি একখানা বেবি-অষ্টিন্ কিনিয়াছেন। অর্থশালী হইলেও নেহাৎ দোকানদার মানুষ, পূর্ব্বে এ সকল সখ তাঁহার ছিল না;—বাজে খরচই মনে করিতেন। কিন্তু নানা কারণে সে মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আজ-কাল তাঁহার ধারণা হইয়াছে, এ সকল না হইলে কলিকাতার আধুনিক সমাজে মুখ দেখানো চলে না। টাকা থাকিলে, টাকার সদ্ব্যবহার করা চাই। বিশেষতঃ শ্যামল এবং সুধার আজকাল বড় লজ্জা করে; অনেক সময় বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুনিতে হয়। কাযে কাযেই গোবিন্দ বাবু একদিন বিনয়কে সঙ্গে করিয়া মোটর কিনিয়া আনিলেন।

বিনয় সকল কাযেই পোক্ত। সে দেখিয়া শুনিয়া-পছন্দ করিয়া

গাড়ী কিনিয়া দিল, এবং নিজের নামেই লাইসেন্স্ করাইল; উপরোক্ত কর্ত্তাকে বলিল,—শোফার নিযুক্ত করিয়া মাসে মাসে মাহিনা গুণিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

গোবিন্দবাবু বাড়ী ফিরিয়াই সকলের নিকট বিনয়ের তারিফ দিয়া বলিলেন—তোমার কি বাবা কোনও কাযই আট্‌কায় না? এ বিদ্যা শিখলে কবে? তুমি যে দেখি বিশ্বকর্ম্মা!

অতখানি সুখ্যাতির উত্তরে বিনয় মাথা নত করিয়া একটুখানি হাসিল মাত্র। গৃহিণী প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল।

বড়দিনের কলেজ বন্ধে শ্যামল পিতাকে ধরিয়া বসিল—সে কলেজ-ফ্রেণ্ডস্‌দিগের সহিত আগ্রার তাজমহল দেখিতে যাইবে এবং ফতেপুর-সিক্রি, দিল্লী প্রভৃতি বেড়াইয়া আসিবে। গোবিন্দবাবু প্রথমটা আপত্তি করিলেন। কিন্তু সে আপত্তি টেঁকিল না। বিনয় এক সময় আড়ালে কর্ত্তাকে ডাকিয়া উপদেশ দিল,—ওকে একটু স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে দিন। এইবেলা পাঁচটা দেশ বিদেশ ঘুরিয়া আসুক, একটু সাহস বাড়ুক, নচেৎ ভবিষ্যতে যদি বিলাতে পাঠানই উদ্দেশ্য থাকে, তখন বেচারাকে অনেক মুস্কিলে পড়িতে হইবে। লেডী উমাশশী চৌধুরীকে আমি জানাইয়া রাখিয়াছি, হ্যাম্পষ্টিডে তাঁহার যে 'ভীলা' আছে, শ্যামল সেখানে গিয়া থাকিবে।

আনন্দের আতিশয্যে গোবিন্দবাবু দিশাহারা হইয়া গেলেন। বলিলেন—এখন থেকে তুমি তা'ও ভেবে রেখেচ, বাবা? আচ্ছা, তুমিও কেন ওদের সঙ্গে আগ্রায় যাও না?—খরচপত্র সব আমি দেব।

তাহ'লে আমি একটু নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি। তোমার কোনও কষ্ট হ'বে না।

বিনয় কহিল—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যাচ্ছে। আমোদ-আহ্লাদ করে' খেয়ে-খেলে বেড়া'বে—এই ত ওদের আনন্দ করবার বয়স। আমি থাকলে পদে-পদে বাধা পা'বে, বুঝ্‌লেন? সব সময়েই কি মাষ্টারী করা চলে? ওকে একাই ছেড়ে দিন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে' আসুক।

গোবিন্দবাবু আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। নূতন ষ্টোভ্, ইক্‌মিক্-কুকার, লিপ্‌টনের স্পেশাল্ দার্জ্জিলিং চা'এর টিন,—জমানো দুগ্ধ; তা'ছাড়া নানা প্রকার শীতবস্ত্র—র‍্যাগ্ ও কাপড়চোপড়, বিছানা, সুটকেশ—মায় একটি নূতন হার্ম্মোনিয়ম পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া শ্যামল সহপাঠীদিগের সহিত আগ্রা যাত্রা করিল। লক্ষ্মীপুরের খেতাবী রাজকুমার—বৎসরে লক্ষাধিক টাকার উত্তরাধিকারী—শ্যামলের সহপাঠী;—কাযে কাযেই পাঞ্জাব মেলের ফার্ষ্ট ক্লাশেই যাওয়া হইল। রাজপুত্রের ফটো তুলিবার সরঞ্জাম এবং রাইফেল লইয়া একজন তক্‌মা-আঁটা আর্দ্দালীও সঙ্গে চলিল। গোবিন্দবাবু শ্যামলের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য হাজার টাকা খরচ লিখিলেন।

বিনয়ের সহিত সুধাও তাহার দাদাকে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে গিয়াছিল। সুধাকে রাজকুমারও চেনে, শ্যামলের অপর দুইজন বন্ধুও চেনে। বিনয়কেও তাহারা দস্তুর মত খাতির করে। মেল না ছাড়া পর্য্যন্ত প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া পরস্পর হাসি-তামাসা গল্প-গুজব করিয়া সময় অতিবাহিত হইল। তাহার পর যতক্ষণ ট্রেন দেখা

গেল, সুধা ও বিনয় বিলাতী কায়দায় রুমাল নাড়িয়া শুভযাত্রা ও আনন্দ জ্ঞাপন করিল। পাঞ্জাব-মেল দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলে, সুধার মনটা কিছু বিষণ্ণ হইল—সে বিমর্ষ মুখে বিনয়ের দিকে চাহিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিনয় কোনও কথা না বলিয়া সযত্নে তাহার একখানি হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে বাহিরে আনিয়া 'কারে' নিজের পার্শ্বে বসাইল। তাহার পর গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়া সুধার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেছে, নয় সুধা? একটু বেড়িয়ে তারপর বাড়ী যাওয়া যা'বে, কেমন?

সুধা বলিল—কোথায় যা'বেন?

—তুমিই বলনা? লেকের দিকে যাবে?

তাহারা প্রত্যহই এমন বেড়াইতে যাইত। অবশ্য শ্যামলও সঙ্গে থাকিত; আজ মাত্র দুইটী প্রাণী তাহারা,—সময়ও নিজেদের হাতে।

সুধা বলিল—ফিরতে দেরী হ'বে না?

বিনয় বলিল—কতই আর হ'বে? কর্ত্তা ত ফিরবেন সেই বারোটা নাগাৎ? তা'র ঢের আগে আমরা ঘরে পৌঁছব। তোমার ভয় ক'রছে নাকি?

সুধা ক্লান্তি বোধ করিতেছিল, বলিল—না—

ষ্ট্র্যাণ্ড-রোড্, ক্লাইভ-ষ্ট্রীট্,—তাহার পর লাটসাহেবের বাড়ী বামে রাখিয়া, নূতন কাউন্সিল্-হাউস্ পার হইয়া, ময়দানের ও-দিককার নির্জ্জন এবং ফাঁকা রাস্তায় পড়িয়া, বিনয় মোটরে full speed দিল। টাল্ সামলাইতে না পারিয়া সুধার সারা অঙ্গ বারবার বিনয়ের

দেহের উপর ঝাঁকিয়া পড়িতেছিল; এবং পাছে পড়িয়া যায়, সেইজন্য সুধা এক একবার বিনয়কে ধরিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইতেছিল।

বিনয় একসময় বলিল—কর কী সুধা? বেশ Steady হ'য়ে বস্‌তে পারনা? মোটরে চড়া এখনও তোমার ঠিক্ অভ্যাস হয়নি।

সুধা রাগ করিয়া বলিল—বা রে! আমার দোষ বুঝি? আপনি একটু আস্তে চালান্ না?

বিনয় একটু গতি-বেগ কমাইয়া, সুধার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—গাড়ী চালাতে' চালাতে' আমার কী মনে হ'চ্ছিল জান সুধা?

সুধা জিজ্ঞাসা করিল—কী মনে হ'চ্ছিল?

বিনয় বলিল—মনে হ'চ্ছিল গাড়ীখানাকে ঠিক্ ঝড়ের মত উড়িয়ে নিয়ে একেবারে পৃথিবীর ওপারে গিয়ে পৌছুই।

—পৃথিবীর ওপারে! সেখানে কী আছে?

—তা' কেমন ক'রে জান্‌বো? হয় ত স্বর্গ,—নয় ত নরক—যা' হয় একটা কিছু আছেই ত!

—অমন অজানা জায়গায় যাবার দরকারই বা কী? আপনার সব ইচ্ছেই ছিষ্টিছাড়া!...মা গো মা!

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বিনয় ধীরে ধীরে বলিল—এপারে যার জীবনে কোনও আশাই মেটেনা, অজানা জায়গা হ'লেও ওপারে যা'বার জন্যে তা'রই প্রাণ ছট্‌ফট্ করে সুধা! তুমি তা'র কী বুঝবে বল? জীবনে দাগা ত কখনও পাওনি!

—কী যে আপনি বলেন মাষ্টারমশাই তা'র ঠিক নেই! কথাগুলো আপনার যেন ঠিক সত্তর বছরের বুড়োর মতন—

বলিয়াই সুধা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিনয় তাহার কাঁধে একটা মৃদু চাপ্‌ দিয়া বলিল—বেশ বলেছ ত সুধা, আচ্ছা কথা বলেছ! তা হ'লে তুমিও মস্ত বড় একটি বুড়ী—কেমন?

বিনয়ের হাতের চাপে সুধার সারা দেহের ভিতর দিয়া যেন কেমন একটা প্রবাহ খেলিয়া গেল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বিনয়ের মুখের দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া, আবার তখনই মাথা নত করিল।—কোনও কথা বলিল না, অথবা বলিতে পারিল না;—বুকের মধ্যে তাহার স্পন্দন হইতেছিল।

বিনয় তাড়াতাড়ি মোটর থামাইয়া ফেলিয়া, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সুধার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—ভয় ক'রছে সুধা? গাড়ী ফেরাবো?—বাড়ী যা'বে?—

সুধা একটুখানি হাসিয়া বলিল,—বা রে! ভয় পেলাম কখন? এরই মধ্যে লেক্‌ রোডে বেড়ানো হ'য়ে গেল বুঝি? এই ত সবে পৌছুলুম!—বলিয়াই একটুখানি চঞ্চল ভাবে বলিল—এধারে নয় মাষ্টার মশাই, মেলা লোক রয়েছে,—গাড়ী চালান্‌—ওই দিকটাতে চলুন!—বলিয়াই সে মুখটা অন্ধকারের মধ্যে লুকাইল। বেড়াইতে আসিয়া পূর্ব্বে সে কোনও দিন এমন লজ্জা অনুভব করে নাই।

বিনয় একটু কি ভাবিয়া গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া বলিল—সেই কথাই ভাল। চল, ওই ঢালু জায়গাটায় আমাদের 'কার'খানা

রেখে, আমরা ওই Bower-টার মধ্যে একটু বসি।...কেমন জায়গা বল দিকি? এখান থেকে ফিরে যেতে যেন ইচ্ছে হয় না! এমন আলো-আঁধারের বিচিত্র সমাবেশ কোথাও দেখেছ কি সুধা? এখানে ওখানে রাশি-রাশি এত মেয়ে-পুরুষ বেড়াচ্ছে বটে, কিন্তু, তবুও সবই যেন স্তব্ধ নীরব! যেন সবার চোখেই যাদুকরীর ছড়ি বুলিয়ে দিয়েছে! দেখ্‌ছো না সকলেরই দৃষ্টিতে কেমন একটা যেন মোহ? কথা কইছে, কিন্তু কত আস্তে, যেন, যে যা'কে বল্‌ছে ইচ্ছেটা সে ছাড়া আর কেউ সে কথা শুন্‌তে না পায়! বেড়া'বার স্থান বটে। স্তব্ধতারও একটা আকর্ষণ আছে, সুধা। যে সেটা ধরতে পারে, সেই তা'র মর্ম্ম বোঝে।

বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসিয়া বিনয় অতি মৃদু-কোমল কণ্ঠে কথা বলিতেছিল। সে থামিতেই সুধা বলিল—এটা পৃথিবীর এপার না ওপার, মাষ্টার মশাই?

বিনয় সে কথার ঠিক্ উত্তর না দিয়া একটু অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—অন্ততঃ খানিকক্ষণের জন্যেও 'মাষ্টার মশাই' বলাটা ছাড় না, সুধা! আমার জীবনটাও যেমন হ'য়েছে একঘেয়ে তেম্নি তোমার মুখে ওই নামটাও শোনায় ভারি একঘেয়ে। বলিয়া সে একটা সিগারেট্ ধরাইল।

সুধা বলিল—তবে কী বলবো? তা'বলে' নাম ধরে ডাক্‌তে হ'বে নাকি? সে আমি পারবো না।

বিনয় বলিল—ক্ষতিই বা কী তা'তে? পারো না, কেবল ওটা সংস্কারে বাধে বলে; নয় কি?—যেমন স্বামী ছাড়া কা'রো মুখ দেখতে নেই,

—ভাশুরের সঙ্গে কথা কইতে নেই! তারপর একটু থামিয়া বলিল—ওদের দেশে শিক্ষককে ছাত্রীরা নাম ধরেই ডাকে,—মিষ্টার অমুক বলে। তা'কে ঠিক্ অন্তরঙ্গ বন্ধু বলেই জানে। শিক্ষা আর কুসংস্কারের দোষে, আমাদের এখানেই কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব—তাই চিরকাল অনাত্মীয়ের মতই ভাবে।

ঠোঁট ফুলাইয়া সুধা বলিল—মাষ্টার মশাই বলি বলে'আমি আপনাকে অনাত্মীয় ভাবি বুঝি? বেশ লোক ত আপনি? আপনি ভারি অন্যায় অন্যায় কথা বলেন।

জ্বলন্ত সিগারেটের টুক্‌রাটা ফেলিয়া দিয়া বিনয় সুধার দুই গালে দুই হাত দিয়া তাহার মাথাটা বেশ করিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিল—ভাবনি ত? ঠিক্ বলছো? আচ্ছা দেখা যা'বে। নাম না ধর, বন্ধু বল্‌তে আপত্তি কী আছে? তা'তে ত আর দোষ নেই? আর 'আপনি' 'আপনি' বলাটাও ছেড়ে দাও।

সুধা একটুখানি চুপ্ করিয়া থাকিয়া, কী ভাবিয়া, তাহার পর বলিল—বাড়ীতে সবা'র সামনে 'বন্ধু-বন্ধু' বল্‌তে লজ্জা করবে না বুঝি?

বিনয় বলিল—আচ্ছা বেশ। যখন আমরা দু'জনে বাইরে থাক্‌বো তখন আমরা হ'ব কেবল বন্ধু, কেমন?

সুধা কোনও উত্তর দিল না। কেবল সে তাহার সজল ভাসা ভাসা ডাগর চক্ষু দুইটী তুলিয়া বিনয়ের মুখের দিকে অনেকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। বিনয়ের চক্ষে কী-যেন-কী-একটা আকর্ষণ ছিল, চেষ্টা করিয়াও সুধা দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল। লেক্ রোড্ ক্রমশঃ নির্জ্জন

হইতে লাগিল। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিয়া সকল মোটর-গাড়ীগুলিই একে একে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেল। যাহারা পায়ে হাঁটিয়া সান্ধ্য ভ্রমণে আসিয়াছিল—তাহারাও দলে দলে যুগলে যুগলে যে যাহার গন্তব্য স্থানে ফিরিয়া গেল। চতুর্দ্দিক নির্জ্জন—কেবল বৃক্ষ-পত্রে শিশির পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোন' শব্দই শ্রুত হইতেছিল না।

উপরে অসংখ্য নক্ষত্র-পরিশোভিত শীতকালের গাঢ় নীলাকাশ—আর নিম্নে দূরে দূরে ঘন-কুয়াশা-পরিবৃত বৈদ্যুতিক আলোকের স্তিমিত ছটা সুধার চক্ষে যেন স্বপ্নজাল রচনা করিল। সে অলস-মদির-বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল অদূরের জলরাশির পানে;—সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের উপর আলোকের বিচিত্র সমাবেশ, সত্যই যেন রূপকথার স্বপ্নপুরী নির্ম্মান করিয়াছিল। সুধা দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার যেন চেতনা ছিল না। বহিঃ প্রকৃতির সেই বিরাট শূন্যতা আর চতুর্দ্দিকের সেই গাঢ় নির্জ্জনতা থাকিয়া থাকিয়া তাহার অন্তরের অতি অন্তরতম প্রদেশে কেমন যেন পীড়া দিতেছিল।

গায়ে তাহার যথেষ্ট গরম কাপড় ছিল। তথাপি কম্পিত বক্ষে সে ক্রমশঃ বিনয়ের অতি নিকটে সরিয়া আসিয়া যেন একটা আশ্রয় খুঁজিতে লাগিল। বিনয় তাহার অসহায় অবস্থা বুঝিয়া নিজের দুই বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা সযত্নে তাহার কম্পিত শ্লথ-দেহখানি পরিপূর্ণ ভাবে নিজের বক্ষের উপর টানিয়া আনিয়া প্রচণ্ড শীতের আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিল; সুধা আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিনয়ের কণ্ঠলগ্না হইয়া পড়িয়া রহিল—অনেকক্ষণ…

সেই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ এক সময় সুধার সারা দেহের প্রতি শিরা-

উপশিরার ভিতর দিয়া একটা প্রচণ্ড শিহরণ আসিয়া তাহাকে একেবারে যেন সজাগ করিয়া দিল। সে একবার অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ভাবে বিনয়ের মুখের দিকে তাহার বিমূঢ় অবসাদগ্রস্ত-দৃষ্টি স্থাপন করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার মাথা নত করিল। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া, নিজের বিস্রস্ত সন আর আলুলায়িত কেশপাশ যথা সম্ভব সংযত করিয়া লইয়া, কয়েক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া, অবশেষে অপেক্ষাকৃত রুক্ষস্বরে বলিল—বাড়ী কী আর যেতে হ'বে না? সারা রাতই কী এম্নি করে এখানে কাট্‌বে? বলিয়াই তাহার প্রতি একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিনয় পাংশু মুখে অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কী যেন বলিতে গেল, কিন্তু পারিল না। তাহার পর ভয়ে ভয়ে সুধার একখানা হাত ধরিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল—চল এইবার যাই, রাত্‌তো বেশী হয়নি—এগারোটা সবে—

সুধার মাথা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করিতেছিল। সে বিনয়ের হাতের উপরই ভর দিয়া অলস-মন্থর গতিতে,—একপ্রকার টলিতে টলিতেই গাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, গদীর উপর তাহার দেহখানা এলাইয়া দিল। বিনয় তাহাকে এবার পার্শ্বে বসাইতে সাহস করিল না। গাড়ী নড়িয়া উঠিতেই সুধা বলিল—দেরীর জন্যে আমি কস্তু কৈফিয়ৎ দিতে টিতে পারবো না।

—তের—

সারা পথটার মধ্যে কেহই কোনও কথা কহিল না।

যখন তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেছে। গোবিন্দবাবু দোকান বন্ধ করিয়া তখনও ফেরেন নাই বটে, কিন্তু গৃহিণী উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঘর আর বাহির করিতেছিলেন।

ইহাদের দেখিয়াই বলিলেন—শ্যামলকে তুলে দিতে এত দেরী হ'ল বাবা? রাত যে অনেক হ'ল—এখনও খাওয়া-দাওয়া পর্য্যন্ত হয়নি!

গাড়ী হইতে নামিয়াই, সুধা আর কোনও দিকে না চাহিয়া একেবারে উপরে চলিয়া গেল। উঠিতে উঠিতে দাঁড়াইয়া শুনিল, বিনয় বলিতেছে—গ্যারেজে গাড়ীখানা রেখে এসে সব বল্‌ছি। মা আপনার মেয়ে, বাস্‌রে বাস্! ওরও যে আগ্রায় যা'বার ইচ্ছে ছিল, তা' কেমন ক'রে জান্‌বো? শ্যামল চলে যা'বার পর তবে মুখ খুল্‌লো! সে কী কান্না!—কত ক'রে বুঝিয়ে, চৌরঙ্গির চারিদিক ঘুরে বেড়িয়ে, সাজানো দোকান আর আলো টালো দেখিয়ে তবে শান্ত করেছি।

শুনিতে শুনিতে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সুধা ক্ষিপ্র পদে বাকী সিঁড়ি কয়টা ভাঙ্গিয়া, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়ে কপাট বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর জামা কাপড় কিছু না ছাড়িয়াই, বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে। কেমন করিয়া সে আবার বিনয়ের সহিত চোখোচোখী করিবে, বা আগের মত কথা-বার্ত্তা কহিবে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেন তাহার কল্পনার মনোরম প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

গোবিন্দবাবু বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর মুখে সমস্ত বর্ণনা শুনিয়া

হাসিয়া ফেলিলেন। গৃহিনী বলিলেন—ওমা, হাস্‌ছো যে গো! বিনয় যাই বড় ভাইটীর মতন, তাই না এই নাকালটা বরদাস্ত করেছে? আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েটীকে যা' ক'রেছ, এখন ম্যাও সম্‌লাও? একেবারে দোরে খিল এঁটে শুয়েছে,—আমায় সাড়া পর্য্যন্ত দিলে না! কালই তা'কে না হয় হিল্লি দিল্লী কোথাও পাঠাবার ব্যবস্থা কর,—আমি আর পারি না। বাপ্‌রে বাপ—যেন নাকাল করে' মেরেছে!

পিতার বিস্তর ডাকাডাকি সাধ্য-সাধনার পর কী ভাবিয়া সুধা কপাট না খুলিয়াই, ভিতর হইতে ধরা গলায় বলিল—আমি আজ আর কিছু খাব না বাবা, আমায় তোমরা জ্বালাতন কোরো না;—নইলে কাল আমার। এমন অসুখ ক'রবে! দেখবে তখন, ছুটোছুটী করতে হ'বে।

বিনয়ও ম্লান মুখে কর্ত্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। অসুখের নামে গোবিন্দবাবু একেবারে দশ হাত পিছাইয়া গেলেন। নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন—ওকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই বাপু, গোঁ ধ'রেছে যখন, কী বল মাষ্টার?

বিনয় সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল। সে রাত্রের মত আহারান্তে করিয়া সকলেই শুইয়া পড়িল।

পরের দিন সকলে সুধা পড়িতে বসিল না। বিনয়ও পীড়াপীড় করিল না; পড়িবার ঘরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া, সে বেড়াইতে চলিয়া গেল। গৃহিণী উপরে আসিয়া দেখিলেন, সুধা তাহার নিজের ঘরে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চুপ্‌ করিয়া বসিয়া আছে। মা'কে সে দেখিতে পায় নাই। দৃষ্টি অন্যদিকে ছিল।

মা' আসিয়াই বলিলেন—এক রাত্রির মধ্যে তোর এ কী চেহারা হ'য়েছে লো! মুখখানা থম্‌থম্‌ করছে,—চোখ দুটো লাল করমচা... বলিয়াই তাহার কপালে হাত দিয়া উত্তাপ অনুভব করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন—না, জ্বর নয়।...এখনও মুখ হাত ধুস্‌নি?—কাপড় চোপড় কাচিস্‌নি? পড়তে গেলিনি যে?

এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের উত্তরে সুধা একটুখানি কেবল হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল শরীরটা বড্ড বিশ্রী লাগ্‌ছে মা, বোধ হয় জ্বরই হ'বে।

মা' বলিলেন—তবেই ত বাছা, এক গুঁয়েমী করে সারা রাত্তিরটা উপোস্‌ ক'রে কাটা'লে! তবে আর নীচে গিয়ে কাজ নেই। ওপরেই মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল্‌। আমি বিম্‌লীকে দিয়ে চা' করে' পাঠিয়ে দিচ্ছি। খেয়ে খানিকটা লেপ্‌ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক্‌—যদি ঘাম হয়, শরীরটা ঝর্‌ঝরে হ'বে'খন—

বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন।

বিনয় বাড়ী আসিয়া শুনিয়া বলিল—বেশ কথা মা, আজকের দিনটা সাবধান হ'য়ে, কিছু না খেয়ে থাক্‌লেই সেরে যাবে। আপনি খাবার জন্যে জেদ্‌ ক'রবেন না।

মুখে সে বলিল বটে, কিন্তু মনে মনে বিনয় অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সারা দিনটাই তাহার উৎকণ্ঠায় কাটিল। সুধার সহিত যাচিয়া সাক্ষাৎ করিবে কি না, তাহা ঠিক্‌ করিতে পারিল না। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বিমলাঝিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা

করিল—সুধা কেমন আছে, বিমল? বিমল বলিল—তা'তো জানি না মাষ্টার বাবু, দিদিমণি আজ ঘর থেকে একবারও বেরয় নি।

গৃহিণীর নিকট গিয়া বিনয় বলিল—যদি জ্বর টর না হ'য়ে থাকে, গাড়ীতে করে' একটু বেড়িয়ে এলেও ত হয়? বলিয়াই সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গৃহিণীর পানে চাহিয়া রহিল।

গৃহিণী মুখ ভার করিয়া বলিলেন—তাতো হয় বাছা, কিন্তু তা'র সঙ্গে কথা ক'বে কে? একটু দুধ ছাড়া সারাদিন কিছু দাঁতে কাটেনি। যেন খেঁকী হ'য়ে আছে। তা' তুমি একবার যাওনা ওপরে?—বলিয়াই তিনি অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

বিনয় খানিকটা দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়া, তাহার পর একলাই বেড়াইতে চলিয়া গেল। গৃহিণীর সহিত কথা কহিয়া উপস্থিত সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। সে জানিবার চেষ্টা করিতেছিল, গত রাত্রির কোনও কথা সুধা প্রকাশ করিয়াছে কি না।

সুধার মনের গতি যে আকস্মিক এমন পরিবর্ত্তিত হইবে, বিনয় তাহা ভাবে নাই। কী এমন অন্যায় করিয়াছে সে, যাহার জন্য সুধা সারাদিনের ভিতর তাহার সহিত একবারও দেখা করিল না? সখের রোগী সাজিয়া উপরের ঘরে বসিয়া রহিল। তবে কি এতকাল ধরিয়া সে তাহাকে ভুলই বুঝিয়া আসিতেছিল? তাহার আগা-গোড়ার অসঙ্কোচ ব্যবহার কথাবার্ত্তা, মেলামেশা, সবটাই কি তাহা হইলে মৌখিক? আশ্চর্য্য!—

এত জানিয়া শুনিয়া, এত দেশ-বিদেশের গল্প ও আধুনিক সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া, আজিও সে পুরাতন সংস্কারের গণ্ডী ছাড়াইতে পারিল

না! সুনন্দার কথা যে-দিন আমি তাহার নিকট বলিয়াছিলাম,—বিবাহ না করিয়াও সে কেমন অবলীলা ক্রমে—কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া,—স্বচ্ছন্দে মনীন্দ্রকে আত্মদান করিয়াছিল, এবং সে জন্য বাপ্‌-মা-আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট হইতে কতই না লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল—সেদিন সুধা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—আমাদের দেশের ওই বড় দোষ। পরের চোখে দেখ্‌তে হ'বে, পরের কানে শুন্‌তে হ'বে,—নইলে ছি-ছি পড়ে যা'বে, কলঙ্কে মুখ দেখাবার জো থাকবে না। ছেলে, মেয়েরা আমাদের দেশে বড় অসহায়, নয় মাষ্টার মশাই? আপনাদের যদিও বা কিছু স্বাধীনতা থাকে, মেয়েদের মোটেই তা' নেই। তাদের মুখ বুজে পরের পছন্দটাকেই চিরকালের জন্যে মেনে নিতে হ'বে।

সুধার এ সকল কথার কী তা'হলে কোনও অর্থই ছিল না! কেবল তাহাই নহে, আরও কতদিন কত প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহার হ । নরনারীর পরস্পরের ঐকান্তিক ইচ্ছা-প্রসূত মিলনই পবিত্র মিলন। সেই মিলনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। সৃষ্টির প্রথম পুরুষ ও প্রথমা নারী সেইরূপই মিলিত হইয়াছিল। বিবাহটা একটা সংস্কার মাত্র,—এটা মানুষের স্ব-কপোলকল্পিত। নারীকে তার ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা হরণ করিয়া পুরুষের ক্রীতদাসী করিয়া রাখিবার একটা ছলনা। তাহার সহিত এই সকল আলোচনারও কি কোনও মূল্য ছিল না? সুধাও কি তাহা হইলে মাটীর পুতুল?

কাল বেড়াইতেই গিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে,—নির্জ্জন স্থানে বসিবার কল্পনা সুধাই ত আমায় প্রথম দিয়াছিল। তাহার সেই উজ্জ্বল প্রশান্ত

আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে কি কোনও ইঙ্গিত ছিল না? সে ত অনায়াসে বাড়ী ফিরিবার জন্য তাগিদ্‌ দিতে পারিত! আমিও ত তাহাকে প্রথমে সে সুযোগ দিয়াছিলাম! কেন তবে সে আমায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল? কেন সে আমায় আলিঙ্গনে বাধা দেয় নাই।

মস্তিষ্কে এই সকল চিন্তা লইয়া লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক বিনয় কখন যে অজ্ঞাতসারে বালীগঞ্জের 'বাসে' চড়িয়া বসিয়াছিল, সে তাহা জানিতে ও পারে নাই। টার্মিনাসে আসিয়া 'বাস' থামিবার পর সকল যাত্রী নামিয়া গেলে, কণ্ডাক্টরের কথায় তাহার খেয়াল হইল।

সে বলিতেছিল—কোথায় যাবেন স্যর? আমাদের গাড়ীতো আর যা'বে না—

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—কই টিকিট্‌ দিলে না যে?

কণ্ডাক্টর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—সে কী স্যর? ওই যে আপনার জামার বোতামে আটকে রেখেছেন। টাকার চেঞ্জও দিয়েছি, পকেট দেখুন, ভাল ক'রে।

বিনয় ভারি অপ্রস্তুত হইল। কণ্ডাক্টের হাতে টাকা দিয়া কোথায় নামিতে হইবে তাহা সে বলে নাই, কাজে কাজেই কণ্ডাক্টর বালীগঞ্জেরই টিকিট দিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল…কী গ্রহ! সুধা আমায় এতটা অন্যমনস্ক করিয়াছিল!…বিনয় খানিকটা হাসিয়া লইল।

অদূরে চৌমাথাটা পার হইলেই লেডী চৌধুরীর বাসভবন। কতদিন সে এ অঞ্চলে আসে নাই। টেনিস্‌-পার্টী, নারী-সমিতি এতদিন

কোনও কথাই মনে ছিল না! এই ত সবে। সাতটা, একবার ঘুরিয়া আসা যাক্‌না—

বিনয় হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিতে লাগিল।

—চোদ্দ—

লেডী চৌধুরীর বাড়ীর ফটকে প্রবেশ করিয়া বিনয় কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সম্মুখে প্রশস্ত টেনিস্‌ কোর্ট ও লন্‌ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আগে এ সময়ে এখানে দস্তুর মত মজলিস্‌ বসিত।

তখন সে এদিকে-ওদিকে চাহিতে চাহিতে সরাসর ড্রয়িং-রুমের দিকে গেল। ভিতরে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, বোধ হয় সমিতির অধিবেশন হইতেছে। পর্দ্দার নিকট উপস্থিত হইতেই তাহার কানে গেল—তা' মামীমা আপশোষ করে' তুমি আর কী করবে বল? যে যেমন কাজ করবে তা'র ফলও ত তেম্নি হবে?

কণ্ঠস্বর বিনয় চিনিল। তাহার চক্ষু দুইটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ডালিয়া কথা কহিতেছে। সে লেডী উমাশশীর মৃত স্বামী ডি, এন্‌, চৌধুরীর দূর সম্পর্কের ভাগিনেয়ী, বিধবা মায়ের এক মাত্র কন্যা। পল্লীগ্রামে কিছু সামান্য জমী আছে,—পুরাতন ভাঙ্গা-চোরা দুইখানি ঘর আছে, মা' কন্যাকে লইয়া সেইখানেই থাকেন। মাঝে মাঝে এখানে আসিয়াও দু' একমাস থাকিয়া যায়। গত বারে যখন আসিয়াছিল, বিনয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তখনও বিবাহ

হয় নাই। কারণ লেডী উমাশশী বাল্য বিবাহের চির-বিরোধী। এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হইতে হয় বলিয়া, অনিচ্ছা সত্বেও ডালিয়ার মা'কে নিরস্ত থাকিতে হইয়াছে। মেয়েটী দেখিতে সুশ্রী, রংও যেমন, গঠনও তেম্নি—অতি চমৎকার। মাথায় খাট' বলিয়া বয়স আন্দাজ করা বড় শক্ত। ষোল উত্তীর্ণ হইলেও, মনে হয় বারো-তের বৎসর।

উমাশশী তাহাকে বড় ভালবাসেন। ডালিয়া নাম তাঁহারই দেওয়া; তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে কাছে রাখিতে চান, কিন্তু তা'র মা'র জন্য পারিয়া উঠেন না। ডালিয়ার মা নিতান্ত পাড়া-গেঁয়ে, আর সেকেলে স্বভাব। এই জন্য অনেক সময় মাতা-পুত্রীর মধ্যে মনান্তরও হয়, এবং ডালিয়া জোর করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে, এবং মাকেও বাধ্য হইয়া আসিতে হয়। ডালিয়ার মা আসিলে কিন্তু লেডী চৌধুরীর বাড়ী অনেক হাঙ্গামা বাড়ে। তাহার জন্য নিত্য গঙ্গাস্নান ও পূজা পাবে ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। অবশ্য সে জন্য লেডী উমাশশী কাতর হন্ না কোনও দিন।

হঠাৎ ডালিয়ার আওয়াজ পাইয়া বিনয় পর্দ্দার বাহিরে কান পাতিয়া রহিল লেডী চৌধুরী বলিতেছিলেন—আহা বেচারা! হাঁসপাতালে কত কষ্টই না জানি পেতে হ'চ্ছে তা'কে! অমিয় বোস্‌রে অমন নিষ্ঠুরের মত তা'কে একলা বিদেশে ফেলে চলে' আস্‌বে, আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি! ব্যাপারটা কিছুতেই যেন বুঝে' উঠতে পারছি না।

কে একজন বলিল—বোধ হয় কোনও কারণে ঝগড়াঝাঁটি হ'য়েছে মামীমা,—

অপর কণ্ঠে শোনা গেল—হয় ত ভেতরে অন্য কোনও কারণ আছে—

উমাশশী একটু রাগত স্বরে বলিলেন—যাই থাক্ না কেন, তোরা বলিস্ কী! তাবলে' এম্নি করে' ফেলে আসবে? অমিয় কখনই লোক ভাল নয়। আমি যে অমন করে' চিঠি লিখে নেমতন্ন কর্‌লুম,—এইখান থেকে এইখানে আসাটাও কী তা'র উচিৎ ছিল না।

একজন বলিল—তা'বটে। অদ্ভুত মানুষ—

সেই সময় পর্দ্দা ঠেলিয়া বিনয় ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই চার পাঁচ জন তরুণী এক সঙ্গে বলিয়া—একি!…ও মাসীমা কে এসেছে দেখ।

বাতের যন্ত্রণায় অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে গলা পর্য্যন্ত একখানা র‍্যাগ্ মুড়িয়া লেডী চৌধুরী সোফার উপর শয়ন করিয়াছিলেন। ঘাড়টা তুলিয়া বলিলেন—বিনয় যে! এস, এস, অনেক দিনের পর! ভাল আছ ত?

বিনয় একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই কোলকেতায় এসেছি। আপনাদের সব দেখ্‌তে এলুম। সমিতির কাজ হ'চ্ছে বুঝি, তবে কি বাইরে যাব?

উমাশশী বলিলেন,—না না, তুমি ব'স। সে সব প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছে। এদেশে আবার হ'বে কিছু!

বিনয় অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। উমাশশী বলিলেন—তোমার আর সব বন্ধুরা কোথায়? তাদেরও ত বহুকাল দেখিনি।

বিনয় স্মিতহাস্যে জবাব দিল—বল্‌তে পারি না। আট ন' মাস

কারো সঙ্গে দেখা-শোনা নেই আমার। শুন্‌লুম—কেউ দেশে গেছে, কেউ বা বিদেশ বেড়া'তে গেছে।

—তুমি তবে কোথায় ছিলে এতকাল? অসুখ বিসুখ করেনি?

—না। গ্রামে সেটে্‌ল্‌মেণ্ট হ'চ্ছিল, তাই ভারি ব্যস্ত ছিলুম।

—ও! জমীটমি তোমার অনেক আছে বুঝি? তাহ'লে ত ব্যস্ত থাক্‌বারই কথা। সে যে ভারি হাঙ্গামা। নজর না দিলেই লোক্‌সান। তা' সে সব মিটে গেছে ত?

উত্তরে বিনয় কেবল একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল মাত্র।

ডালিয়া সবার অজ্ঞাতে চেয়ারখানা একটু সরাইয়া বিনয়ের কানের কাছে ফিস ফিস্ করিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে কথা ক'ব না কিন্তু—

বিনয়ও তেম্নি ভাবে জবাব দিল—কেমন করে' জানবো যে তুমি এখানে? সাহস দিলেই কথা কই—বলিয়াই সে মনোহর ভঙ্গীতে তাহার পানে চাহিল।

—বটে?—বলিয়াই ডালিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

অপর কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইতে পাইল না। তাহার কারণ লেডীচোধুরী তখন অতি কষ্টে হাঁটুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে যন্ত্রণা সূচক শব্দ করিতে করিতে বসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আর সকলে সাহায্য করিতেছিল। ঠাণ্ডার সময় তাঁহার বাত বৃদ্ধি পায়।

তিনি উঠিয়া বসিয়া ডালিয়াকে বলিলেন—বিনয়ের সঙ্গে তোর জানা-শোনা আছে ত?

ডালিয়া বলিল—বা! গেল বারে তুমিই ত পরিচয় করিয়ে দিলে মাসীমা।—না বিনয় বাবু?—

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া মাথা নত করিল।

মিনিট দুই তিন সকলে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর লেডী চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁ বিনয়, সুনন্দাকে তোমার মনে আছে?

বিনয় বলিল—বিলক্ষণ! খুব আছে। An up-to-date, well-cutured lady! প্রফেসর বোসের সঙ্গে বে' হ'য়েছিল ত?

উমাশশী বলিলেন—হ্যাঁ, অত্যন্ত ভুল হয়েছে। এ-বিয়েতে মোটেই সে সুখী হয়নি। তা'দের এ বিবাহ হওয়া উচিত ছিল না।

বিনয় বলিল—আমিও মাঝে মাঝে তাই ভাবি। সুনন্দা শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ভেবেছিল মনীন্দ্রই তা'কে বে' করবে। তা'কে সে অত্যন্ত ভালবাসতো! ঘনিষ্ঠতা দেখে আমরাও তাই মনে করেছিলুম। সুনন্দার মা-বাপ কিন্তু মনীন্দ্রকে পছন্দ করতো না—তাদের নজর ছিল অন্য দিকে; অথচ—

উমাশশী বলিলেন—তাহ'লে তুমি সে সব কথা জানতে?

বিনয় বলিল—জান্‌তুম না? অমন একটা অমন সম্ভ্রান্তঘরের শিক্ষিতা এবং সুন্দরী মহিলার প্রেম প্রত্যাখান করা কি সাধারণ কথা? দুর্ভাগ্য—আমি তখন কোলকাতায় ছিলাম না! আমি থাকলে scomundrel মনীন্দ্রটাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে দিতুম। এসেই শুনলুম, সুনন্দা রাগে দুঃখে অভিমানে, তা' ছাড়া আবার জানাজানি হ'য়ে, বাপ্‌-মা'র কাছে অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিতা হ'য়ে কোথায় চলে' গিয়েছে! সেই থেকে মনীন্দ্রর আমি মুখ দেখিনি—

সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া বিনয়ের কথা শুনিতেছিল। ডালিয়ার চক্ষে

পলক মাত্র ছিল না। সে তাহার বাক্‌চাতুর্য্যে একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছিল।

উমাশশী বলিলেন—বেচারা সুনন্দার ওপর তোমার এই অকৃত্রিম সহানুভূতি দেখে আমি যে কী পর্য্যন্ত সুখী হ'লাম বিনয়, তা' মুখে জানা'তে পারছি না। সবাই তা'কে ত্যাগ করেছে। মা-বাপ পর্য্যন্ত একবার ভেবেও দেখলে না—তা'র অপরাধ কোথায়! সে যদি কারুকে ভালবেসে থাকে, সেটা কি এতই অন্যায়?—তারপর একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—সে পোড়ারমুখী যদি সাত-তাড়াতাড়ি সবাইকে লুকিয়ে পুরীতে চলে' না গিয়ে আমার কাছে আসতো, তাহ'লে আমি তা'কে আশ্রয় দিতুম। বাপ্-মার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিতুম যে সুনন্দা সাবালিকা,—তা'কে হেনস্থা করবার কোনও অধিকার ছিল না তাদের। আমার কাছে এলেই সব দিক্ বজায় থাক্‌তো তা'র। চিরকেলে একগুঁয়ে—তাই সেই এক গুঁয়েমীর জন্যে কোন্‌কালের সেই বন্ধু—চারুপ্রভাকে দেখ্‌তে গেল সেখানে; আর ওম্নি সে চোখ বুজ্‌তে না বুজ্‌তেই অমিয় বোস্‌কে বে' করে' ফেল্লে!

বিনয় বলিল—ওটা হ'চ্ছে temporary insanity! কী যে ক'রছে না ক'রছে, সে-কথা তখন ভাববারও শক্তি ছিল না তা'র। নইলে ক্রীশ্চান বোসকে বে' করে?

উমাশশী ডালিয়াকে বলিলেন—আগুনটা ভাল করে' নেড়ে দে'না মা। তা' ছাই, আমি কি আগেই জান্‌তে পেরেছিলুম? একেবারে বে' হ'য়ে যা'বার পর তবে আমায় সুনন্দা চিঠি লিখলে।

বিনয় বলিল—নিজের ভবিষ্যৎটা একেবারে মাটী করলে! বোধ হয় সুনন্দা কিছুমাত্র সুখী হয়নি, কেমন?

উমাশশী বলিলেন—সুখী? কী বলছো বিনয়! এখনও বছর ঘোরেনি, স্বামী তা'কে ত্যাগ ক'রে চলে' এসেছে…অমিয় বোস এখন কোলকেতায়!

বিনয় বিস্মিত নেত্রে উমাশশীরপানে চাহিয়া বলিল—কোলকেতায়! বলেন কি? আর সুনন্দা?

উমাশশী বলিলেন—সে মাদ্রাজের কোন্ একটা মিশনরীদের নার্সিং-হোমে পড়ে' আছে—তা'র ভারি ব্যারাম। সেই অবস্থায় তা'কে ফেলে রেখে তার স্বামী চলে' এসেছে।

নার্সিং-হোমের কথা আপনি জানলেন কি ক'রে?

বিনয়ের চক্ষে…নিরতিশয় আগ্রহ।

—অমিয় বোস্ কোলকেতায় এসে, তা'র দু'চার জন বন্ধুর কাছে নাকি বলেছে।—বলেছে তা'কে বিবাহ ক'রে অন্যায় করেছি। তার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই।

—এত বড় কথা? বে'ত তাবলে' ফেরানো চলে না। সুনন্দার অপরাধ?

—তাই যদি জানতে পারবো, তা'হলে আর এত ভাবছি কেন? অনেক করে' অমিয় বোসকে একবার আসতে লিখেছিলুম, কিন্তু চিঠির জবাবও দেয়নি, আসেও নি।

—Brute!

—যদি ঠিকানাটা জানতুম, তা'হলে এই-শরীর নিয়েও আমি

অনায়াসে মাড্রাজ চলে' যেতুম। সুনন্দাকে দেখবার জন্যে প্রাণ আমার ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে, বিনয়।

—মিশনারীদের নার্সিংহোমে বল্লেন না? সে ত সেখানে গেলেই খুঁজে নিতে পারা যায়—

—তা'ত যায়। কিন্তু চাকর বাকর কি সরকার পাঠিয়ে ত আর এ কাজ হয় না? একটু privacy থাকলেই ভাল হয়—এ রকম অবস্থায় আত্মীয় লোকেরই যাওয়া উচিৎ—বলিয়া উমাশশী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কেহ কোনও কথা কহিল না। সকলেই মাথা নত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বিনয় বলিল—এ সময় সতীশ থাক্‌তো যদি—

সতীশের নাম শুনিয়াই উমাশশী জ্বলিয়া উঠিলেন। না, না তা'র নাম ক'রোনা, তা'র আমি মুখ দেখ্‌তে চাইনা—

বিনয় যেন কিছু বুঝিতে পারে নাই এইরূপ ভাবে স্তব্ধ নেত্রে লেডী চৌধুরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিলেন—তুমি সে সময় কোলকাতায় ছিলে না বিনয়, কিছু জান না। সতীশই সুনন্দার পরম শত্রু। সে মাঝে না থাকলে মনীন্দ্রর ব্যাপার নিয়ে অতটা ঘাটা ঘাঁটি হ'ত না। সুনন্দার বাপ্‌-মাও চট্‌তো না। সুনন্দার বাপ্‌-মা সতীশকেই মনোনীত করেছিল। কিন্তু সুনন্দা মনীন্দ্রকে ভালবাসতো বলে'—ভিতর-ভিতর সে দু'জনের নামেই নানা কুৎসা রটিয়েছিল। তারপর সেই মনীন্দ্রই আবার যখন সুনন্দাকে প্রত্যাখ্যান করলে,—তখন সতীশ প্রকাশ্যে সুনন্দার নামে যে সব কলঙ্ক-কাহিনী প্রচার করেছিল, সে সব শুন্‌লে কানে আঙুল দিতে হয়, তা'র এত বড়

ক

দুঃসাহস, যে আমার নারী-সমিতির নামেও বদনাম দিতে সে ছাড়েনি! একদিন সুনন্দার মা'কে এখানে এনে তা'র সম্মুখে আরও অনেক মেয়ের চরিত্রের উপর দোষারোপ করে গেছে! আর সর্ব্বত্রে বলে' বেড়িয়েছে আমি প্রশ্রয় দিই বলেই মেয়েরা অমন বেহায়াপনা করতে পারে—

বিনয় মুখে একটা অবজ্ঞাসূচক শব্দ করিয়া বলিল—চুলোয় যাক্। তা'র কথা কেই বা গ্রাহ্য করছে—আর কেই বা শুন্‌ছে। সে কি এখানেই আছে? একবার দেখা পেলে একটু শিক্ষা দিই। কান মলে বলে' দিই—'নারীর মর্য্যাদা যে রাখ্‌তে শেখেনি, সে কোন্ সাহসে সুনন্দার মত নারীর পাণি প্রত্যাশা করে?'—বলিয়াই সে গৃহ-মধ্যস্থিত সব কয়টী তরুণীর মুখের উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইল। ডালিয়ার সহিত চখোচোখী হইতেই ডালিয়া লজ্জারুণ মুখে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

আবার খানিকটা সময় নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে লেডী চৌধুরী ব্যাকুলভাবে বিনয়ের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা বিনয়, সে যা' হ'বার তা তো হ'য়েই গেছে, এখন তুমি আমার একটী অনুরোধ রাখ্‌বে বল্‌তে পার?

বিনয় বলিল—কী বলুন? সাধ্যের ভিতর হ'লে আপনার অনুরোধ রাখ্‌বো না?

উমাশশী বলিলেন—আমি কালই Madras যেতে চাই। তুমি আমার সঙ্গে যা'বে? আমি বড়ই অপটু হ'য়ে পড়েছি, বুঝতেই ত পারছো? তোমারও ত এখন কোনও কাজ নেই?

বিনয় একটু চিন্তা করিয়া বলিল—আপত্তি ছিল না। তবে দু' একটা খুচরো কায আছে এখানে। আচ্ছা, আজকের রাতটা আমায় ভাবতে দিন—দু' একজনের সঙ্গে দেখা করে নিই।

উমাশশী বলিলেন—বেশ। কিন্তু সকালেই তোমার আসা চাই। যাবো আমি নিশ্চয়ই তবে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বড় আনন্দিত হ'ব—

ডালিয়া বলিল—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো মামীমা।

উমাশশী বলিলেন—তা' বেশ ত। তোর মা'কে তাহ'লে জিজ্ঞেসা করিস্। আমার সঙ্গে ছেড়ে দেবে কি? সে ত তোকে আঁচল চাপা দিয়েই রাখতে চায়—

ঠোঁট্ ফুলাইয়া ডালিয়া বলিল—আমি কখ্খোনো বারণ শুন্‌বোনা, তোমার সঙ্গে যাবোই—

উমাশশী একটু হাসিয়া, সব কয়টী তরুণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোরা সবাই কেন চ'না আমার সঙ্গে—বেশ একটা Excursion হ'বে খন, দিন কতক বাইরে ঘুরে আসবি।

সকলেই বলিল—তুমি যদি বল, বাড়ীতে কেউ আপত্তি ক'রবেনা।

লেডী চৌধুরী খুসী হইয়া বলিলেন—তা' আমি জানি। সবাই ডালিয়ার মা' নয়। আচ্ছা রোস্,—আমি কাল সকালে নিজে তোদের বাড়ী যাবো।

বিনয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তাহ'লে অনুমতি দিন উপস্থিত বিদায় হই। সকালে এসে দেখা করবো।—

উমাশশী হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—শুধু দেখা ক'রলে

চল্‌বেনা বিনয়, তোমায় যেতেই হ'বে। সুনন্দার জন্য মনটা আমার কী রকম কাতর হ'য়েছে তা' তোমায় বোঝা'তে পারবোনা। আমি এদের সবাইকেই ঠিক্ মেয়ের মত ভালবাসি—, তুমি এলেই সব গুছিয়ে নেওয়া যা'বে। mail সন্ধ্যা আট্‌টায় ছাড়ে।

বিনয় ঠিক্ বিলাতী কায়দায় হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—লেডী চৌধুরীর প্রসারিত হস্তে নিজ অধর স্পর্শ করিয়া—তাহার পর আর সকলকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় একবার অপাঙ্গে চকিতের ন্যায় চাহিয়া দেখিল, ডালিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে তখনও তাহার পানে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষু দুইটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—সে তাড়াতাড়ি পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে আসিল।

—পনেরো—

পথে বাহির হইয়াই একখানা চল্‌তি ট্যাক্সি ডাকিয়া, তাহাতে বসিয়া, বিনয় শোফারকে স্কট্‌স্ লেনের ঠিকানায় যাইতে বলিল। মাতালের ন্যায় তখন তাহার মাথা টলিতেছে,—মনের ভিতরেও প্রবল দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছে।

লেডী চৌধুরীর বাড়ী এতদিন পরে হঠাৎ এমন ভাবে আসিয়া পড়াটা ভগবানের অভিপ্রেত বলিয়াই বিনয়ের মনে হইতে লাগিল। নহিলে তাহাদের কথাত তাহার মনেই ছিলনা এতকাল। একমাত্র সুধার চিন্তাই তাহাকে মশগুল করিয়া রাখিয়াছিল— অন্য কোনও চিন্তা মুহূর্ত্তেকের জন্যও মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু ঘটনা স্রোত যথা সময়েই তাহাকে ভিন্ন পথে টানিয়া লইয়া গিয়াছে! A nice cocniidence! গত রাত্রি হইতে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতই না সে চিন্তা করিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সে কোনও কূল কিনারাই খুঁজিয়া পায় নাই।

এখন সে কী করিবে? সুধার জন্য সুধীর এই বিরক্তি, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদেরই বাড়ীতে চোখ কান বুজিয়া পড়িয়া থাকিবে, কিম্বা লেডী চৌধুরীর অনুরোধ রক্ষা করিতে—পরম সমাদরে তাহাদের সহিত মাদ্রাজের পথে পাড়ি দিবে? মন্দই বা কী?—আবার নূতন দেশ,—নূতন আলো,—নূতন সাহচর্য্য,—সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রেমাভিনয়!

অনাঘ্রাত কুসুম ডালিয়া!

দেখা যাক্, রাত্রির মধ্যে সুধার মনের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে কিনা! নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া স্বেচ্ছায় সে আবার আসিয়া ধরা দেয় কিনা! কিন্তু সে যদি আমায় ঘৃণা করে বা এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে, তখন আমিও অনায়াসে তাহার গর্ব্বিত মস্তকে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইব। প্রেমে আত্মদান বা বন্ধন স্বীকার আমার অভিধানে নাই।

এই সকল চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ বহুদিনের পর বিনয়ের আজ বারুইপুরের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমার সেই বিদায়কালীন সুন্দর বিষন্ন মুখখানা চকিতের ন্যায় মনের ভিতর জাগিয়া উঠিল; তাহারই আশে পাশে খোকার নগ্ন ঢলঢলে মূর্ত্তিটাও বায়োস্কোপের ফিলিমের মত বারবার উঁকি ঝুঁকি দিল। কিন্তু কোনটাই স্থায়ী হইলনা। সে তখনই মনকে এই বলিয়া বুঝাইল—তাহারা ত নিরাশ্রয় হয় নাই,—পরম আত্মীয়ের বাড়ীতেই আছে। অত ভাবিবারই বা প্রয়োজন কী! থাক্‌না আরও দিন কতক। ইতো-মধ্যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের নিকট গেলেই চলিবে।

গোবিন্দ বসাকের বাড়ীর দরজায় ট্যাক্সি থামিতেই, ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বিনয় নামিয়া পড়িল। উপরে নজর পড়িতেই সে দেখিল, সুধা শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে তাহার ঘরের সম্মুখের বারাণ্ডার রেলিংএর উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া দিয়া লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে পথের পানে চাহিয়া আছে। মোটর থামিবার শব্দে সে সজাগ হইয়া উঠিল—এবং বিনয়কে নামিতে দেখিয়াই, ভীতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় এদিক ওদিক চাহিয়া ত্রস্ত পদে সরিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি সুইচ টানিয়া বারাণ্ডার আলো নিবাইয়া দিল! বিনয়ের মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল—চোখ দুইটাও ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

সে ক্ষিপ্রপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই, সম্মুখে গৃহিণীকে দেখিয়া মুখ চোখের ভাব সংযত করিয়া লইয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—সুধা কেমন আছে মা? কিছু খায় নি—নীচেও নামে নি?—

গৃহিণী মুখ ভার করিয়া উত্তর দিলেন—না বাবা। ভারি জেদী মেয়ে, জোর করে রোগটা বাড়া'তে হ'বে ত। ওর মুগুর ছেল শ্যামল, —সে এলে আমি বাঁচি—

বিনয় আর কোনও কথা না বলিয়া একেবারে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পড়িবার ঘরেই সে শুইত। সুইচ টানিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া, কাপড় জামা ছাড়িতে ছাড়িতে সে দেখিল, তাহার বিছানার ঠিক মাঝখানে একখানা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে; এবং পাছে সেখানা উড়িয়া যায়, সেই জন্য তাহার উপর একখানা বই চাপা দেওয়া আছে।

সে তাড়াতাড়ি কাগজখানা টানিয়া লইয়া উল্টাইয়া দেখিল, ছোট্ট একটুখানি চিঠি। সুধারই হস্তাক্ষর—কিন্তু তাহাতে স্বাক্ষর ছিল না।

লেখা আছে—'এ বাড়ীতে থাকা কোন ওমতেই আর চলিবেনা। অনেক কথাই আজ মনে পড়ে। ছলনায় আপনি অদ্বিতীয়! যদি গোপন রাখাই উদ্দেশ্য হয়—আর সেইটাই বাঞ্ছনীয়,—যে কোনও উপায়েই হউক অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিবেন। উপায় উদ্ভাবন করিতে আপনি সিদ্ধহস্ত।'—

পড়িয়াই বিনয়ের বুকখানা একবার দুলিয়া উঠিল—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। ঠিক সেই সময় গৃহিণীও আসিয়া বলিলেন—খাবার দিতে ঠাকুরকে বলে' এসেছি বাবা—হাত মুখ ধুয়ে নাও, মিছে রাত করে আর লাভ কী?

তাড়াতাড়ি পকেটের মধ্যে কাগজখানা লুকাইয়া ফেলিয়া,—কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে, বিনয় তাঁহারই পিছনে পিছনে বাহিরে গিয়া হাত মুখ ধুইয়া গম্ভীর মুখে আহারে বসিল। কথা বলিবার শক্তিও যেন তাহার ছিল না তখন।

ঠাকুর পরিবেশন করিতেছিল এবং গৃহিণী প্রতিদিনের মতই ঘুরিয়া ফিরিয়া তদ্বির করিতেছিলেন। অন্যদিনের অপেক্ষা তাড়াতাড়ি আহার সমাধা করিয়া বিনয়কে উঠিতে দেখিয়াই তিনি বলিলেন—কিছুই যে খেলেনা বাবা আজ?—ওই ক'খানা লুচি, তাও পড়ে রইল? শরীরটা কি আজ ভাল নেই?—

শুষ্ক কণ্ঠে বিনয় উত্তর দিল—দেশ থেকে একটা খবর পেয়ে মনটা ভারি উদ্বিগ্ন রয়েছে বিকেল থেকে। কাল সকালেই আমি একবার বাড়ী যাবো মা—

গৃহিনী বলিলেন—তা' বেশ ত। অনেকদিন ত যাওনি? এখন সব ছুটি

ছাটা রয়েছে, একবার ঘুরে এস না? তা' খাওয়া দাওয়া ক'রে যাবে ত?

বিনয় বলিল—না। চা' খেয়েই বেরুব। সকালের গাড়ীখানাই ধরবো মনে করে' আছি।

গৃহিনী আর কোনও কথা কহিলেন না। সুধা উপরে উঠিবার সিঁড়ীর ঠিক্ মাঝখানে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। এইবার ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পনে গিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইল। সে আর্সীর নিকট একবার দাঁড়াইল। মুখখানা তাহার বিবর্ণ হইয়া গেছে, যেন এক দিবসের মধ্যেই তাহার অনেকখানি বয়স বাড়িয়া গেছে, নির্ম্মল ললাটে কতকগুলি চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে! এ তাহার কী হইল! কেন এমন হইল! বেশীক্ষণ দাঁড়াইবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন তাহার নাই; যেন কেবলই মাথা ঘুরিয়া পড়ে,—বুকের ভিতর অনবরত স্পন্দন হইতে থাকে। সে খানিকক্ষণ আর্সীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার পর নিজের বিছানার উপর বসিয়া পড়িল।

পরদিন বেলা আন্দাজ নয়টার সময় বিনয় তাহার সেই সনাতন চামড়ার সুটকেশটী আর বিছানার বাণ্ডিলটী লইয়া লেডী চৌধুরীর বাড়ী গিয়া দর্শন দিল। গাড়ীবারাণ্ডায় তখন লোকজন কেহ ছিল না, যেন থম্‌থমে ভাব।

দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই ডালিয়া সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়া হাসি মুখে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—কোলকেতার সব খুচরো কায মেটানো হ'য়ে গেছে ত? আমাদের সঙ্গে যেতে আর বাধা নেই?

তাহার ছোট্ট দেহ খানির সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু দুটিও যেন আনন্দে

নৃত্য করিতেছিল। বিনয় মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে ক্ষণেক চহিয়া জিজ্ঞাসা করিল মামীমা কোথায় তোমার ডালিয়া ?

ডালিয়ার মুখখানা হঠাৎ বিষণ্ণ হইল। বলিল—তিনি আবার এক ফ‍্যাসাদ বাধিয়েছেন। কেন বাবু চিঠি লিখে জানালে বুঝি আর হ'তনা ? নিজে সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে—

—কী হ'য়েছে তা'তে ?

—নির্ম্মলাদের বাড়ী থেকে আসবার সময় হাঁটুতে গাড়ীর ধাক্কা লেগে একেবারে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। একেই ত টাটিয়ে ফুলেছিল বাতে—

কথা কহিতে কহিতে উভয়েই ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল। অন্দরের দরজায় একখানা কপাটে হাত রাখিয়া ডালিয়ার মা দাঁড়াইয়াছিলেন। এবং লেডী উমাশশী চক্ষু বুজিয়া শোফার উপর শুইয়াছিলেন। একজন ঝি হাঁটুতে গরম জলের সেক্ দিতেছিল। বোধ হয় ডালিয়ার মা গরম জল দিতেই তথায় আসিয়াছিলেন—কারণ তাঁহার হাতে কেৎলী ছিল তাহার পর কন্যার গলার শব্দ পাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন কাহার সহিত সে কথা কহিতেছে।

যাহা হউক, পুরুষ মানুষকে দেখিয়াই তিনি মাথায় কাপড় টানিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন—কোনও কথা কহিলেন না। তবে আড়ালে দাঁড়াইয়া একবার বিনয়ের আপাদ মস্তকও ভাল করিয়া দেখিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন—বৌএর ওই বড় দোষ—ছোঁড়াগুলোকে যখন তখন আসতে দেয়! দাদা বিলিতী পাশ করে গেরস্তর সব বাঁধনই আল্গা করে দিয়ে গেছেন—বলে, সুয্যির আলো পর্য্যন্ত দেখা নিষেধ ছিল—

ঘরে ঢুকিয়াই ডালিয়া বলিল—এই নাও মামীমা, তোমার বিনয় এসেছেন—

বিনয় সরাসর লেডী চৌধুরীর নিকটে গিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—motor accident হ'য়েছে না কি ?

উমাশশী হাসিয়া বলিলেন—পাগলী তাই বুঝি তোমায় বলেছে ? না না তা' নয়। তবে বড্ড লেগেছে!—নিজের 'কারে' ওঠবার সময় কপাট বন্ধ করতে গিয়ে হঠাৎ কেমন ধাক্কা লেগে গেল। হাঁটু আগে থাকতেই টাটিয়েছিল কিনা। দেখতে দেখতে বেজায় ভারি হ'য়ে উঠলো পা দু'টো। ও সেরে যা'বেখন। তুমি নাও, কাপড় চোপড় ছেড়ে ঠাণ্ডা হও। তুমি এসেছ—I am so glad—

বিনয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—তা'হ'লে এই পা নিয়ে—

উমাশশী বলিলেন—Start করা নিয়ে বলছো ? দেখা যাক্না সারা দিনটাত এখনও পড়ে রয়েছে ? একান্তই যদি না পেরে উঠি দু' একদিন পেছিয়ে যা'বে। তোমার ত কোনও কাযের ক্ষতি হ'বে না ?

বিনয় বলিল—না না। সেজন্যে ভাববেন না। আমি এখন একমাস wait করতে পারবো—

উমাশশী প্রসন্না হইয়া বলিলেন Thanks! তা'হলে আজ থেকে তুমি আমার guest বুঝলে ? ডালি, বিনয়ের কোনও কষ্ট না হয় তোর ওপর খবরাখবর নেবার ভার রইল। চাকরবাকরদের বলে' দিগে যা—বলিয়া তিনি র‍্যাগ্‌খানা টানিয়া গলা পর্য্যন্ত ঢাকা দিলেন।

বাস্তবিকই গ্রহের ফের। উত্তরোত্তর লেডী চৌধুরীর পায়ের ব্যথা

অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। এবং বেশ জ্বরও দেখা দিল। কতকটা যেন আচ্ছন্নর মতই পড়িয়া রহিলেন। বৈকালে ডাক্তার সরকার আসিয়া পরীক্ষা করিয়াই বলিলেন—সম্পূর্ণ সারিতে বারো চৌদ্দদিন লাগিবে। তৎপূর্ব্বে travel করা একেবারেই অসম্ভব। কোনওরূপ নড়াচড়া নষেধ;—এইখানেই শয়নের ব্যবস্থা করা হউক। আমি গিয়া এখনই দুইজন nurse পাঠাইয়া দিতেছি।

সঙ্গে সঙ্গে নূতন বেড্‌প্যান প্রভৃতি আসিয়া হাজীর হইল।

উপায় নাই। মনের কষ্ট মনে চাপিয়া লেডী চৌধুরীকে অসহায় ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিতে হইল। ডাক্তার সরকার এবং তাঁহার একজন জুনীয়র প্রত্যহ দুই বেলা আসিয়া রীতিমত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। বিনয়কেও বাধ্য হইয়া সেইখানেই থাকিতে হইল। ডালিয়া খোঁজ খবর করে, আদর যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি সে হইতে দেয়না। লেডী উমাশশীও সময়ে সময়ে এই কষ্ট স্বীকার করার জন্য বিনয়কে ধন্যবাদ দেন। বিনয়ও হাসিমুখে 'needn't mention' বলিয়া আধুনিক ভদ্রতা এবং সভ্যতা দুই-ই বজায় রাখে। আর রোজই প্রায় একটিন করিয়া 'State Express' সিগারেট ধ্বংস করে। উমাশশী হুকুম দিয়াছেন—বিনয়কে যেন কোনও জিনিস চাহিতে না হয়।

মা'র তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইয়া যখনই ডালিয়া বিনয়কে নির্জ্জনে পায়, তখনই ঠাট্টা করিয়া বলে—কেমন জব্দ?—কেমন হ'য়েছে?

বিনয়ও বলে—মন্দটাই বা কী। ভালই ত হ'য়েছে। নইলে তোমায় এত কাছে পেতুম কী করে'? অথবা কোনও সময় বলে

—বাস্তবিক ডালি, তুমি বড় সুন্দর, ইতিহাসে সিরাজের যে ফৈজীর কথা লেখা আছে, তুমি তেম্নি ছোট—আর তেম্নি চমৎকার! বোধ হয় হাল্কাও তেম্নি—

বলিয়া বিনয় তাহার দেহের ভার পরীক্ষার জন্য তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করে। ডালিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে দুই একটা গ্রাম্য বিদ্রূপ অথবা দুই চারিটা অসংলগ্ন বাক্য বলিয়া ছুটিয়া পালায়।

লেডী চৌধুরী একটু একটু করিয়া সারিতে লাগিলেন। সুনন্দার জন্য মন তাঁহার ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। অন্ততঃ একখানা পত্রও তিনি আশা করিতেছিলেন। কিন্তু এত বিলম্ব সত্ত্বেও সুনন্দার নিকট হইতে কোনও সংবাদ আসিলনা। কাজে কাজেই তাঁহার মন নানারূপ অমঙ্গল আশঙ্কাই হইতে লাগিল। এবং সুনন্দার পিতামাতা ও স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য দিবারাত্রি গালি পাড়িতেছিলেন।

সম্পূর্ণ সারিবার পর ডাক্তার সরকার যেদিন তাঁহাকে travel করিবার অনুমতি দিল, তাহার পরদিনই লেডী চৌধুরী সকলকে লইয়া madras mail এ যাত্রা করিলেন। কী জন্য—অথবা কোথায় যাওয়া হইতেছে তাহা সম্পূর্ণ না জানিলেও—একজন অপরিচিত পুরুষ মানুষের সঙ্গে কন্যাকে যাইতে দিতে ডালিয়ার মা' একটু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু ডালিয়া ত রীতিমত বিদ্রোহ করিলই, উপরোক্ত উমাশশীর মেজাজও ভাল ছিলনা। তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—দেখ ঠাকুরঝি, অমন নোংরা মন নিয়ে সমাজে থাকাই তোমার উচিৎ নয়।

প্রলোভনের বাইরে রেখে কে আর কত সামলাতে পেরেছে? তা'তে লালসা বেড়েই যায়। ডালিয়া আমার সঙ্গে যাচ্ছে, তাতেও তোমার আপত্তি?

কাজে কাজেই ডালিয়ার মা' আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। কিন্তু মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।

—ষোল—

সদসৎ যে কোনও কল্পনাই মানুষ করুক্ না, পূর্ণ হওয়া তাহার ইচ্ছাধীন নহে। তেমি বড়দিনের ছুটি আসিল এবং কোথা দিয়া চলিয়া গেল, কেহ তাহা জানিতেও পারিল না; বিনয়ের অনুসন্ধান করিতে পরেশের যাওয়াই হইল না। এ ত্রুটি অবশ্য তাহার ইচ্ছাকৃত নহে। অনেকদিন হইতেই নিরুপমার একটু একটু করিয়া জ্বর হইতেছিল, এবং সে তাহা গ্রাহ্য করিত না। যে রাত্রে মণ্টু ও পরেশ বিনয়ের সম্বন্ধে নানারূপ পরামর্শ করে, তাহারই দুই চারিদিন পর হইতে নিরুপমার সেই জ্বর হঠাৎ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়া, তাহাদের স্বামী স্ত্রীর সমস্ত শুভ সংকল্প একেবারে পণ্ড করিয়া দিল। আর কোনও দিকে চাহিবার বা চিন্তা করিবার অবসর পর্য্যন্ত রহিল না।

রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া কয়েকদিন এমন অবস্থা হইল যে, দন বুঝি আর কাটেনা। প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত দিবারাত্রি শশঙ্কিত হইয়া রহিল,—পাড়ার কয়েকজন ছোকরা প্রত্যহ পরেশের বাড়ী আসিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিল। কখন কী হয়!

চিকিৎসা ও তদ্বিরের পরেশ এবং মণ্টু কিছুমাত্র ত্রুটি হইতে দিলনা। বারুইপুরের ভিতর যতদূর সম্ভব,—যে কয়জন ছোট বড় এবং শ্রেষ্ঠ ডাক্তার সেখানে ছিল, সকলকেই তাহারা নিযুক্ত করিল। অর্থ ব্যয়ও প্রচুর হইল। কয়েকদিন যাবৎ এম্নিভাবে—কথায় যাহাকে বলে যমে মানুষে টানাটানি করিয়া - কোনও প্রকারে এ যাত্রায় নিরুপমার প্রাণটা বাঁচিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, সারিবার কোনই লক্ষণ দেখা গেলনা। ভিতরে ভিতরে অনেকদিন হইতেই সে জীর্ণ হইতেছিল, এই ধাক্কায় দেহ তাহার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

রীতিমত দামী দামী ঔষধ ও বলকারক পথ্য দিয়াও নিরুপমার পূর্ব্বেকার সে শ্রী এবং লাবণ্য ফিরিয়া আসিল না। দেখিলেই মনে হইত যেন একখানা শুষ্ক রক্তহীন কঙ্কাল মাত্র। পথ্য পাইবার কিছুদিন পরে আরও কতকগুলি উপসর্গ দেখা দিল। থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন হইত, এবং হঠাৎ পেটের ভিতর হইতে বুক পর্য্যন্ত নিদারুণ যন্ত্রণা উঠিয়া সময়ে সময়ে তাহাকে এমন কাতর করিয়া তুলিত যে, ক্ষণেকের জন্য তাহার চৈতন্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

ডাক্তারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও সে যন্ত্রণার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। সকল ঔষধই ভাসিয়া গেল। অবশেষে তাহারা অনেক যুক্তি করিয়া পরামর্শ দিল—একবার কলিকাতার সেবা সদনে লইয়া গিয়া কোনও বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিৎ। নচেৎ কোন্ সময়ে যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ হার্টফেল্ হইতে পারে।

পরেশ এবং মণ্টু বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কাজে কাজেই আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া নিরুপমাকে শীঘ্রই কলিকাতায় লইয়া যাওয়াই স্থির করিল। পরেশের ছুটি পাইতেও কোনও বিলম্ব হইল না।

সমস্ত বন্দোবস্ত যখন পাকা হইয়া গেল, তখন নিরুপমা একেবারে বাঁকিয়া বসিল, সে কিছুতেই কলিকাতায় চিকিৎসা করাইতে যাইবে না। অনেক বলা কহার পর একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া মণ্টুকে বলিল—কেন ভাই তোরা আর মিছে চেষ্টা করছিস্? এইত এত খরচ পত্র করলি। আমার বাঁচাই যদি ভগবানের অভিপ্রায় হ'ত তা'হলে কি আবার এই মরণ রোগ ধরতো? আর আমায় তোরা টানা হেঁচড়া করিস্নি। আমায় এইখানেই শান্তিতে তোদের কোলে যেতে দে। খোকাকে তোরা দেখিস্;—আর যদি কখনও তিনি ফিরে আসেন, তাঁ'র জিনিষ তাঁ'র হাতে তুলে দিয়ে বলিস্—নিরুপমা জ্ঞানতঃ তাঁর পায়ে কোনও অপরাধ করেনি—

মণ্টু কাঁদিয়া কাটিয়া—মাথা খুঁড়িয়া অনর্থ বাধাইল। বলিল—বৌদি,' ফের যদি এমন কথা মুখে আন্‌বে, আমি তাহ'লে তোমার কাছে আত্মহত্যা হ'ব। কী দুঃখে তুমি মরতে চাও আমায় বল? কোলে তোমার অমন সোনার চাঁদ—আমার বাবার বংশের দুলাল। আমাদের কাছে তোমাদের রেখে দাদা আমার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বিদেশে চাক্‌রী ক'র্‌তে গেছে, দু'দিন পরেই ফিরে আস্‌বে—

এই কথায় নিরুপমার চক্ষে অশ্রুর বন্যা বহিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—আর মিছে স্তোক্ দিস্‌নে ভাই তোরা। তাঁ'র

প্রাণের আশঙ্কা একদিনের তরেও আমার মনে জাগেনি। সত্যি বল্‌ছি ভাই, আমার কথা তোরা বিশ্বাস কর্। এবারকার রোগে আমার মনের সব সন্দেহ মিটে গেছে;—আমি অতীতের অনেক হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছি;—যা'র সন্ধান আমি অনেক সময় পেয়েও পাইনি—পা'বার কোনও দিন চেষ্টাও করিনি।

মণ্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—কিসের সন্দেহ তোমাব ছিল বৌদি? কোন্ হারানো জিনিসের সন্ধান পেয়েছ ভাই তুমি?—

নিরুপমা তখনই সে কথার জবাব দিল না। খানিকক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া তাহার পর ধীরে ধীরে চক্ষু নামাইয়া মণ্টুর দিকে চাহিয়া বলিল—আমায় পেয়ে তোমার দাদা একদিনের জন্যেও সুখী হ'তে পারেন নি—আমার সঙ্গ তাঁর কোনও দিনই ভাল লাগ্‌তোনা।—তারপর একটু থামিয়া, কতকটা যেন আপন মনেই নিরুপমা বলিল—কিন্তু জগদীশ্বর জানেন, তাঁ'কে সুখী করবার জন্যেই আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি!

মণ্টু মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া একটা ঢোক্ গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেমন করে' তুমি তা' জানলে বৌদি'? দাদা ত কোনও দিন তোমায় অযত্ন বা অশ্রদ্ধা করে নি, এ কথা ত তুমিই একদিন বলেছিলে ভাই?

নিরুপমা তাহার শুষ্ক মুখে একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—জানবার মত অনেক ঘটনা ঘটেছিল ভাই, কিন্তু সে সব খুঁটিয়ে দেখবার মত মনও ত আমার ছিল না? অশ্রদ্ধা বা অযত্ন কখনও বিচার করেও দেখিনি—দেখবার প্রবৃত্তিও জাগেনি কোনও দিন। তাই তোমা'

সে কথা বলেছিলুম। তাঁকে দেখলেই আমি সব ভুলে যেতুম; মনের সন্দেহ মনেই চাপা পড়ে' যেত—জিজ্ঞাসা করবার বা অনুসন্ধান করবার শক্তি থাকতো না! কিন্তু এই দীর্ঘ দিনের অবকাশে, একটু একটু করে' মৃত্যুর অতি কাছে এসে দাঁড়িয়ে—সকল কথাই আমি জলের মত বুঝ্‌তে পারছি। এ আমার প্রলাপ নয় ঠাকুরঝি,—আমার আজকের কথাগুলো রোগের খেয়াল বলে যেন নিস্‌নে তোরা। তোদের এই প্রাণ ঢালা সেবা যত্ন ভালবাসার স্মৃতি আমি পরলোকেও সঙ্গে করে' নিয়ে যা'ব। কিন্তু একদিন তোরা বুঝ্‌তে পারবি, এ তাঁ'র বিদেশে চাক্‌রী করতে যাওয়া নয় আমায় ত্যাগ করে' যাওয়া—

বলিতে বলিতে নিরুপমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর কথা কহিতে পারিল না। দুর্ব্বল মাথাটা দেওয়ালে হেলাইয়া দিয়া সে নীরবে চোখের জল মুছিতে লাগিল।

খোকাকে কোলে করিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিতে আসিতে, মণ্টু ও নিরুপমার গলার আওয়াজ পাইয়া, পরেশ অর্দ্ধপথেই থামিয়া গিয়াছিল। তাহার নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না। নিরুপমা চুপ করিতেই সে কোনও মতে উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিয়া—কতকটা ব্যস্ততার ভান করিয়া, তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—তিনটের গাড়ীতে যাওয়াই ঠিক্ করে' এলুম গো,—বুঝ্‌লে? ছোট ডেপুটী বাবুও পরিবার নিয়ে কোল্‌কেতায় যাচ্ছেন। তিনি বল্লেন—তাঁদেরই সেকেণ্ড ক্লাশ। কামরায় একখানা বেঞ্চিতে বৌঠাকরুণকে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হ'বে। ষ্টেশনে যা'বার জন্তে পাল্কীও বলে এসেছি। কোনও কষ্টই হ'বে না—ক'ঘণ্টারই বা পথ—

নিরুপমা মাথাটা তুলিয়া—'ঠাকুরজামাই'—বলিয়া কী যেন বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া দিয়া পরেশ বলিল—সেই অবধি তুমি এক ঘেয়ে বক্‌ছো বৌ ঠাক্‌রুণ—ভারি অন্যায়,—ডাক্তারেরা একেবারে কথা কইতে বারণ করেছে—

নিরুপমা আর কথা কহিতে পারিল না।

মণ্টু স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল—তাহ'লে কোল্‌কেতায় পৌঁছে কোথায় নামবো আমরা ?

পরেশ বলিল—সে সব ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। ডেপুটী বাবুর বাড়ীতেই থাক্‌বো। তিনি সে জন্যে সকালেই তাঁ'র চাপ্‌রাসীকে পাঠিয়ে দেছেন। আর সেবা সদনে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌বার সকল বন্দোবস্তও তিনি ক'রে দেবেন বলেছেন ;—তা'র নাকি কেনা ডাক্তার আছে সেখানে।

মণ্টু জিজ্ঞাসা করিল—কদ্দিন থাকতে হ'বে ?

পরেশ বলিল—কদ্দিন আর। দু'দিন, কী বড় জোর চারদিন। কেবল সেখানে একজন ভাল ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষাটা করিয়ে, চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা ঠিক্ করে' নিয়েই আমরা বাড়ী চলে' আস্‌বো। তারপর এখান থেকেই সব চল্‌বে। বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল, পাছে নিরুপমা আবার কোনও কথা তোলে।

তাহার পর আহারাদি সারিয়া, অল্প স্বল্প যাহা কিছু সঙ্গে লইবার বাঁধা ছাঁদা করিতে করিতেই রওনা হইবার সময় হইয়া আসিল। নিরুপমা ঠিক্ কলের পুতুলের মত আপনার দেহখানা তাহাদের হস্তে ছাড়িয়া দিল—কোনও ওজর আপত্তি করিল না। ডেপুটী বাবু ও

তাঁহার পত্নী ঠিক্ নিজেদের আত্মীয়ের মত করিয়াই নিরুপমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইলেন।

সতেরো

সেই দিবস সন্ধ্যার পর লেডী চৌধুরী মাদ্রাজ পৌছিলেন এবং পূর্ব্বেকার পরামর্শ মত সমুদ্র তীরবর্ত্তী বেশ নামজাদা একটা হোটেলে গিয়া সকলে উঠিলেন। প্রথম শ্রেণীর অতিথি শুনিয়া হোটেলের ইংরাজ ম্যানেজার তখনই সসম্ভ্রমে তাঁহাদের থাকিবার জন্য দ্বিতলের উপর সারি সারি তিনখানা ঘর ছাড়িয়া দিল। সেটা পিছন দিক, বারাণ্ডায় বসিলেই সমুদ্র দর্শন হয়। হোটেলের সম্মুখ ভাগ রাজপথের উপর, লেডী চৌধুরীর ইচ্ছা থাকিলেও, নিম্নতলে—অর্থাৎ Ground floor এর উপর পাশাপাশি তিনখানা ঘর খালি ছিল না। বড়দিনের ছুটী ফুরাইয়া গেলেও, তখনও বিস্তর যাত্রী হোটেলে ছিল।

জিনিস পত্র মোটঘাট গুছাইতে ও ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে করিতেই অনেকখানি বিলম্ব হইয়া গেল। কাযে কাযেই সে রাত্রির মত সকলে আহারাদি সারিয়া বিশ্রামার্থ যে যাহার ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। বিনয় নিজের ব্যবহারের জন্য একখানা স্বতন্ত্র ঘর পাইয়াছিল। সম্মুখেই ঢাকা বারাণ্ডা,—তদুপরি সারি সারি চেয়ার পাতা ছিল। বিনয় ফ্ল্যানেলের সার্টের উপর ওয়েষ্টকোট্ পরিয়া, একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া একটা সিগারেট্ ধরাইল। তখনই শুইবার আগ্রহ তাহার ছিল না।

সে একদৃষ্টে সম্মুখের পানে চাহিয়া দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের উদ্দাম চঞ্চল বক্ষে মৃদু জ্যোৎস্নার অভিসার ক্রীড়া দেখিতেছিল। সমুদ্র এখানে অপেক্ষাকৃত শান্ত। তরঙ্গের পর তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত একটানা ও একঘেয়ে গুরুগম্ভীর শব্দ থাকিলেও, তাহাতে বিক্ষোভ বা আস্ফালন ছিল না। বহুদূর ব্যাপী স্বল্প জোৎস্নালোকিত বালুচরের উপর তখনও দুই চারিটী ইংরাজ ও ইংরাজ রমণী পদচারণা করিতেছিল। তাহাদিগের কথা বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা না গেলেও, মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের উচ্চ হাস্য নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিতেছিল। দূরে—কোথায় ক্লারিয়নেট্ বাজিতেছিল।

পরপর তিন চারিটী সিগারেট্ ধ্বংস করিয়া দিয়াশালাই জ্বালিয়া বিনয় তাহার হাতঘড়ীটা দেখিয়া লইল। তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। একটু একটু তাহার আলস্যও আসিতেছিল।—'এইবার তবে শোয়া যা'ক্'—এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, পিছন হইতে হঠাৎ চাপা গলায় কে বলিল—কেন, বেশ ত আছেন ধ্যানমগ্ন আর একটু থাকুন না?—

অপর কেহ যে তাহার এত নিকটে ছিল, বিনয় সে ধারণা করিতে পারে নাই,—কাযে কাযেই প্রথমটা সে চমকিয়া উঠিল;—তাহার পর চিনিতে পারিয়াই—বিস্মিত হইয়া বলিল—ডালিয়া! এখনও যে ঘুমোও নি?

ডালিয়া বলিল—ঘুম যদি চোখে না আসে ত কী করবো বলুন?—আমার বুঝি আর সাগর দেখতে ইচ্ছে করে না? দেখুন—দেখুন—বড় বড় ঢেউয়ের ওপর চাঁদের আলো কী সুন্দর দেখাচ্ছে! ওমা!

ছোট ছোট নৌক,— না গোল্‌ গোল্‌ কি ও গুলো বলুন ত? ঐ যাঃ ডুবে গেল বুঝি! একেবারে তলিয়ে গেল!—

বিনয় বলিল—না। তলিয়ে যা'বে না। এখুনি ভেসে উঠ্‌বে। জেলেরা মাছ ধরছে। ঐ দেখ, ঢেউয়ের মাথার ওপর আবার ভেসে উঠ্‌লো।

ডালিয়া হাততালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিল—বাবা! যেন ঠিক্‌ নাগর দোলায় চেপেছে!—নাচন্‌ দেখেছেন? ওদের ত খুব সাহস? আমাদের দেশের জেলে হ'লে অাঁৎকে মরে' যেত! আচ্ছা বিনয় বাবু, কোল্‌কেতার চেয়ে এখানে শীত খুব কম, নয়? এই দেখুন না, গায়ে আমার কেবল একটা পশমের জ্যাকেট্‌, তবুও ত শীত করেনি?—বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি গায়ের অাঁচলটা একেবারে খুলিয়া ফেলিল।

বিনয়ের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। সে একবার চকিৎ দৃষ্টিতে ডালিয়ার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া, মৃদু কণ্ঠে বলিল—সমুদ্রের তীরে শীত বেশী হয় না;—এখানে কতকটা বসন্ত কালের মত কি না? ওই দেখ না, সায়েব মেমেরা এত রাত্রেও কেমন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।—বলিতে বলিতে সে অল্প সরিয়া আসিয়া, ডালিয়ার খুব কাছে—এমন কি এক রকম তাহার গায়ে গা' ঠেকাইয়া দাঁড়াইল।

ডালিয়ার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সে তখন বারাণ্ডার রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক দেখিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল সে যেন নূতন পৃথিবীতে আসিয়াছে। যাহা দেখে তাহাই নূতন—তাহাই সুন্দর। নিজেদের পল্লীগ্রামের তাল—জাম—নারিকেল—বৃক্ষ ঘেরা

ভগ্ন গৃহখানি, বড় বড় অশথ—বট—আর তেঁতুল গাছের ভিতর দিয়া আঁকা বাঁকা সরু গ্রাম্য পথটুকু—তাহারই সীমান্তে বাঁশগাছের ঘন ঝোপের আওতায় লোক চক্ষুর অন্তরালে বড় বড়। সবুজ পানা ঢাকা একটুখানি ক্ষুদ্র জলাশয়, আজীবন ইহাই সে দেখিয়াছে! বালীগঞ্জের বাড়ীতে আসিয়া সে হাঁপ্‌ ছাড়িত। ভাবিত, কলিকাতাই হয় ত পৃথিবীর শেষ—ইহার পর আর কিছুই নাই। বর্ষার সময় সে কিছুতেই পল্লীগ্রামে থাকিতে চাহিত না। যেমন করিয়াই হউক, সে কলিকাতায় মামীর নিকট পলাইয়া আসিত। লেডী উমাশশীও সযত্নে তাহাকে আশ্রয় দিতেন। এমনি করিয়াই ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাহার পাড়াগেঁয়ে স্বভাব দূর হইতেছিল। তাহার কথায় বার্ত্তায়—কিম্বা কাযে কর্ম্মে, কোনও রূপ অসংযম বা ভুল ভ্রান্তি দেখিলেও তিনি বিরক্ত হইতেন না; উপরোক্ত আড়ালে ডাকিয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার দেখা দেখি সমিতির অন্য মেয়েরাও কখনও কোনও বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে সাহস করিত না।

সেই জন্য এবার ট্রেণে আসিতে আসিতে ডালিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন—তুলিয়া লেডী চৌধুরীকে যখন ব্যতিব্যস্ত করিতেছিল, তখন তিনি সহাস্য বদনে তাহার সে উপদ্রব সহ্য করিয়াছিলেন। অবশেষে বিনয়ের উপর তাহার সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বিদেশে আসা এই ডালিয়ার প্রথম। সে যাহা দেখে, তাহাই নূতন—তাহাই অদ্ভুত! পাহাড় জঙ্গল, নদ-নদী, বিরাট কায় লৌহ সেতু,—তদুপরি বড় বড় ষ্টেশনের বিপুল জনতা, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ এবং সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলাকাশ—প্রকৃতির সেই নগ্ন মূর্ত্তি তাহার চক্ষে যেন সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার উজাড়

করিয়া দিয়াছিল। বিনিদ্র চক্ষে জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া সে দেখিত, আর বিনয় তাহার সমস্ত খেয়াল চরিতার্থ করিত। সেই উপলক্ষে এই কয় দিনের মধ্যেই বিনয়ের সঙ্গে তাহার এতটা মাখামাখি হইয়া গিয়াছিল। বালীগঞ্জের বাড়ীতে যে টুকুও সংযম বা ব্যবধান ছিল, বাহিরে আসিয়া তাহা একেবারেই কাটিয়া গিয়াছিল। বিনয়ের নিকট তাহার এতটুকুও সঙ্কোচ ছিল না।

মিনিট দশেক পরে ডালিয়ার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বিনয় তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে বলিল—তুমি যে এত রাত্রে—এমন সময় একলাটী আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছো, মামী যদি দেখে ফেলেন কী বল্‌বেন ?—

বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ডালিয়া বলিল—কি আবার বলবেন ? কিছুই বল্‌বেন না। তা'ছাড়া মামী ত ঘুমিয়েছে। পাশের ঘরে ওরাও এমন ঘুমুচ্ছে—যেন সব মরে' আছে ;—কানের কাছে শাঁক্ বাজালেও জাগ্‌বে না—বলিয়াই সে ঘাড় ফিরাইয়া বিনয়ের দিকে অত্যন্ত সহজ সরল ভঙ্গীতে চাহিল।

বিনয় ডালিয়ার সে চাহনীর অর্থ বুঝিল না। বলিয়া বসিল—আমারও কেমন ঘুম পাচ্ছে ডালিয়া—

ডালিয়া বলিল—তাই কেন বলুন না যে আমি এসেছি বলে' আপনার ধ্যান ভঙ্গ হ'য়েছে, ঘুমতে যাচ্ছেন। সত্যি,—নয় ?--আচ্ছা বিনয় বাবু এতক্ষণ ধরে একলাটী অমন চুপ্ করে' বসে' কা'র কথা আপনি ভাবছিলেন বলুন না ? আমি ঠিক্ আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম, আপনি জান্‌তেও পারেন নি—বলিয়াই সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—

বিনয় তখনও তাহার অঙ্গাঙ্গী হইয়াই দাঁড়াইয়াছিল। নিজে নিজেই একটু সরিয়া আসিয়া—চকিৎ দৃষ্টিতে এদিক্ ওদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—ছিঃ—ও আবার কী ডালিয়া? এক্ষুনি যদি কারো ঘুম ভেঙ্গে যায়, কী মনে করবে বল দিকি?—তুমি পাগল নাকি?

ডালিয়া বিনয়ের এই কথায় বিষম চটিয়া উঠিল। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—বাবারে বাবা! কী গেরো! ছ'দণ্ড দাঁড়িয়ে কথা কইছি কী একটু হেসেছি,—ওম্নি যেন গুরুমশাই এলেন! হাতে বেৎ নিন্ না, আরও মানা'বে তাহ'লে। ওই জ্বালায় মা'র সঙ্গে আমার মোটে বনে না;—মামীকে অত ভাল লাগে। মা'র খালি খালি—'ও কী মনে করবে—সে কী ভাব্‌বে, অমন হাঁ করে জানালায় দাঁড়াস্‌নি ডালি—পুরুষদের পানে চাইতে নেই, সবাই তোকে বেহায়া বল্‌বে—'

বিনয় মনে মনে সতর্ক হইয়া গিয়াছিল। পুনঃরায় অগ্রসর হইয়া স্নিগ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিল—রাগ্ করছো কেন ডালি? আমি? আমি কি সেজন্যে তোমায় কোনও দোষ দিচ্ছি?—একটা ঠাট্টাও বোঝ না?—

ডালিয়া একটু নরম হইয়া বলিল—রাগ্ করবার কথাই যে! জীবনটা ভোর খালি খালি কে কী মনে করবে,—আর কে কী ভাববে, তাই বুঝেই পথ চল্‌তে হ'বে নাকি? ওই জন্যেই ত মা'র সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে' মামীর কাছে পালিয়ে আসি। পাড়াগাঁয় খালি ওই চর্চ্চা!—

বিনয় তাহাকে আরও খুসী করিয়া দিবার জন্য বলিল—পাড়াগাঁয় কিসের চর্চ্চা হয় ডালি?

ডালিয়ার মুখ মেঘমুক্ত হইয়া গেল। সে স্বচ্ছ নির্ম্মল হাসি হাসিয়া বলিল— শুনবেন তবে? এই দুপুর বেলা, পাড়ার যা'র হোক্ বাড়ীতে

গিন্নীদের মজ্‌লিস বস্‌লো।—সবা'র অাঁচলে একটা করে' হয় গুলের, নয় দোক্তার,—নয়ত ভাজা মশলার কৌট বাঁধা;—আর একখানি করে' ভিজে গামছা হাতে! তাঁদের সব কথা হ'চ্ছে কী, না,—'অমুকের বৌ একলাটী বিকেলে গা' ধুতে যায়'—সন্ধ্যা উৎরে গেলে তবে ঘরে ফেরে! বৌটার ভাই নিশ্চয়ই স্বভাব খারাপ;—নইলে, অমন একা যাবে কেন?—কচি ননদ্‌টাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে নেয়না!'—কথার ছিরি শুন্‌লেন? আমিত হেসে বাঁচিনা! সে বেচারা হয়ত সারা দিনটা গাধার খাটুনি খেটে ঐ সময় পুকুর ঘাটে একটু হাঁপ ছাড়তে যায়; সেই সময় তা'র সই আসে, নয়ত গঙ্গাজল সে, দু'টো ঘরের সুখ দুঃখের কথা হয় তাদের সঙ্গে। একরত্তি পুঁটকে ননদটা যদি তা'র সঙ্গে থাকে, সে ফিরে এসে সাতখানা করে' লাগাবে মার কাছে। শাশুড়ী তাই নিয়ে পেল্লয় কাণ্ড করবেন,—ছেলে খেটে খুটে ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে এসে পৌঁছুলেই কানে বিষ ঢেলে দেবেন—কর্ত্তা ওম্নি রেগে দেবে দু'ঘা বসিয়ে— সে যে স্বোয়ামী গা? এম্নি সব আমাদের পাড়াগাঁর কাণ্ড, জানলেন?

বিনয় হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলনা। বলিল- বাঃ বাঃ! — থামো ডালি, চমৎকার বর্ণনা করেছ! তোমার মা'ও বুঝি ওই দলের?

ডালিয়া বলিল— তা'নাত আবার কী? আমি দিনরাত্‌ টিকটিক্‌ করি বলেই পেরে ওঠেনা। ওঁদের সব বিদ্‌ঘুটে ধারণা। বৌএরা সব এক একটা কাপড়ের বস্তার মত ঘরের কোনে বসে' না থাকলে যেন স্বভাব মন্দই হ'তে হয়।—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই হঠাৎ কী ভাবিয়া ডালিয়া

বলিয়া উঠিল— না বাবু, ঘরে যাই,—আপনি শুয়ে' পড়ুন গে,-অনেক রাত হয়েছে— বলিতে বলিতে সে পিছন ফিরিল।

বিনয়ও অমনি খেলাচ্ছলে তাহার একখানা হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—রাগ করে চলে যাচ্ছ ডালিয়া ?—তাহ'লে আমি যেতে দেবনা।

ডালিয়াও ফিরিয়া বিনয়ের সেই হাতখানাতে বেশ একটু ঝাঁকানি দিয়া বলিল—না গো মশাই না, রাগ ক'রে যাবো কেন !

তুমি কি আমার শাসন কর্ত্তা-না স্বোয়ামী, যে রাগ্ করবো ?—কী দুঃখে ? আপনি ঘুমন গে যান্-সত্যি সত্যি অনেক রাত্রি হ'য়েছে।— বলিয়াই সে তাহাকে ছাড়াইয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইল।

বিনয় পাছু পাছু গিয়া নিম্নস্বরে বলিল—স্বোয়ামী না হয় নাই হ'লুম, কিন্তু অমন করে চলে' গেলে আমি সত্যি সত্যি রাগ করবো।—শুন্‌ছো ডালিয়া।'

ডালিয়া তখন প্রায় তাহাদের ঘরের দরজার নিকট গিয়াছিল। বিনয়ের কথায় পুনঃরায় তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—ইস্! তা' আর হ'তে হয়না মশাই,—আমি মানুষ চিনি। বলিয়াই আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চঞ্চল পদে অগ্রসর হইয়া দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিনয়ের মনে হইল ডালিয়া যেন একটা প্রহেলিকা! সে ঠিক বুঝিতে পারিলনা। খানিকটা হতভম্বের মত সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে শয়ন করিতে গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহারই দোষে হয়ত ডালিয়া এত শীঘ্র চলিয়া গেল—না

চটাইলে হয়ত আরও কিছুক্ষণ থাকিত। তাহার গ্রাম্য কথাবার্ত্তা ও সহজ সরল ভঙ্গীটুকু বিনয়কে বিমুগ্ধ করিয়াছিল।

—আঠারো—

সকালে উঠিয়াই বিনয় শুনিল লেডী চৌধুরীর শরীর ভাল নাই ;—সেইজন্য তাঁহারই ঘরে তাঁহাদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আহার করিতে করিতে উমাশশী বলিলেন আজকের দিনটা আমাকে Complete rest নিতে হ'বে, নইলে খাড়া হ'তে পারবোনা। কিন্তু বিনয় তোমার নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবেনা। যা' হয় একটা ভেবে চিন্তে ঠিক্ কর। কী ভাবে proceed করা যায় বল দিকি? বলিয়াই তিনি চা'র কাপ হইতে মুখ তুলিয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

বিনয় একটু ভাবিয়া বলিল তাহ'লে এক কাজ করা যাক্। Managerকে একবার ডেকে পাঠিয়ে আগে এখানকার সব হাল-চাল জেনে নেয়া যাক্। Nursing Home এখানে ক'টা আছে, কোথা কোথা আছে—সব situation ত আমরা জানিনা।

লেডী উমাশশী তোয়ালে মুখ হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন—সেই কথাই ভাল, তাহ'লে ডেকেই পাঠাই কি বল? তোমাদেরও সেই মত ত গো?—বলিয়া তিনি সকলের দিকেই চাহিলেন। তাহারাও সম্মতি জ্ঞাপন করিল। তখন তিনি এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া ম্যানে-জারকে দিবার জন্য বয়ের হাতেই দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরেই হোটেলের ম্যানেজার টুপি হাতে করিয়া সকলকে অভিবাদন পূর্ব্বক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বিনয় তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আগাইয়া দিয়া বলিল—বসুন। তাহার পর লেডী চৌধুরীকে দেখাইয়া বলিল—আপনার সঙ্গে এঁর বিশেষ একটু পরামর্শ আছে, অনুগ্রহ করে এখন সময় দিতে পারবেন কি? কিম্বা অন্য সময় হ'বে?—মোট কথা আমরা আপনার কাছ থেকে কিছু সাহায্য চাই।

হোটেলের ম্যানেজার লেডী চৌধুরীর পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে বলিল—অনায়াসে। আমার হাতে এখন কোনও কাজ নেই। বলুন আমার দ্বারা কী সাহায্য হ'তে পারে? I have every attention—

লেডী চৌধুরী তখন যে জন্য তাঁহার মাদ্রাজে আসা, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। পরিশেষে বলিলেন—এটা আমার পক্ষে সম্পূর্ণই বিদেশ। যেমন করেই হোক্ আপনাকে এই সন্ধানটুকু করে' দিতেই হ'বে। তাকে আমার মেয়ের মতই জান্‌বেন। আমি শুনিছি, কোন্ মিশনরী নার্সিং হোমে সে ছিল। তবে এখনও সেখানে আছে কিনা ঠিক্ জানিনা। কারণ হঠাৎ আমার অসুখ হ'য়ে পড়ায় আমার এখানে আস্‌তে কিছু বিলম্ব হ'য়ে গেছে। সেরে সুরে সে চলেও যেতে পারে।

ম্যানেজার ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল—তা' যদি হয়, তাহ'লে সে শহরের ভিতর নয়। মাইল দশেক তফাতে out skirt of the cityতে একটা খুব বড় American Nursing Home আছে। সেই অঞ্চলেই আরও একটা ছিল—সেটা Spanish mission থেকে

maintain করা হ'ত। কিন্তু শুনিছি, টাকার অভাবে ইদানীং তা'র কাজ কর্ম্ম তেমন চল্‌ছিল না বলে' তা'র কর্ত্তৃপক্ষেরা সম্প্রতি নাকি সেটা বন্ধ করে দিয়েছে।

উমাশশী বলিলেন—তাহ'লে কি হ'বে? আমি সব কথাই ত আপনাকে খুলে বল্লুম। ওখানকার কোনওটার সঙ্গেই আমাদের জানা শোনা নেই। আপনি একটু interest নিয়ে চেষ্টা ক'রলে বরং কিছু উপায় হ'তে পারে। বলিয়াই তিনি বিপন্নভাবে তাহার দিকে চাহিলেন।

লেডী চৌধুরীর মনোভাব বুঝিয়া ম্যানেজার উৎসাহের সহিত বলিল—আচ্ছা। আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করবো—আপনি চিন্তা করবেন না। যে নাম আপনি বল্লেন—যদি সেই নামে কোনও lady admit হ'য়ে থাকেন—তা' সে যে কোনও ward এই হোক্‌না কেন, সন্ধান ক'রতে বিশেষ কষ্ট হ'বেনা। বিশেষতঃ যখন তাঁ'র স্বামী তাঁ'কে সেখানে দিয়ে গেছেন। কী নাম বল্লেন স্বামীর?

উমাশশী বলিলেন—মিষ্টার অমিয়কুমার বোস্—তা' কেবল প্রফেসর বোসও হ'তে পারে। কোল্‌কেতায় ওই নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। স্ত্রীর নাম মিসেস্ সুনন্দা বোস্—

ম্যানেজার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—very well my lady! আজ সন্ধ্যার পর আমি আপনাকে আমার তদন্তের ফলাফল জানাবো। Then excuse me for the present. বলিয়াই সে আর একবার টুপি ঘুরাইয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া গৃহ হইতে

নিষ্ক্রান্ত হইল। বিনয়ও ভদ্রতার অনুরোধে তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে গেল।

সারাদিন লেডী চৌধুরী উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। দেহ ক্রমশঃ সুস্থ বোধ করিলেও মন তাঁহার একেবারেই ভাল ছিলনা। নীচে নামিবার বা বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছাও ছিলনা। মেয়েরা কিন্তু ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। বৈকালের দিকে তিনি হাসিতে হাসিতে বিনয়কে বলিলেন—সারাবেলাটা বুড়ীর সঙ্গে থেকে থেকে এরা যে হাঁপিয়ে উঠ্‌লো বিনয়, এদের নিয়ে খানিকটা কোথাও বেড়িয়ে এসনা? —বলিয়াই গোটাকয়েক টাকা তিনি বাহির করিয়া দিলেন।

বিনয়ও মনে মনে তাহাই চাহিতেছিল—মেয়েরাও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিল না। আদেশ পাইবামাত্র সকলে সাজসজ্জা করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পথে আসিয়া বিনয় সকলকে জিজ্ঞাসা করিল—Sea beachএ সকলে যাইবে? কিম্বা আর কোথাও বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা আছে?

ডালিয়া সকল বিষয়েই অগ্রবর্ত্তিনী। সে মুখ ঘুরাইয়া কতকটা আব্দারের সুরে বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিল—আহা! মামী যেন কেবল সমুদ্রের চড়ায় বেড়াবার জন্যে টাকাগুলো দেছে। কী বুদ্ধি আপনার! তা'র চেয়ে একখানা গাড়ী ভাড়া করে চলুন শহরটা ঘুরে আসা যা'ক্, কেমন ভাই?—বলিয়া আর সকলের দিকে চাহিল।

তরুণীরা সকলেই ডালিয়ার মতের পোষকতা করিল। বিনয়

তখন একজন গাইড্‌কে সঙ্গে লইয়া একখানা ল্যাণ্ডো ভাড়া করিয়া সকলকে লইয়া তাহাতে উঠিল। ট্যাক্সী ভাড়া করা কাহারও মত হইল না, কারণ সে বড় দ্রুত চলে, বেড়াইবার সুবিধা তাহাতে হইবে না।

মাদ্রাজের কয়েকটা বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থল দেখিয়া তাহারা সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিল। লেডী চৌধুরী বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহারা ফিরিলে তবে একত্রে চা' পান করা হইবে। ঝামেলার জন্য ডালিয়ার সঙ্গে তেমন বিশেষ কথাবার্ত্তার সুযোগ হইল না বলিয়া বিনয় মনক্ষুণ্ণ হইল। তথাপি এক সময় সে ডালিয়াব কানে কানে বলিল—আজ রাত্তিরে চাঁদ উঠ্‌লে সমুদ্রের ধারে একটু বেড়ানো যা'বে—কেমন? আর কা'রেও সঙ্গে নেঁয়া হ'বেনা, ওরা বড় গোলমাল করে—

ডালিয়া ত আগ্রহের সহিত তাহাতে সম্মতি দিল।

চা' পান শেষ করিয়া সন্ধ্যার পর বারাণ্ডায় বসিয়া সকলে মিলিয়া যখন গল্প গুজব করিতেছিল, সেই সময় ম্যানেজার আসিয়া দেখা দিল।

তাহাকে আসিতে দেখিয়াই লেডী চৌধুরী তাহার সহিত সাদরে করমর্দ্দন করিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কী হ'ল? সন্ধান করে' কিছু জান্‌তে পারলেন কি? আপনার মুখ দেখেই বোধ হ'চ্ছে তেমন সুফল হয়নি—

ম্যানেজার বলিল সত্যই তাই। American Nursing Homeএ সে রকম কোনও লেডীকে গত দু'তিন মাসের মধ্যে নে'য়া হয়নি আমি নিজের চোখে তন্ন তন্ন করে' তাদের রেজেষ্ট্রী বই দেখে এসেছি—I am so sorry—!

কিয়ৎক্ষণ সকলেই চুপ্‌ করিয়া রহিল। ম্যানেজার একটু থামিয়া তাহার পর বলিল—কিন্তু একটা ভারি গুজব শুনে এলাম—যদিও এর সঙ্গে তা'র কোনও Concern নেই তবুও বড় pathatic, শুনে পর্য্যন্ত আমি মর্ম্মাহত হ'য়েছি। তবে কতদূর সত্য তা বলতে পারিনা।

সকলেই উৎসুক নেত্রে ম্যানেজারের মুখের পানে চাহিল। লেডী চৌধুরী আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কী গুজব শুনলেন?

ম্যানেজার বলিতে লাগিল—Spanish Nursing Home গত বৎসরই close হ'য়ে গেছে, একজন old nun ছাড়া সে বাড়ীতে আর কেউ নেই—আর একটা বুড়ো চাকর আছে। Nunটী ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই থাকেন—আশপাশের দরিদ্র পল্লীর লোকেরা তাঁ'র খুবই অনুগত,—তিনি অনেককেই বিপদে আপদে সাহায্য করেন। তাঁ'র কিছু টাকাও আছে।

—তা'রপর?—

—কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন বৈকালে তিনি বেড়া'তে গিয়ে দেখেন একটি অতিশয় বিপন্না মুমূর্ষ বাঙ্গালী স্ত্রীলোক গাছতলায় পড়ে' ধুঁকছে;—তা'র গায়ে English Costume—কিন্তু condition অত্যন্ত wretched—একেবারে কঙ্কালসার! তিনি তখনই জনকতক কুলিকে ডেকে তা'কে নিজের ঘরে তুলে নিয়েযা'ন। স্ত্রীলোকটী আসন্নপ্রসবা—

আসন্নপ্রসবা!—

—হ্যাঁ। অথচ জ্ঞান ছিলনা। নানান্‌ ভয় পেয়ে তখুনি ডাক্তার ডাকতে পাঠান্‌—

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—স্ত্রীলোকটীর নাম কি?—বয়েস কত?

ম্যানেজার বলিল—সে অবস্থায় ঠিক্ বয়স অনুমান করা শক্ত। পঁচিশ ছাব্বিশ হ'বে বোধ হয়। নাম পরে জান্‌তে পারা :গেছলো—মিসেস্ ব্যানার্জ্জী—

উমাশশী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—পরে জান্‌তে পারা গেছলো? কেন সে মারা গেছে নাকি?

ম্যানেজার বলিল—হ্যাঁ। ডাক্তার ত আর নিকটেই ছিলনা। তিনি এসেই দেখলেন যতদূর wlcrst condition হ'তে হয়! তা'র ওপর ঘন ঘন ফিট্ হ'চ্ছে। প্রসব করানো একেবারেই অসম্ভব। তারপর সব জোগাড় যন্ত্র ক'রুতে ক'রতেই eclampsiaয় মারা যায়!

বিবরণ শুনিতে শুনিতে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কাহারও মুখে কথা ছিলনা। স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিনয় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—Horrible! Shocking! মিসেস ব্যানার্জ্জী বল্লেন? কে সে দুঃর্ভাগিনী?— এমন বিদেশে- ন মাতা ন পিতা—

লেডী উমাশশী ভয়ানক উত্তেজিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্টের শিশি বাহির করিয়া ঘন ঘন আঘ্রাণ লইতে লইতে বলিলেন—বলুন, বলুন, অকারণ সময় নষ্ট করবেন না। সে যেই হোক্‌না কেন, তা'র সম্বন্ধে আর কী শুন্‌লেন?

ম্যানেজার বলিল—এর বেশী আর কোনও খবর সংগ্রহ করতে পারিনি আজ। জান্‌বার আমি যথেষ্টই চেষ্টা করেছি। কারণ কোন্ ডাক্তার যে সে সময় attend ক'রেছিল, তা' কুলিরা কেউই

বল্‌তে পারলে না। American Nursing Homeএর কর্তৃপক্ষেরা এর বিন্দুবিসর্গও জানেনা।

উমাশশী অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন—কেন—সেই Nan? তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না?

ম্যানেজার বলিল—সে চেষ্টা কি না ক'রেছি? উপস্থিত জান্‌বার কোনও উপায় নেই। দিন আষ্টেক হ'ল তিনি কোথায় গেছেন। লোকে বলে—সম্ভবতঃ মন খারাপ হ'য়েছিল বলেই তিনি কোথাও বেড়া'তে গেছেন। তবে শীগ্‌গীরই যে ফিরে আসবেন—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর জেনেই বা কী হ'বে? আপনি যা'র সন্ধানে এসেছেন, এর সঙ্গে তা'র কোনও সম্পর্কই নেই। মিসেস্ সুনন্দা বা প্রফেসর বোসের নাম গন্ধও এতে নেই।

নির্ম্মলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—God forbid!—আমাদের সুনিদিদির পরমায়ু অক্ষয় হোক্—

ডালিয়া বলিল—সে নিশ্চয়ই মাদ্রাজ থেকে চলে গেছে মামী কোন্‌কালে। হয়ত জ্বর টর বা আর কোনও অসুখ বিসুখ করেছিল, আর মুখপোড়া প্রফেসরটা সেই দেখেই তাড়াতাড়ি তা'কে কোনও হাঁসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়েছিল। আর সেখানে গিয়ে মিছে করে রটিয়েছিল নার্সিংহোম!—

কতকটা আশ্বস্তা হইয়া উমাশশী বলিলেন—তাই তোরা সবাই বল্ মা, তোদের মুখে ফুলচন্নন পড়ুক—

ম্যানেজার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল—তাহ'লে এখন আমি চল্লুম। অবশ্য আমি আপনার এই সুনন্দা বোসের অনুসন্ধান করতে

ছাড়বোনা। সরকারী বেসরকারী সমস্ত হাঁসপাতালগুলোতেও খোঁজ নেয়া উচিৎ নয় কি?

উমাশশী একটু অন্যমনস্কা হইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা, মেয়েটার নাম যে মিসেস্ ব্যানার্জ্জী, তা' জানা গেল কি ক'রে?

ম্যানেজার বলিল—শুন্‌লুম মারা যা'বার পর তা'র পকেট থেকে একখানা আঁটা খাম আর এক টুক্‌রো কাগজ পাওয়া গেছলো। সেই কাগজটাতেই ওই নাম লেখা ছিল। তাতে ঠিকানা কিছুই ছিলনা—বা কোনও পরিচয়ও ছিলনা—খামের ওপর কী লেখা ছিল—কিম্বা কিছু লেখা ছিল কিনা, তা কেউ জানেনা। অবশ্য nun ফিরে এলে বুঝতে পারা যাবে। আপনারা এখন কিছুদিন এখানে থাক্‌বেন ত? পরেশ সে খবর আমি এনে দেব।

উমাশশী বলিলেন—থাক্‌তে ত হ'বেই আমাদের। সুনন্দাকে খোঁজা এখুনি ত শেষ হ'য়ে যায়নি? ভাল কথা, সেই মেয়েটার মৃত দেহের কী ব্যবস্থা হ'ল?

ম্যানেজার বলিল—তা'র costume দেখে তা'কে ক্রীশ্চান বলেই ধরে' নেয়া হ'য়েছিল; তা'ছাড়া আর উপায় কি বলুন? Nun অনেক ভেবে চিন্তে তা'র দেহ সমাধিস্থ ক'রেছেন—

বিনয় বলিল—Oh she was Christian no doubt,—An Indian Christian. Please drop the matter—Ladies are too much Shocked—

ম্যানেজার বলিল—Oh yes!—তাহার পর লেডী চৌধুরীর দিকে

ফিরিয়া বলিল—কাল ground floorএ খানকতক ঘরখালি হ'য়ে যাবে। যদি বলেন, তার মধ্যে তিনখানা কামরা আপনাদের জন্যে reserve করবো? তাহ'লে আর আপনাকে সিঁড়ী ভাঙ্গতে হ'বেনা—you will get more comforts my Lady!

লেডী চৌধুরী তাঁহার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এবং পরদিন প্রভাতে নীচেকার ঘরে নামিয়া আসিলেন।

—উনিশ—

নিরুপমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পরেশ এবং মণ্টু ডেপুটী বাবুর বাড়ীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। রোগিনীর অবস্থা খুবই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য পূর্ব্বেকার কথা মত তাহাকে একেবারে সেবা সদনে লইয়া না গিয়া ডেপুটী বাবু আগেই নিজের পরিচিত দুইজন ভাল ডাক্তার ডাকিয়া নিরুপমাকে দেখাইলেন।

ডাক্তারেরা রোগের আগাগোড়া বিবরণ শুনিয়া, তাহার পর দুই দিন ধরিয়া রীতি মত তদ্বির ও রক্তাদি পরীক্ষা করিয়া অবশেষে গম্ভীর হইয়া গেলেন। তৃতীয় দিন প্রভাতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—case অত্যন্ত খারাপ, আমাদের বিশ্বাস Intestinal Tuber culosis, তবে আরও confirm হওয়া দরকার। আমাদের মতে যে কোনও স্থানে লইয়া গিয়া রঞ্জনরশ্মির দ্বারা একবার পরীক্ষা করাইতে পারিলে চিকিৎসার সুবিধা হইবে। Heart এত দুর্ব্বল যে, কোনও drastic

step লইতেও আমাদের ভরসা হয় না। কেমন করিয়া যে এতকাল পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারদের হাতে অমন রোগীকে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইটাই আশ্চর্য্য! এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেলেন।

মন্তব্য শুনিয়া পরেশের মুখ আরও শুকাইয়া গেল। ডেপুটীবাবু তাহাকে সাহস দিয়া বলিলেন—রেখে দিন ওদের কথা। সমান বিদ্যার হ'লেও ওরা মনে করে পাড়াগাঁয় যারা practice করে, তারা কিছুই জানে না। শক্ত,—সে কথা ত তা'রাই বলেছে, আর আমরাই বা কোন্ না বুঝ্‌তে পাচ্ছি? শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা ত করা যাক্—তা'রপর অদৃষ্ট। মেয়েদের এখুনি কিছু জানিয়ে কাজ নেই—শুনলেই হৈ চৈ লাগিয়ে দেবে।

পরেশ বিবর্ণ মুখে বলিল—আপনিই ভরসা। আমার ত হাত পা' আস্‌ছে না হুজুর—

ডেপুটীবাবু তাহার পিট চাপ্‌ড়াইয়া দিয়া বলিলেন—ও সব হুজুর টুজুর এখন ছেড়ে দিন—এটা কোর্ট নয়; আপনি আমার বন্ধু। তা'রপরই বলিলেন—চলুন দিকি আমার সঙ্গে, সেবা সদনে X' Rayর এখন যে in-charge সে আমার particular friend—বরাবর এক সঙ্গে কলেজে পড়িছি। চলুন তা'র কাছে যাই। বলিয়াই তিনি পরেশকে একরূপ টানিতে টানিতে লইয়া ট্রামে চাপিয়া বসিলেন। পরেশ নীরবে অনুসরণ করিল। কথা কহিবার তাহার যেন শক্তি ছিল না।

তথায় পৌঁছিয়া ডেপুটী বাবু সেখানকার একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সতীশ বাবুর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি এসেছেন কী?—

কর্ম্মচারী বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি ত প্রায় সব সময়েই এখানেই থাকেন। ডেকে দেব? আপনারা আপিস্‌-ঘরে বসুন। কার্ড সঙ্গে আছে কি?—না থাকে ত একখানা স্লিপে নামটা লিখে দিন—

ডেপুটীবাবু তাড়াতাড়ি পকেট বুকের ভিতর হইতে নিজের নাম লেখা কার্ড বাহির করিয়া তাহার পিছনে লিখিয়া দিলেন—Mr. S. C. Chatterjea D. Sc.

কর্ম্মচারী সেখানা লইয়া প্রস্থান করিল এবং তাঁহারা আপিস ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই বাহির হইতে উচ্চৈস্বরে—'হ্যালো রায়'—বলিতে বলিতে একমুখ দাঁড়িগোঁফ সমেৎ খদ্দর পরা এবং তুলা ভরা বেনিয়ান গায়ে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সতীশ তথায় প্রবেশ করিয়া বলিল—আরে শরৎ যে! হঠাৎ কী মনে করে?

ডেপুটী শরৎ রায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া খানিকটা বন্ধুর দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—এ কী মূর্ত্তি! ভাল আছিস্‌ ত?—তাহার পর কর মর্দ্দন করিতে করিতে বলিল—এত শীগ্‌গীরই যে তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে যা'বে—আর তোর সাহায্য নিতে আস্‌তে হ'বে, তা' স্বপ্নেও ভাবিনি! এই ত সেদিন মাত্র জান্‌তে পেরেছি তুই এখন এখানে—তুই ত একখানা চিঠিও দিস্‌ নি—

সতীশ বলিল—ব্যাপার কী বল্‌ দিকি?—বলিয়াই সে ইসারায় পরেশের দিকে চাহিল।

শরৎ বলিল—ইনি আমার বন্ধু। এঁরই এক আত্মীয়া অনেক দন

থেকে বড্ড ভুগ্‌ছেন। ডাক্তারেরা এখন বল্‌ছেন Intestinal Pthysis —X' Ray Examination দরকার। কী হ'বে বল দিকি?

সতীশ বলিল—সে আর এমন বেশী কথা কি? দরকার হয় নেয়া যা'বে। তবে তার কতকগুলো নিয়ম আছে জান ত?

শরৎ বলিল—না ভাই সে সব জানি টানি না। আমি কেবল জরিমানা করতে জানি আর জেল দিতে জানি—

সতীশ উচ্চহাস্য করিয়া তাহার পৃষ্ঠে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল—Bravo! there you are! আর বিচার টিচার না ক'রেও, দরকার হ'লে অনেককে জেলে ঢুকিয়ে দিয়ে, চিরদিনের মত তা'দের ভবিষ্যৎ মাটী করে' দিতে জানি—সঙ্গে সঙ্গে সেটাও বল?

শরৎও হাসিয়া বলিল—সেটা তোদের wrong impression—

সতীশ বলিল—যাক্ সে কথা। Patient কে এখানে আনতে পারা যা'বে? তিনি কোল্‌কেতাতেই আছেন ত?—

শরৎ বলিল—হ্যাঁ। ওই জন্যেই এখানে এনেছি। আমার বাড়ীতেই আছেন। কী কী ক'রতে হ'বে এখন বলে' দাও, চট্‌পট্‌ ব্যবস্থা করে' ফেলি। case খুবই শক্ত—advanced, তা'তে আর ভুল নেই।

সতীশ বলিল—তাহ'লে আর দেরী করা নয়, শীগ্‌গীর তাঁ'কে এনে ফেল। প্রায়ই তিনখানা ফটো নেবার দরকার হয়। Empty stomach—full stomach—এম্নি কতকগুলো নিয়ম আছে। সে যা'হয় হ'বে,—তোমাদের সে জন্যে মাথা ঘামা'তে হ'বে না। এখানকার ডাক্তার পরীক্ষা করে' যেমন যেমন direction দেবে তেমন তেমন হ'বে। আমি নিজেই সব করবো'খন।

শরৎ বলিল—তাহ'লে আনতে পাঠাই ?—

সতীশ বলিল—হ্যাঁ। রক্ত টক্ত যদি examine হ'য়ে গিয়ে থাকে, ডাক্তারদের সেই report গুলোও সঙ্গে এনো। অবশ্য আমরাও আর একবার পরীক্ষা করবো।

শরৎ ডেপুটী তখন পরেশকে বলিলেন—তাহ'লে আপ্‌নি চট্ করে' চলে' যান্ পরেশ বাবু—আমি এখানে থাকি। বেশ সাবধানে তাঁ'কে ট্যাক্সিতে শুইয়ে নিয়ে আসবেন—ড্রাইভারকে বখ্‌সিসের নাম করে' খুব আস্তে চালাতে বলবেন। আপনার স্ত্রীকেও সঙ্গে আনবেন—report গুলোও আনতে ভুলবেন না—

পরেশ দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—আত্মীয়াটী তোমার কে শরৎ ?

শরৎ বলিল—আমার কেউ নয়। এই পরেশ বাবুরই শালাজ। পরেশ বাবু আমাদের কোর্টের বড় পেস্কার। ব্রাহ্মণ,—বড় ভাল লোক। আমার ভর্সাতেই উঁনি এনেছেন এখানে। তুমি একটুখানি interest নিও—

সতীশ বলিল—সে জন্মে ভেব না। আমার দ্বারা কোনও ত্রুটি হ'বে না। তা'ছাড়া আজকাল এখানে ঢের ভাল ব্যবস্থা হ'য়েছে। দিন দিন উন্নতিও হ'চ্ছে। প্রতিষ্ঠানটার ওপর দেশের আপামর সাধারণের ক্রমশঃ যেমন নজরও পড়ছে,—তেম্নি এটাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্মে বড় লোকেরাও টাকা ঢালছেন। ডাক্তার মিত্র আর গাঙ্গুলীর অনুরোধে আমি X' Rayর ভার নিচ্ছি।

শরৎ বলিল—That's good—তুমি যে তোমার পাগ্‌লামী আর সেই wild goose policy ছেড়ে এসে এঁদের সঙ্গে যোগ দেছ তা'তে বাস্তবিকই আমি খুশী হ'য়েছি সতীশ। একটা কাযের মত কায,—আর তোমার মত লোকেরই এতে কাঁধ দেওয়া উচিৎ।

দুই বন্ধুতে পায়চারী করিতে করিতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সতীশ একটুখানি হাসিয়া বলিল—আমি যে চেষ্টা করছিলুম, সেটাকে তুমি পাগলামী ঠাওরালে শরৎ? wild goose policy বরং বল্‌তে পার,—কেন না, এদেশের ধারাই হ'চ্ছে—যা'র জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর। আর পাগল তা'রাই, যা'রা নিজেদের ভাল মন্দ এখনও বোঝে না,—আজও অম্লান বদনে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরে চলেছে! এরা উপকারী বন্ধুরই অপমান করে;—এক হাতে সাহায্য নিয়ে অপর হাতে তা'কেই মারতে উদ্যত হয়। আমিও যে পাগল নই, সেইটাই আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ শরৎ! যাক্‌ সে কথা। এখন চল, এসেছ যদি, চারদিকটা একবার ঘুরে ফিরে দেখ্‌বে চল।

শরৎ বলিল—আচ্ছা সে পরে হ'বে'খন। আগে ওঁরা আসুন না। কত দিনের পর দেখা হ'ল, প্রাণ ভোরে দু'টো কথা কই তোমার সঙ্গে। সায়েন্স কলেজেও যাচ্ছ নাকি শুন্‌লাম?—

সতীশ বলিল—যাচ্ছি বৈকি। বুড়ো মা'র আর নিজের পেটের খোরাক টা জুটতে হ'বে ত কোনও রকমে? এখানে ত আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক। দানের ওপর যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, দিতে চাইলেও, সেখান থেকে আমি কিছু নিতে চাই না। আর কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করে নিয়ে—honorarium বলে' ঢাক্‌ পিট্‌তে কেমন যেন

বাধে, বিশেষতঃ যখন উপার্জ্জন করবার আরও অনেক উপায় আছে।

উজ্জ্বল প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া শরৎ বলিল—এ তোমারই যোগ্য কথা—তোমার মুখেই বলা সাজে!—তা'রপর একটু থামিয়া বলিল—কিন্তু বুড়ো মা'র সেবা শুশ্রূষা করবার জন্যে এইবার একটি বৌ এনে দাও না? মেঘে মেঘে বেলাও যে অনেক হ'ল? সংসার টংসার কি একেবারেই করবে না? গেরুয়া ছেড়ে তবু শাদা খদ্দর পরেছ।—

সতীশের মুখের উপর একটা গাঢ় বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি আত্মগোপন করিবার মানসে অন্য দিকে মুখটা ফিরাইয়া লইয়া কতকটা যেন উপহাসের ভঙ্গীতে বলিল—কেন, আমি নিজে পঙ্গু হ'য়ে গেছি নাকি যে বৌ এনে না দিলে আমার মা'র সেবা হ'বে না। বলিয়াই সে বিকৃত কণ্ঠে একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। শরৎ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া, একেবারে সতীশের দুইখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—লুকিও না বন্ধু, হাকিমের চোখে সহজে ফাঁকি দেওয়া চলে না। মুখ দেখেই আমরা আসামী ধরি।

সতীশ শরতের সে রহস্য গায়েও মাখিল না, এবং সে কথার কোনও উত্তরও দিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল। অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

শরৎ তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—বুঝ্‌তে পেরেছি বন্ধু,—অতর্কিতে তোমার vital cord এ আঘাত করে' বড়ই অন্যায় করে' ফেলেছি—মাপ্‌ কর। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ত

এ সম্পর্ক নয়? লুকোবার কী প্রয়োজন?—কে সে তরুণী, যাঁ'র জন্যে আজ তোমার এই বেশ—সন্ন্যাসীর মত এই কৃচ্ছ্র সাধন?

সতীশ অপেক্ষাকৃত মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল—কৃচ্ছ্র সাধন আমার আজন্মের অভ্যাস শরৎ, এতে ত আমার কোনও কষ্ট নেই। এর জন্যে দায়ীও কেউ নয়। তা'রপর একটু থামিয়া বলিল—তোমারও দুঃখ করবার বা এতটা ব্যস্ত হ'বার কোনও প্রয়োজন দেখিনে। অভিজ্ঞতাই জীবনের কারবারে সব চেয়ে বড় মূলধন। আর আমার ধারণা, বিবাহ ক'রলেই মানুষের চতুর্ব্বর্গ মেলে না।

শরৎ বলিল—কিন্তু—

সতীশ তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া, ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিল—এর ওপর আর 'কিন্তু' নেই। বাজে কথা নিয়ে কেন মিছে সময় নষ্ট করছো? তা'র চেয়ে চল, তোমাকে আমাদের Indoor Hospital arrangement দেখিয়ে আনি।—বলিয়াই সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজে অগ্রসর হইল।

শরৎ সতীশের কথায় ও ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু আর সে কথার পুনরুল্লেখ না করিয়া সে নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

খানিকটা পথ গিয়াই সতীশেরও হঠাৎ মনে হইল, বন্ধুর সহিত তাহার অকারণ এরূপ রূঢ় আচরণ করা উচিৎ হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও তাহার স্মরণ হইল—এক সময়ে এই শরতের সহিত কতই না আত্মীয়তা ছিল;—তাহাদিগের মধ্যে কখনও কোনও বিষয়ে গোপনতা ছিল না, কোনও কারণে এক দিনের জন্যও মনোমালিন্য হয় নাই। পরস্পরের বন্ধুত্ব দেখিয়া কত লোকেরই না ঈর্ষা হইত

এম, এ, পাশ করিবার পর ডেপুটী গিরি চাকরী পাইয়া যে দিন শরৎ তাহার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছিল, সেদিন তাহাদের উভয়ের চক্ষে অশ্রুর প্রবাহ বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কয় বৎসরের ব্যবধানে, তাহার নিজের দিক্ হইতে কতই না পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! তাহার সে চরিত্রের দৃঢ়তা—আজন্মের সঙ্কল্প ও সংস্কার সে ত কই রাখিতে পারে নাই? কী যেন তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল!

শরৎকে হারাইয়া মনোমত সঙ্গীর অভাবে যখন সে পথে পথে ঘুরিতেছিল, সেই সময়ই নূতন বন্ধুদিগের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়,—এবং সেই সূত্রেই লেডী চৌধুরীর বাড়ী তাহার যাতায়াত সুরু হয়। তখনও সেখানে নারী সমিতির প্রতিষ্ঠান হয় নাই—কেবল টেনিস খেলা আর গল্প গুজব মাত্র হইত—আর নারী প্রগতি সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা ও আলোচনা চলিত।

সতীশের মনে হইল, তাহার জীবনের মধ্যে সেইটাই তাহার প্রধান গ্লানি। যদি তাহার জীবনে সে দুর্ঘটনা না ঘটিত, তাহা হইলে সুনন্দার সহিত কয়েক মাসের পরিচয়টা সে অনায়াসে একটা দুঃস্বপ্ন ভাবিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত!

সতীশ চলিতে চলিতে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কাতর দৃষ্টিতে শরতের পানে চাহিয়া বলিল—ভাই আমাকে মার্জ্জনা কর। তোমাকে গোপন করবার জন্যে কিম্বা তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে আমি যে কোনও কথা আজ লুকিয়েছি তা' ভেবনা। একদিন তোমায় আমি আমার সব কথা বল্‌বো—কিন্তু আজ নয়। আমি না বুঝে না জেনে মস্ত বড় একটা

ভুল করে ফেলেছিলুম—যা'র জন্যে হয়তো জীবন ভোরই আমায় অশান্তি ভোগ করতে হবে—

সেই সময় ফটকে নিরুপমা ও মণ্টুকে লইয়া পরেশ আসিয়া পৌছিল। কথাবার্ত্তায় যে এতটা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই। ট্যাক্সি ফটকের ভিতর আসিবামাত্র সতীশ দ্রুত অগ্রসর হইয়া ড্রাইভারকে পথ দেখাইয়া গাড়ী খানাকে একেবারে ফিমেল ওয়ার্ডের বারাণ্ডায় আনিয়া হাজির করিল। হর্ণের আওয়াজ হইতেই তিন চার জন নার্স দৌড়িয়া আসিয়া সতীশের উপদেশ মত নিরুপমার কঙ্কালসার দেহ অতি সন্তর্পনে ধরাধরি করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ একটা বিছানায় শয়ন করাইয়া দিল। মণ্টুও তাহাদিগের সহিত গেল।

সেখানকার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সতীশ বাহিরে আসিয়া শরৎ এবং পরেশকে পুনরায় আপিস ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এইবার ফর্ম্ম খানা fill up করে দিন। সত্যবাবু শীগ্‌গীর নামটা রেজেষ্ট্রী করে ফেলুন ত।

কেরাণী একখানা form বাহির করিয়া দিল।

শরৎ সেখানার উপর একবার চোখটা বুলাইয়া পরেশের হাতে দিয়া বলিল—আমি পড়ে' যাচ্ছি, আপনি পর পর লিখে যান্।

প্রথমে—রোগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, রোগের বিবরণ; এবং এতদিন ধরিয়া কোন্ কোন্ ডাক্তার দেখিয়াছিল, তাহাদের একটা মোটামুটি পরিচয়। এই পর্য্যন্ত পরেশ চড়্ চড়্ করিয়া লিখিয়া গেল।

তাহার পর রোগী অথবা রোগিনীর অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা লিখিবার নিকট আসিয়া, কলমটা থামাইয়া পরেশ একবার ডেপুটী বাবুর

মুখের দিকে' চাহিল। তিনি বলিলেন—দিননা,—ওইখানে husband এর নামটা লিখুন। কেবল local guardian এর জায়গায় আপনি সই করে দিলেই হ'বে—আপনি admit ক'রছেন কিনা। কী বল হে সতীশ?

সতীশ ঘাড় নাড়িল।

পরেশ একটু থতমত খাইয়া গিয়াছিল। এক মুহূর্ত্ত মাত্র ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে লিখিল—Binayendra Banerji—

সতীশ পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল—পরেশের ইতস্ততঃ ভাবটা তাহার দৃষ্টিতে এড়ায় নাই। ততটা গ্রাহ্যও করে নাই। কিন্তু নামটা পড়িয়াই সে চকিত হইয়া উঠিল। কেবল বলিল—এইবার পেশাটা লিখুন। কী করেন তিনি?—চাক্‌রী? ও! কোথায় থাকেন?

পরেশ ঘাড় হেঁট করিয়া লিখিতে লিখিতে বলিল—এখন নাগপুরে সরকারী চাকরী করেন। আগে আলিপুর জজ কোর্টে ওকালতী করতেন।

সতীশ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল। কোনও কথা কহিল না।

লেখা হইয়া গেলে কেরাণী বাবু পরেশের হাত হইতে ফর্ম্মখানা লইয়া রেজেষ্ট্রী বুকে তাহার extract লিখিতে লাগিল।

সতীশ কী যেন অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিল। বিনয়েন্দ্র নাম পড়িয়াই তাহার মনে দারুণ খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল। অথচ ও নাম ত কত লোকেরই আছে—ওকালতীও তাহারা করে। কিন্তু—

হঠাৎ সে পরেশকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার brother-in-law, এই বিনয় বাবু কতদিন চাকরী করছেন?

পরেশ একটা ঢোক গিলিয়া উত্তর দিল—বেশী দিন নয়। মাস দশেক হ'বে।

—ওকালতীতে তেমন সুবিধা হ'লনা বুঝি ?

শরৎ পরেশের হইয়া জবাব দিল,—বলিল—না হে। এদিকে M. A, B. L.—পণ্ডিত লোক। আর শুনিছি বেশ polished gentleman অথচ বরাত্ দেখ কেমন! অন্নের জন্য ভদ্রলোককে কোথায় সেই তেপান্তরে গিয়ে চাকরী করতে হ'চ্ছে! Bar over crowded— তাই কি চাকরীই সহজে মেলে ? কত ভাল ভাল graduate unemployed হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

সতীশের মনের ভিতর তখন তুমুল দ্বন্দ্ব লাগিয়া গিয়াছিল। শরতের কথাগুলি তাহার কানেও গেলনা। সে থামিতেই সতীশ কেরাণীর দিকে চাহিয়া বলিল—Entry হ'য়ে গেছে সত্যবাবু ? তবে দিন, formখানা আমাকেই দিন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে আমি নিজেই দেখাব'খন।—তাহার পর কেরাণীর নিকট হইতে form খানা লইয়া সে আর একবার নামটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সেখানা নিজের পকেটে রাখিয়া দিল।

শরৎ সতীশের এই আকস্মিক ভাবান্তর বুঝিতে পারে নাই। সে বলিল—যাক সব ত হ'ল। এইবার আমাদের আর কী করতে হ'বে ?

সতীশ বেশ সহজ কণ্ঠে বলিল—তোমাদের আর কিছুই করবার নেই। এখানকার হাউস্ সার্জ্জন পরীক্ষা ক'রে নিলেই আমি X' Ray নেবার ব্যবস্থা করবো। তবে আজই হয়ে উঠবে কিনা ঠিক্ বল্‌তে পারছিনা। রোগীর কাছে আত্মীয় কেউ থাক্‌বেন ত ?

পরেশ বলিল—আমার স্ত্রী থাকবেন। সেই জন্তেই তিনি সঙ্গে এসেছেন।

সতীশ বলিল—বেশ বেশ। আমি তাঁর থাকবার সব ব্যবস্থা করে' দিচ্ছি। কোনও কষ্ট হ'বেনা। তবে তাঁর খাবারটা বাড়ী থেকে Supply হ'লেই ভাল হয়।

শরৎ বলিল—সে ত হ'বেই। আমি এখুনি গিয়ে সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আমার cook বাড়ী থেকে তাঁ'র খাবার আর রোগীর diet আনবে। আর আমারাও ত সব সময়েই আসা যাওয়া করবো। আসুন পরেশবাবু, এইবার আমরা বাড়ী যাই। কিছু ভাববেন না। সতীশ যখন আছে, তখন কিছু ভাবতে হ'বেনা।

ইতিমধ্যে পরেশ আর একবার ফিমেল ওয়ার্ডে গিয়া, মণ্টুর সহিত দেখা করিয়া তাহাকে সব কথা বুঝাইয়া দিয়া আসিল। ভাবিতেও বারণ করিল। নিরুপমা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে দেখিয়া তাহাকে আর জাগানো হইল না।

ট্যাক্সি চালককে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে বলা হইয়াছিল। পরেশ বাহিরে আসিতেই শরৎ সতীশের সহিত করমর্দ্দন করিয়া পরেশের সহিত ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিল।

তাহারা চলিয়া যাইবার পরই সতীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌রএর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। হাউস্ সার্জ্জন ডাক্তার গাঙ্গুলী তথায় বসিয়া গল্প করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই সতীশ বলিল—ডাক্তার চল দিকি, একটি নতুন female patientকে এইমাত্র admit ক'রে আসছি—তিনি আমারই জানা শোনা, একবার দেখবে চল দিকি—

ডাঃ গাঙ্গুলী জিজ্ঞাসা করিল—তোমার জানা শোনা ? কী case ?

সতীশ বলিল—ডাক্তারা ত বলেছে Ptııysis—tubercle form করেছে—possibly iu the intestine, সেইটেই photo নিয়ে দেখতে হ'বে। case ভারি শক্ত—খুবই অধম হ'য়ে পড়েছে বলে মনে হ'ল কিন্তু।

Superintendent জিজ্ঞাসা করিল—সেই বেঁটে মতন টাক্‌ওয়ালা ভদ্রলোকটী কে' হে ?

সতীশ বলিল—তিনি হ'চ্ছেন বারুইপুরের ডেপুটী শরৎ রায় আমার class fellow—তিনিই সঙ্গে করে এনেছেন। ডাক্তার দেখবে এখন ?

ডাঃ গাঙ্গুলী বলিল—অত তাড়াতাড়ি কিসের ? এ বেলাটা ভাল করে' rest নিতে দাওনা। বরং নার্স্‌রা ডুস্ দিক্—

সতীশ বলিল—সেই জন্যেই দেখতে বল্‌ছি—এখুনি ওয়ার্ডে যা'বেত ?

ডাঃ—হ্যাঁ।

Superintendent বলিল—কাল রাত্রেই ত তুমি বল্‌ছিলে হে গাঙ্গুলী female wardএ তেমন শক্ত case উপস্থিত নেই।—এই নাও। তোমাদের বাবা স্বভাবই আলাদা। দু'দিন হাত পা ছড়িয়ে কাটাতেও চাওনা—

ডাক্তার গাঙ্গুলী বলিল—এটা নেশা হে নেশা। এখানেই হোক্ আর বাইরেই হোক্, বড় রুগী ঘাঁটতে না পারলে আমাদের energy নষ্ট হ'য়ে যায়।

Superintendent বলিল—Scotts Lane এ যে মেয়েটাকে দেখে এলে, তাকেও ত আনতে বলেছ এখানে ?

ডাক্তার বলিল—হুঁ। তাইত বলে এলুম—

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—কী case হ্যা গাঙ্গুলী ?

গাঙ্গুলী বলিল—তাই যদি বুঝতে পারবো, তবে আর এখানে পাঠাতে বলে আসবো কেন ? একটি বছর সতেরর মেয়ে প্রায় মাসখানেক থেকে ভুগছে। নানান্‌খানা। Insomian, heartএর complain, জ্বরও একটু আছে,—আবার হাত পাও ফুলেছে দেখে এলুম। শুনলুম দিনরাত মাথা ঘোরে কিছু খাওয়াতে পারা যায়না।

সতীশ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন ?

গাঙ্গুলী বলিল—বল্লে ভীষণ নাকি অরুচি। জোর করে কিছু খাওয়ালেই তখুনি বমি করে' ফেলে। অথচ না খেয়ে খেয়ে দস্তুরমত famished হ'য়ে পড়েছে বলে বোধ হ'ল। হাঁপ ধরে। হঠাৎ দেখলে কিছু ধরা যায়না, healthy মনে হয়। কিন্তু গায়ে রক্ত খুব কম।

সতীশ বলিল—ভারি peculiar case ত ? তোমাইর patient ?

ডাক্তার—না Consultএর জন্যে ডেকেছিল আজ। তাদের নিজের family ডাক্তার আছে—বেশ সৌষ্ঠবান্বিত লোক তারা হে, বুঝলে ? ডাক্তারটীও মন্দ নয়—বিজ্ঞ—অনেক দেখা শোনা আছে। আমাকে আগাগোড়া report দিয়ে অবশেষে বল্লে—এইবার যা' হয় করুন মশাই, আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। পর্শু থেকে সব সময়ে পেটে আবার একটা pain হ'চ্ছে, যখন কাৎরাতে থাকে, সে horrible

মশাই, চোখে দেখতে পারা যায় না! কিন্তু মুখ বুজে আছে,—হাজার বার জিজ্ঞেসা ক'রলেও কথা কয় না—কোন্ জায়গায় যে যাতনা—তা'ও দেখায় না! উপায়ান্তর না দেখে আপনাকে আনিয়েছি—

সতীশ বল্লে—কিছু ঠাওরাতে পারলে—রোগ ধরা পড়লো?—

ডাক্তার—কী ক'রে ধরবো? ভারি complicated—একবার দেখেই কি ওম্নি বোঝা যায়? তায় মেয়ে মানুষ—puberty attend করেছে;—menstrual derangement বলেই বোধ হ'ল আমার। সে ডাক্তারটীরও তাই ধারণা। সেই জন্যেই এখানে আনাচ্ছি। হেমাঙ্গিনীকে দিয়ে একবার Examine করবো—চিকিৎসার সুবিধা হ'বে।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল—married ত?—

ডাক্তার—না—। matric classএ পড়ে। দু'টি ভাই বোন। বাপের ভারি আদুরে। মেয়ের অসুখে বাপ্ ত কেঁদেই সারা। শুনলুম দু'দিন দোকানে পর্য্যন্ত যান্‌নি—খাওয়া দাওয়া ত্যাগ। মা' বরং শক্ত আছে।

সতীশ—কারবারী বুঝি? দোকান আছে?

ডাক্তার—হ্যাঁ। মস্ত বড় কাপড়ের দোকান—খুব নামজাদা—পয়সা কড়িও যথেষ্ট আছে। সহজে কি এখানে পাঠা'তে চায়? বলে—যত টাকা লাগে বার করে' দিচ্ছি, আপনি আরও ভাল ভাল ডাক্তার এনে আমার বাড়ীতেই চিকিৎসা করুন। অনেক করে' বুঝিয়ে তবে রাজী করেছি। বলেছি আমাদের এখানে সব যন্ত্রপাতি আছে—বড় বড় ডাক্তার আছে—শীগ্‌গীর আপনার মেয়েকে আরাম করে' বাড়ী পাঠিয়ে দেব, ভাবছেন কেন?

সতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল—তাহ'লে একটা খুব বড় রকম মক্কেল পাক্‌ড়েছ বল? বাড়ীতে গেলে ত খুব মোটা টাকা আদায় হ'ত হে? ছাড়লে কেন?

Superintendentও সেই হাসিতে যোগ দিল।

গাঙ্গুলী চটিয়া উঠিয়া বলিল—তোমাদের ঐ এক কথা—শুনলে হাড় জ্বলে যায়! কেবল মক্কেলই দেখছো আর কি। অর্দ্ধেক দিন গ্যারেজ থেকে গাড়ী বে'র করতে হয় না—তা' জান?

সতীশ বলিল—জানিনে আর। এখন চল—চল—ওয়ার্ডে একবার ঘুরে আসবে চল। ফি কমাও দিকি—তাহ'লে রোজ দশবার করে' গাড়ী বেরুবে'খন। বাজারটা কেমন দেখছো ত? টাকা দেবে কে?—

বলিতে বলিতে তাহারা কয়জনেই নীচেকার ওয়ার্ডে রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গেল।



কলিকাতার সেবা সদনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে বসিয়া ডাক্তার গাঙ্গুলী এবং সতীশ যখন এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সুদূর মাদ্রাজে Sea View Hotelএ লেডী চৌধুরীও ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। একবার উঠিতেছিলেন—একবার বসিতেছিলেন, এবং বারবার দরজার দিকে চাহিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখের ছোট্ট রাইটিং টেবিলের উপর একখানা সদ্য প্রাপ্ত টেলিগ্রাম তখনও খোলা পড়িয়াছিল।

তাঁহার সরকার বালিগঞ্জের বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে।—কে একজন মার্গারেট্ সম্প্রতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, এবং তিনি মাদ্রাজে বেড়াইতে গিয়াছেন শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া গিয়াছে। এই কয়টী কথা।

কে সে স্ত্রীলোক, কোথায় সে থাকে—অথবা কি জন্যই বা সে উমাশশীর নিকট গিয়াছিল, তাহার কিছুমাত্র আভাস সরকার দেয় নাই। অথচ লিখিয়াছে, সরকারের নিকট হইতে সে লেডী চৌধুরীর মাদ্রাজের ঠিকানা চাহিয়া লইয়া গিয়াছে।

উমাশশী অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এখানকার ঠিকানা দিবার কী এমন প্রয়োজন ছিল সরকারের! ইচ্ছা করিলে সে ত অনায়াসে তাহাকে ভাগাইয়া দিতে পারিত।

দেশে বিদেশে যতগুলি ইংরাজ পরিবারের সহিত জানা শোনা বা বন্ধুত্ব আছে, লেডী চৌধুরী এক এক করিয়া সকলের কথাই ভাবিয়া দেখিলেন। 'মার্গারেট' নামের কোনও রমণীর সঙ্গে তাঁহার কস্মিন কালেও জানা শোনা নাই। হয় ত বা কোনও সাহায্য প্রার্থিনী,—কাহারও মুখে তাঁহার নাম শুনিয়া কিছু আদায়ের চেষ্টায় গিয়াছিল। এমন ত কত লোকই তাঁহার নিকট যায়। সরকারটা এমনই নির্ব্বোধ যে হেথাকার ঠিকানা দিয়াছে! ও এমন জাত্ নয়, ছিনে জোঁকের মত এখানে পর্য্যন্ত হয় ত ধাওয়া করিবে!

উমাশশী একাকিনী এই সকল কথাই ভাবিতেছিলেন—এবং ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছিলেন। নিকটে কথা কহিবার কেহই ছিল না। ব্রেক্‌ফাষ্টের পর বিনয় প্রভৃতি সকলেই বেড়াইতে গিয়াছিল।

মিনিট পনের পরে হৈ চৈ করিতে করিতে আগে আগে ডালিয়া ও তাহার পিছনে পিছনে সকলে আসিয়া হাজির হইল। এবং একটা কুলি মস্ত বড় একটা কাগজ মড়া বাণ্ডিল ঘরের মেঝেয় নামাইয়া রাখিয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

বিনয়ের দৃষ্টি স্বভাবতঃই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সে ঘরে প্রবেশ করিয়াই লেডী চৌধুরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে এমন upset দেখছি যে?—কোনও নতুন ঘটনা ঘটেছে নাকি?

উমাশশী মুখে কিছু না বলিয়া টেবিলের উপর হইতে টেলিগ্রাম খানা লইয়া বিনয়ের হাতে দিলেন। মেয়েরা ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিনয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সেখানার উপর চোখ বুলাইয়াই বিনয় বলিল,—এ আর এমন কী কথা? ভাবনার কথাই বা এতে কী আছে আপনার?

উমাশশী বলিলেন—ভাবনার না থাক্, মাগীটা কে বল দিকি? আমার কাছে তা'র কিসের দরকার?

বিনয় হাসিয়া জবাব দিল—কে আবার? কোন societyর হ'য়ে চাঁদা সাধতে বেরিয়েছে আর কি। সবাই ত জানে, আপনার কাছে হাত পাতলেই কিছু পাওয়া যায়। আপনি হ'লেন আমাদের grand old benevolent lady;—ওরা সেকথা বিলক্ষণ জানে।

উমাশশী কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—old!—না: তোমাকে আমি এবার boycott করবো বিনয়—বুঝে সুঝে কথা কয়ো। দেখ দিকি আজও আমার একটিও দাঁত পড়েনি—

সত্য সত্যই লেডী চৌধুরীর দাঁতগুলি গৌরবের বস্তু ছিল। অতখানি বয়স সত্ত্বেও অদ্যাবধি একটিও দাঁত নষ্ট হয় নাই। চুলও খুব অল্প পাকিয়াছিল। পরিপাটী পোষাক পরিচ্ছদের জন্য প্রকৃত বয়সের চেয়ে কম দেখাইত।

বিনয় উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—আমি ত সে কথা কোনও দিনই ভাবতুম না, আপনিই এখানে এসে পর্য্যন্ত যখন তখন নিজেকে বুড়ী বুড়ী বল্‌তে সুরু করেছেন। এদের নিয়ে একদিন বেড়া'তে পর্য্যন্ত বেরুলেন না, আমার উপরই ঠেলে দেন।

উমাশশী বলিলেন—সে কথা সত্যি বিনয়। আমার যেন অনেকখানি energy নষ্ট হ'য়ে গেছে। সেখান থেকে বেরুবার আগে আমার যে activity ছিল—যে spirit ছিল, সেটা যেন ক্রমশঃই কমে যাচ্ছে—

প্রতিমা, নির্ম্মলা ও সুলতা এক সঙ্গেই বলিয়া উঠিল—কেন মাসীমা? উমাশশী বলিলেন—আবার জিজ্ঞেসা কচ্ছিস,—কেন? তোরা বাছা দেখ্‌ছি সবাই সমান! আজও সেই হতভাগী মেয়েটার কোন খবর পাওয়া গেল না! কী যে সে ক'রলে, কোথাই বা গেল, তা'র উদ্দেশটী নেই! শুনলি ত ম্যানেজারের মুখে? কোনও হাঁসপাতালেও নেই—

ডালিয়া বলিল—আমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছি মামীমা সুনন্দা দি' কোল্‌কেতাতেই ফিরে গেছে। তা' যদি না হয় ত' কী বলেছি। হয়ত সে বালিগঞ্জের বাটীতেই নেমেছে তা'র ঠিক্ কি?

উমাশশী বলিলেন—পাগল হ'য়েছিস্? তা হ'লে খবর পেতুম না? সে তোমাদের মত অমন কাঁচা মেয়ে নয়। আমায় সেখানে দেখ্‌তে

না পেলে নিজেই টেলিগ্রাম করতো। সরকারও কি কিছু লিখ্‌তো না?

বিনয় জিজ্ঞাসা করিল—ওই যে মার্গারেট্‌ না কে, যা'র কথা লিখেছে, কবে সে আপনার বাড়ীতে গিছলো?

উমাশশী বলিলেন—কোন্‌ তারিখে গিছলো, তা'তো বলেনি। একদিন গেছলো মাত্র! না না বিনয়, তুমি যা' মনে করছো, তা' নয়। সুনন্দা কোল্‌কেতায় যায় নি, তাহ'লে নিশ্চয়ই খবর পেতুম।

সেই সময় পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল আস্‌তে পারি কি?—

পরম আগ্রহের সহিত উমাশশী বলিলেন—নিশ্চয়ই। কী খবর মিষ্টার ম্যানেজার?

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ম্যানেজার বলিল—সেদিন যাঁ'র কথা আপনাকে বল্‌ছিলাম—Spanish Missionএর সেই old nun, গত রাত্রে এখানে ফিরে এসেছেন, এইমাত্র আমি খবর পেলুম।

শুনিয়াই ঈষৎ চাঞ্চল্যের সহিত লেডী চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা তাঁ'র নামটা আপনার জানা আছে কি মিষ্টার ম্যানেজার?—কিম্বা কোথায় তিনি গিয়েছিলেন?

ম্যানেজার বলিল—তা'তো বল্‌তে পারি না। আমার সঙ্গে ত কখনও জানা শোনা ছিল না। দু' একবার চোখে দেখেছি মাত্র—

বিনয় বলিল—তা'র নাম জেনে আর কী হ'বে?

উমাশশী বিনয়ের কথায় কান না দিয়া ম্যানেজারকে বলিলেন—ও!

আচ্ছা থাক্। তাহ'লে কষ্ট স্বীকার করে আজ একবার যান্ না সেখানে। একটু particular নিয়ে আসুন না।—

বিনয় আবার বলিল—আপনিও যেমন! কে একজন ক্রীশ্চান girl,—হয় ত চরিত্রহীনা, তাই বা কে জানে! মিছে খবর নেয়া।

লেডী উমাশশী বিনয়ের এ কথাতেও কান্ দিলেন না। ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যা'বেন তা' হ'লে?

ম্যানেজার বলিল—সে আর এমন শক্ত কথা কি? আচ্ছা এক কাষ ক'রলে হ'ত না?

উমাশশী বলিলেন—কী বলুন?

ম্যানেজার বলিল—আপনিও কেন সঙ্গে চলুন না? দিব্যি open country—আগাগোড়া মোটর যা'বার পাকা রাস্তা আছে। বেশ long trip—খুব enjoy করবেন। এসে পর্য্যন্ত আপনি ত কোথাও বেড়াতে যা'ন্‌নি? আমিও আপনার সঙ্গে যাবো, চলুন না!

উমাশশী বলিলেন—তা' আমি যেতে খুব রাজী আছি। কখন যা'বেন বলুন?

ম্যানেজার ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া বলিল—তা'হ'লে বিকালের দিকে। বেলা চারটের পর বেরুনো যা'বে। আমি এখানকার সব ব্যবস্থা ঠিক্ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যেতে পারবো। যেতে আসতে ঘণ্টা দুই লাগবে, [illegible] otor যা'বে, রাস্তায় কোন' obstruction নেই। আপনার কোনও কষ্ট হ'বে না।

উমাশশী বলিলেন—সেই কথাই ভাল। ট্যাক্সি বলে' রাখ্‌বেন;

কেবল আপনি আর আমি যা'বো। শুনছি তিনি religious lady —বেশী ভেজাল করে' কায নেই। কী বলেন ?—

ম্যানেজার বলিল—হুঁ। তিনি নির্জ্জনেই বেশীর ভাগ থাকেন। তাহ'লে আপনি প্রস্তুত থাকবেন, আমি ঠিক্ সময়ে আপনাকে ডেকে নেব।—বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

বিনয়ের কিন্তু সে পরামর্শ মনঃপুত হইল না। ম্যানেজার চলিয়া যাইতেই সে বলিল—আপনি একলা সেই অতদূরে এই বিদেশী অচেনা লোকের সঙ্গে যা'বেন ? আমরা কেউ সঙ্গে না থাকলে—

উমাশশী তাহাকে থামাইয়া দিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন—তা'তে আর কী হ'য়েছে ? ভয় কী ? আমার ত আর elopementএর বয়েস নেই যে ভাবনা করছো ? দু' চারটে কথা কোয়ে একটু আলাপ করে' চলে' আস্‌বো। তোমাকে নিলেও পারতুম। তবে তুমি গেলে এদের দেখবে শুনবে কে ? জানি মিছে যাওয়া, সুনন্দা যে সেখানে যায় নি, সে মীমাংসা ত হ'য়েই গেছে।

লেডী চৌধুরীর একান্ত আগ্রহ দেখিয়া বিনয় আর বিশেষ আপত্তি করিতে পারিল না। সে কথা চাপা দিয়া ডালিয়া প্রভৃতির দিকে চাহিয়া বলিল—চল চানটানের জোগাড় করা যাক্। খেয়ে দেয়ে নিয়ে আমায় আবার ঘণ্টা দুত্তিনের জন্যে বেরুতে হ'বে।—বলিয়াই সে কাগজের বাণ্ডিলটা খুলিতে লাগিল।

সকালে ব্রেকফাষ্টের সময় তাহারা সমুদ্রে স্নান করিবার সম্বন্ধে বলাবলি করিতেছিল। কিন্তু কেহই রাজী হয় নাই। কারণ স্নান করিবার উপযুক্ত পোষাক কাহারও ছিল না। ইচ্ছা থাকিলেও, বাঙালীর

মত কাপড় পরে' গামছা কাঁধে নিয়ে,—সেই সায়েব মেম গিজ্‌ গিজ্‌ ক'রছে!—এই সব নানা আপত্তি তুলিতেছিল। কিন্তু এসে পর্য্যন্ত সমুদ্রে স্নান একদিনও হয় নাই। মনটা উস্‌খুস্‌ও করিতেছিল সকলের।

উমাশশী তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। তা'রপর যখন না যাওয়াই সাব্যস্ত হইল, তখন এক কথায় সকলকে খুসী করিয়া দিয়া বলিলেন—এই নে না বাবু টাকা, পাঁচটা নাবার পোষাকের আর কতই বা দাম? তোরা তাই পরে' রোজ সমুদ্দুরে চান্‌ করিস্‌। বলিয়াই তিনি খানকতক নোট বিনয়ের হাতে দিয়া বলিলেন—তুমি এদের সঙ্গে করে' নিয়ে গিয়ে Laid Lawর বাড়ী থেকে কিনে আন গে—

ডালিয়া বলিল—তোমার মামীমা? তুমি বুঝি নাইবে না?

উমাশশী বলিলেন—তোদের মত বয়সে আমি ঢের নেয়েছি। এখন নাইতে গেলে নাকে কানে জল ঢুকে যাবে। বিলেতে Sea-bath করবার জন্যে তিনি সমুদ্রের ধারে বাড়ী নিতেন। যা' তোরা Costume কিনে আন্‌ গে যা—

কাগজের বাণ্ডিলের মধ্যে স্নান করিবারই পোষাক ছিল। এখন সকলে মিলিয়া যে যাহার বাছিয়া লইয়া পরিধান করিতে গেল।

উমাশশী বলিলেন—বিনয়, তুমি নাকি কোথায় যা'বে বল্‌ছিলে?

বিনয় বলিল—হ্যাঁ। খেয়েই যাবো। আপনার বেরুবার আগেই হোটেলে ফিরে আসবো—

—দেখো বাবু, যেন দেরী করো না। শীতের বেলা।—বলিয়াই উমাশশী চিঠির কাগজ পোষ্টকার্ড লইয়া লিখিতে বসিলেন। এবং বিনয় প্রভৃতি স্নান করিতে চলিয়া গেল।

লেডী চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া হোটেলের ম্যানেজার যখন Spanish Missionএর পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব ছিল না। বৃদ্ধা নান্ এক গাছি লাঠির উপর ভর দিয়া বাটীর সম্মুখস্থ রাজপথে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতেছিলেন। উমাশশী গাড়ীর ভিতর হইতে দেখিলেন, তাঁহার বয়স প্রায় আশীর কাছাকাছি। মাথায় চুলগুলি শাদা ধবধবে। দেহের চর্ম্ম স্থানে স্থানে কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। একটিও দাঁত নাই। কিন্তু তথাপি সেই বৃদ্ধার দন্তহীন মুখমণ্ডলে কী এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত ভাব, দেখিলেই মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়—মস্তক আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে! প্রথম দর্শনেই স্মরণ করাইয়া দেয়—চিরকৌমার্য্য ও আজীবন ধর্ম্ম চর্চ্চার ফলেই এমন উদার গাম্ভীর্য্য আর শান্ত শ্রী সম্ভব।

একখানা মোটর ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই, বৃদ্ধা তাঁহার চশমার ভিতর হইতে বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া আগন্তুক দিগের পানে চাহিলেন।

ম্যানেজার টুপি খুলিয়া সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাহার পর লেডী চৌধুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিল।

পরিচয় শুনিবামাত্র বৃদ্ধার পূর্ব্বেকার সেই আত্ম সমাহিত ভাবটা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সহসা তাঁহার সেই বিস্মিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তিনি ক্ষণেক বিস্মিতের ন্যায় উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, হঠাৎ আনন্দে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—লেডী উমাশশী চৌধুরী! এখানে sea view হোটেলে যিনি রয়েছেন?

ম্যানেজার বলিল—হ্যাঁ ইনিই তিনি, সম্প্রতি এসেছেন।

বৃদ্ধা তখন তাঁহার গলায় একগাছি সোনার সরু হারের সঙ্গে গ্রথিত প্ল্যাটিনাম ধাতু নির্ম্মিত যে ক্রশটী ঝুলিতেছিল, সর্ব্বাগ্রে সেইটী তুলিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনবার চুম্বন করিলেন। তাহার পর উমাশশীর পানে চাহিয়া বলিলেন—Gracious God! আমিই কাল সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করবো মনে ক'রেছিলাম, আজ দেহটা বড় অবসন্ন বলে' যেতে পারিনি।

লেডী চৌধুরী অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যেতেন আমার কাছে? আপনি কি পূর্ব্বে আমার নাম শুনেছেন?

বৃদ্ধা বলিলেন—চলুন, চলুন, ভিতরে বস্‌বেন চলুন। অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনি ত ক্রীশ্চান্‌?

উমাশশী আরও আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—না। আমি আপনাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিনি বটে, কিন্তু যিশুক্রখৃষ্টকে চিরদিন অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। বিলাতে এবং এখানে আমার অনেক ক্রীশ্চান বন্ধু আছেন।

বৃদ্ধা নান্ একটু যেন কুণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন—ও! আপনি ক্রীশ্চান নন্? আমিই তা'হলে ভুল ধারণা ক'রেছিলুম। যাক্ সেকথা। আমার এই অপটু দুর্ব্বল দেহ নিয়ে আমি কোল্‌কেতায় গিয়েছিলুম আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে। অবশ্য সেখানে অন্য কাযও কিছু ছিল। তারপর শুন্‌লুম আপনি মাদ্রাজ এসেছেন—আমি গত রাত্রি ফিরে এসেছি।

তখন লেডী চৌধুরীর হঠাৎ সরকার প্রেরিত টেলিগ্রাফের কথা

স্মরণ হইল। তিনি অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধার একখানি হাত ধরিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার নামই কি তবে মার্গারেট্ ?

বৃদ্ধা উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। Sister Margaret—humble maid of Great Christ—

উমাশশী জিজ্ঞাসা করিলেন—কী জন্যে আপনি আমার কাছে গেছলেন—sister ?

—আসুন আপনারা, ঘরের ভিতর বসে' কথাবার্ত্তা কই—পথের মাঝে দাঁড়িয়ে বড় কষ্ট হ'চ্ছে আপনাদের—

বলিতে বলিতে সিষ্টার মার্গারেট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

ঘরের ভিতর মস্ত বড় একখানা পুরাতন টেবিল এবং খান কয়েক জীর্ণ চেয়ার ছাড়া আর কোনও গৃহসজ্জা বা আস্‌বাব ছিলনা। মার্গারেট স্বহস্তে দুইখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া লেডী চৌধুরীর পানে চাহিয়া স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন—আমি আপনার বালিগঞ্জের বাড়ী গিয়ে দেখে এসেছি আপনি একজন great lady—আপনাকে অভ্যর্থনা করবার মত আমার কিছুই নেই, আশা করি আপনি কোন বিষয়ে ত্রুটি নেবেন না।

উমাশশী বলিলেন—অমন করে' লজ্জা দেবেন না। জগতে নারীর জীবনে যা' শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আপনি তা'তেই আত্মসমর্পন করেছেন। ঐশ্বর্য্য আপনার মত নারীর চক্ষে অতি তুচ্ছ। আমি আপনার কাছে ঐশ্বর্য্য দেখ'াতে আসিনি। এসেছি অতি বিপন্ন হ'য়ে—

মার্গারেট আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন ? কী জন্যে আপনি নিজেকে এমন বিপন্ন বোধ ক'রছেন ?

উমাশশী বলিলেন—আমার কথা পরে হ'বে। আগে আপনি বলুন, কেন আপনি এই বয়সে—এত কষ্ট স্বীকার করে' আমার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে কোল্‌কেতায় গিয়েছিলেন? আর আমার নামই বা আপনি পেলেন কা'র কাছে?

মার্গারেট বলিলেন—সে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! আজও আমি তা'র মীমাংসা করে উঠ্‌তে পারিনি। কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন বৈকালে বেড়া'তে বেরিয়ে আমি একটি মেয়েকে অতি মুমূর্ষু অবস্থায় পথে কুড়িয়ে পাই। মন ভাল ছিল বলে' সেদিন আমি অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। পথেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়,—আর আকাশে মেঘ দেখা দেয়, একটু একটু বৃষ্টিও পড়তে সুরু হয়। অন্ধকারে পথ চিনে তাড়াতাড়ি কোনও রকমে ঘরে ফিরছিলুম, এমন সময় পথের পাশে একটা গাছ তলায় হঠাৎ গোঙানী শব্দ শুনতে পেয়ে কাছে গিয়ে দেখি একটী স্ত্রীলোক পড়ে পড়ে কাত্‌রাচ্ছে,—আমি তা'র গায়ে হাত দিতেই কিন্তু সে চুপ করলে। অনেক ডাকাডাকি করেও আর তা'র সাড়া পেলুম না। বড় ভয় হল! সে অবস্থায় পথের মাঝে কী করবো ভাবছি, এমন সময় দেখি জন চেরেক লোক তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরছে। তা'রা চাষী—হাটে গিছলো। ঈশ্বরের নাম নিয়ে অনেক অনুরোধ করে' তাদের রাজী করলুম। তা'রা ধরাধরি করে' স্ত্রীলোকটীকে এখানে পৌঁছে দিলে।

লেডী চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কতটা পথ?—কতদূরে আপনি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?

—মাইল খানেক হ'বে। বখসিস্‌ দিতে চেয়েছিলুম, তারা নিলেনা।

তাড়াতাড়ি চলে' গেল। মিশনারীর কাযে ঘুরে একটা জিনিষ প্রত্যক্ষ করেছি—common folk have more common sense and better hearts, my lady! সে কথা যাক্। তা'রা চলে' যাবার পর ঘরে আলো জেলেই আমি কিন্তু স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম—আমার মাথা ঘুলিয়ে গেল!

—কেন সিষ্টার?—

—দেখলুম স্ত্রীলোকটীর বয়স খুব কম। আর সে আসন্নপ্রসবা! কোনও জ্ঞান নেই—

চকিত দৃষ্টিতে লেডী চৌধুরীর পানে একবার চাহিয়াই ম্যানেজার বলিল—এ খবর ত আমি আপনাকে আগেই দিয়েছিলুম।

মার্গারেট্ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কি এর পূর্ব্বে এখানে এসেছিলেন কোন দিন?

উমাশশী উত্তর দিলেন—হ্যাঁ। আমি গত সপ্তাহে ম্যানেজারকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলুম।

—আমার কাছে? এ অঞ্চলে ত কোনও ভদ্রলোককেই ত বহুদিন আস্‌তে দেখিনি। মিশনের কায যখন চল্‌তো, তখন বরং অনেকেই আসতেন। আপনি আমার কাছে কেন পাঠিয়েছিলেন?

উমাশশী বলিলেন—আমার এক আত্মীয়ের কন্যা—সে আমার মেয়েরই মত, এখানকার একটী নার্সিংহোমে রুগ্নাবস্থায় পড়ে' আছে শুনে আমি তা'কে বাড়ী নিয়ে যাবো বলে' এসেছিলুম।

—তা'কে পেয়েছেন? কোথায় সে আছে?

—সেইটাই দুঃখের বিষয়। কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছিনা।

—একেবারে খুঁজে পাচ্ছেন না? কী আশ্চর্য্য! তা'র নাম কি বলুন দিকি?

—সুনন্দা বোস্। প্রফেসর বোসের স্ত্রী। তা'র স্বামী তা'কে অসুস্থাবস্থায় রেখে চলে' গেছে। প্রফেসর বোস ও ক্রীশ্চান—

—ও সে অন্য লোক। বোধ হয় কোনও গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় নেছে। পাওয়া যা'বে নিশ্চয়ই। আমি যার কথা বল্‌ছি এও christian girl, তা'র অনেক প্রমাণ পেয়েছি। হাতে marriage ring ছিল। wretched হ'লেও গায়ে English costume ছিল। নাম মিসেস্ ব্যানার্জি। একথা সে মৃত্যুর এক মুহূর্ত্ত আগে স্বীকার করে' গেছে।

উমাশশী বলিলেন—সে সব আমি আগেই শুনেছি। প্রসব করাবার সময় সে মারা গেছে তা'ও শুনিছি। কিন্তু আমার নাম আপনি কেমন করে' জানতে পারলেন তা'তো কই বল্লেন না?

মার্গারেট জবাব দিলেন—বলছি মৃত্যুর পর তা'র পকেট থেকে একটা টা'কা কয়েক আনা পয়সা, আর এক টুকরো কাগজ পাওয়া গিছলো। সেই কাগজে পেন্সিলে লেখা ছিল—Before my Creator I Confess Mr. Banerji to be the father of the child —whom I barein my womb.

উমাশশী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—এ confessionএর মানে কি Sister?—তবে কি তাদের বিবাহ হয়নি?

মার্গারেট বলিলেন—বল্‌তে পারিনে। সে যাই হোক্, আমি কিন্তু তা'র দেহ ক্রীশ্চান্ ধর্ম্মানুসারে সমাধিস্থ করেছি—

অতিশয় ব্যাগ্রভাবে উমাশশী জিজ্ঞাসা করিলেন—তা'তো করেছেন। তাহ'লে কি সে কাগজে আমারও নাম ছিল?

ধীর কণ্ঠে মার্গারেট্ জবাব দিলেন—না। দেখুন, আপনি এখনও তাঁকে সুনন্দা বলে' মিছে সন্দেহ করছেন! সে কাগজে ওই কটা কথা ছাড়া আর কিছু ছিলনা। অত ব্যস্ত হ'চ্ছেন কেন? আমিত সব কথাই আপনাকে বলছি।

উমাশশী কোনও উত্তর না দিয়া অধীর আগ্রহে বৃদ্ধার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। সন্দেহের কোনও কারণ না থাকিলেও, কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় তাঁহার বুকের ভিতর স্পন্দন হইতেছিল।

সিষ্টার মার্গারেট বলিতে লাগিলেন—ভোর রাত্রে মেয়েটী মারা যায়। বৈকালে তা'র কবর হয়। মনটা আমার বড়ই খারাপ ছিল রাত্রে একটুও ঘুমুতে পারিনি। পরদিন সকালে যখন এই ঘরে বসে চা পান করছি' সেই সময়—যা'রা সেই মেয়েটীকে বয়ে' এনেছিল—তাদের মধ্যে দু'জন এসে আমার হাতে খামে আঁটা একখানা চিঠি দিয়ে বল্লে—খানিকটা তফাতে পথের মাঝে তারা সেখানা কুড়িয়ে পেয়েছে।

বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া উমাশশী বলিলেন—চিঠি!—খামের ওপর কারো address আছে?

মার্গারেট বলিলেন—আছে বৈকি। সেইটাই mistry! I couldn't solve.

পেন্সিলে লেখা আছে—Lady Chowdhury of Calcutta—এঁ্যা! কই দেখি দেখি,—চিঠিখানা দেখি?—বলিতে বলিতে উমাশশী

প্রায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিলেন—সে চিঠিতে আর কী লেখা আছে Sister?

বৃদ্ধা নান্ অত্যন্ত বিরক্তি পূর্ণ স্বরে বলিলেন—আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে সে চিঠি খুলে দেখ্‌বার আমার কোন অধিকার ছিল না।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া উমাশশী বলিলেন—আমায় মার্জ্জনা করুন সিষ্টার,—আমিও বৃদ্ধা; তা'ছাড়া বহুদিন থেকে মন আমার বড়ই বিচলিত,—মাথারও কোনও ঠিক নেই। মেয়েটীকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসি কি না, তাই এতটা অস্থির হ'য়ে পড়েছি। এতক্ষণে বুঝ্‌তে পেরেছি—সেই চিঠিখানা দেবার জন্যেই আপনি আমায় খুঁজছেন। তাই কোল্‌কেতায় গিয়েছিলেন—বলিয়াই তিনি আবার চেয়ারে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

সিষ্টার মার্গারেট্ ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া চাকরকে ডাকিয়া আলো দিতে বলিলেন। তাহার পর নিজের আসনে ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে চিঠি বাহির করিয়া উমাশশীর হাতে দিয়া বলিলেন—এ চিঠি আপনারই, তা'তে কোনও সন্দেহ নেই। আপনিই যে লেডী চৌধুরী, সে কথা কোল্‌কেতায় গিয়ে আমি শুনিছি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মান্দ্রাজের এ অঞ্চলের এই solitary পথের মাঝখানে কেমন করে' এ চিঠি এল! কোল্‌কেতায় আমার একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল, তাই যা'বার সময় আপনাকে দেবার জন্যেই চিঠিখানা সঙ্গে নিয়েছিলুম।

লেডী চৌধুরীর কানে সে কথার একটাও পৌঁছিল না। তিনি অন্ত

মনস্কা হইয়া—দরজার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। ম্যানেজারেরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

ইতিমধ্যে মার্গারেটের চাকর একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। আলো আসিবামাত্র লেডী উমাশশীর খামের উপরকার ঠিকানা না পড়িয়াই সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

অত্যন্ত দীর্ঘ পত্র।—ছ'খানা চিঠির কাগজের আট পৃষ্ঠা ভরা—এবং সমস্তটাই পেন্সিলে লেখা। উমাশশীর চোখে তখনও ধাঁধা ছিল। তারপর চোখের ঝাপ্‌সাটা কাটিয়া গেলে, হস্তাক্ষরের উপর যখন নজর পড়িল, তখন তিনি উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন—sister—sister—এ যে আশার অধিক—! যা'র জন্যে এখানে আমার আসা, এ যে সেই সুনন্দারই হাতের লেখা!

মার্গারেট্‌ এবং ম্যানেজার উভয়েই বিস্মিত নেত্রে উমাশশীর পানে চাহিলেন। উমাশশী বলিলেন—হয় ত তাড়াতাড়ি 'ডাকে' দেবার জন্যে পেন্সিলে লিখে পকেটে রেখেছিল, কোন্ সময় পড়ে' গেছে। লেখবার সময় তাড়াতাড়িতে তারিখ দিতে পর্য্যন্ত ভুলেছে! এইবার তা'র সন্ধান পাওয়া যা'বে—বলিতে বলিতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া চিঠিখানা দেখিতে লাগিলেন।

মার্গারেট বলিলেন—Really wonderful, Great Jesus Christ be Thanked—oh! my lady!—বলিয়াই তিনি পুনরায় গললগ্ন ক্রশ তুলিয়া চুম্বন করিলেন।

ম্যানেজার সেই সময় দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—এইবার নিশ্চয়ই তাঁর সন্ধান মিল্‌বে। আপনি তাহ'লে বসে' বসে' পড়ুন; ওতে

এমন কথাও থাকৃতে পারে, হয়তো আমাদের তা শোনা উচিত নয়।

উমাশশী অধীরভাবে হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন—দাঁড়ান্ মিষ্টার ম্যানেজার যাবেন না, একটু অপেক্ষা করুন। একটু কথা আছে।

ম্যানেজার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বলুন কী করবো?

লেডী চৌধুরী চিঠির উপরই চোখ রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—এ পড়তেও আমার অনেক সময় লাগবে। তা'ছাড়া দেহও আমার বড় আসন্ন হ'য়ে পড়েছে। তাহার পর চোখ তুলিয়া ম্যানেজারের দিকে চাহিযা বলিলেন—রাত্রিও হ'য়ে এল, তারাও সেখানে ছট্‌ফট্ করছে। চলুন আমরা হোটেল ফিরে যাই। একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে সেখানে চিঠিখানা পড়বো। বলিতে বলিতে তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া সিষ্টার মার্গারেটের দুইখানা হাত ধরিয়া বলিলেন—এই চিঠির জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভাগ্যে আপনার হাতে পড়েছিল—

মার্গারেট্ উমাশশীর কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এতে 'আমাকে ধন্যবাদ দেবার কিছুই নাই৷ সে যা' হোক্,—আপনি খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, আরও খানিক এখানে বিশ্রাম করুন। কেবলমাত্র পরিচয়টুকু ছাড়া আপনার সঙ্গে ত আমার কোনও কথাই হ'লনা। আজ রাত্রে এইখানেই আতিথ্য গ্রহণ করুন।

উমাশশী বলিলেন—আজকের দিনটা আমায় মার্জ্জনা করুন। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আর একদিন এসে আপনার অতিথি হ'ব।

আপনি জানেন না,—সেখানে আরও অনেকগুলি প্রাণী এই খবরটুকুর জন্যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে—

সিষ্টার মার্গারেট্ আর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাদিগকে ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়া উভয়ের সহিত করমর্দ্দন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

—বাইশ—

হোটেলে ফিরিতে তাঁহাদিগের প্রায় রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। আসিয়াই উমাশশী শুনিলেন, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ডিনার খাইয়া বিনয় সকলকে লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে। ম্যানেজার বলিল,—বোধ হয় beachএর দিকেই গেছেন তাঁ'রা, ডেকে আন্‌তে লোক পাঠাবো কি?

উমাশশী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—না। প্রয়োজন নেই। কতক্ষণ আর বাইরে থাক্‌বে তারা? আমি বরং এই বেলা সুনন্দার চিঠিখানা পড়ে ফেলি;—আস্‌বামাত্র সকলকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দেব।—বলিয়াই তিনি নিজে নিজেই একটুখানি হাসিলেন—তাহার পর ম্যানেজারকে বলিলেন—আপনি এইবার আমার জন্যে সামান্য কিছু খাবার পাঠিয়ে দিন্—বেশী দেবেন না—খেতে পারবো না। পেট আমার এখন ফুল্‌ছে। আর দেখুন—ওই সঙ্গে আগে এক কাপ্ গরম চা' দিলে বড় উপকার হয়।

—Very well my lady!—আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

—বলিয়াই ম্যানেজার অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। লেডী চৌধুরীও হাত মুখ ধুইবার জন্য গোসলখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মুখ, হাত ধুইয়া, কাপড় চোপড় ছাড়িয়া, বাহিরে আসিয়াই তিনি দেখিলেন, ইতিমধ্যে একজন খানসামা একখানি ছোট টেবিলের উপর এক পেয়ালা সধুম চা' ও আহার্য্য সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে টেবিলের নিকট হইতে সরিয়া তফাতে দাঁড়াইল। উমাশশী যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আহারাদি সারিয়া লইলেন।

খানসামা টেবিল পরিষ্কার করিয়া চলিয়া যাইবার পর লেডী চৌধুরী নিকটস্থ একখানা আরাম কেদারায় উপর নিজের দেহটা সম্পূর্ণ এলাইয়া দিয়া পকেট হইতে সুনন্দার পত্রখানা বাহির করিলেন।

লেডী চৌধুরী উপস্থিত সেই দীর্ঘ পত্র পাঠ করিতে থাকুন। আমরা এই অবসরে পাঠক পাঠিকাগণকে সঙ্গে লইয়া একবার কলিকাতার সেবা সদনে গিয়া সেখানকার সংবাদ লইয়া আসি।

উমাশশী যে সময় Spanish Nursing Homeএ বসিয়া কেবল মাত্র সুনন্দার হস্তাক্ষরটুকু দেখিয়াই—তাহাতে কী আছে না আছে পাঠ না করিয়াই—আনন্দে আত্মহারা হইয়া ম্যানেজারের সহিত Sea View হোটেলে ফিরিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় সুদূর কলিকাতার সেবা সদনের ফিমেল ওয়ার্ডে বিনয়ের স্ত্রীকে লইয়া একেবারে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। এবং তাহা ছাড়া আরও একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

সেইদিনই দুপুর বেলায় ঘুম ভাঙিয়াই হঠাৎ নিরুপমার কাঁপুনী দিয়া প্রবল জ্বর হইল। বারুইপুরে থাকিবার কালীন ইদানীং তাহার জ্বর এক রকম বন্ধই হইয়া গিয়াছিল;—একটু আধটু যাহা হইত, তাহা তেমন উল্লেখ যোগ্য নয়। অন্যান্য ব্যাধিতে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া গিয়াছিল।

আজ অকস্মাৎ নিরুপমার সেইরূপ প্রবল কম্প, জ্বর, ও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শ্বাস কষ্ট হইতে দেখিয়া, ডাক্তার গাঙ্গুলী অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এবং তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার নাড়ী বুক, পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ নিরুপমাকে একটা ইঞ্জেক্‌সন্ দিলেন। তাহার পর সতীশকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন—এ অবস্থায় তোমার পেসেণ্টকে ত আর X' Ray নেয়া হ'তে পারেনা, দেখ্‌ছো ত? আগে এ ভাবটা সামলে উঠুন্, তা'রপর ভেবে চিন্তে কাল যা' হয় করা যা'বে—

এই বলিয়াই তিনি স্বেচ্ছাসেবিকাগণকে যথারীতি তদ্বির করিবার ও বিশেষরূপ সাবধান থাকিবার উপদেশ দিয়া, অন্য ওয়ার্ডে রোগী দেখিতে চলিয়া গেলেন।

পরেশ তখনও বাসা হইতে ফিরে নাই। মণ্টু একাকিনী শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে রাজ্যের দুর্ভাবনা লইয়া, নিরুপমার শয্যা পার্শ্বে বসিয়া, তাহার মস্তকে আইস্ ব্যাগ্ চাপাইয়া নার্সদিগের সাহায্য করিতে লাগিল। ডেপুটীবাবুর বাসা হইতে যথাসময়ে তাহার আহার্য্য আসিল, কিন্তু সে উঠিলও না, অথবা এক মুষ্টিও অন্ন গ্রহণ করিল না। অপরাহ্ন বেলায় পরেশ এবং স্বেচ্ছাসেবিকাগণ তাহাকে এক

প্রকার জোর করিয়াই কাপড় চোপড় ছাড়াইল, এবং কিছু ফলমূল ও মিষ্টান্ন আহার করাইল। সেবাসদনের স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সকলেই বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরের মেয়ে। অনেকেই আবার মণ্টুর প্রায় সমবয়স্কা; —কাযে কাযেই তাহাদিগের সহিত ক্রমশঃ মণ্টুর বেশ আলাপ পরিচয় জমিয়া উঠিল। এবং সারাদিন একত্রে থাকার ফলে কথায় বার্ত্তায় দু'চারটে ঘরের কথাও বাহির হইয়া পড়িল। সেই সঙ্গে বিনয়ের নামও জড়িত ছিল—এবং একটু একটু করিয়া তাহার চালচলন, ব্যবহার, সবই প্রকাশ হইতে লাগিল। নিরুপমা জ্বরে বেহুঁস্ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই কোনও কথা বাধে নাই, কারণ তাহার শুনিবার মত চেতনা ছিলনা। ডিউটী হিসাবে সতীশ মাঝে মাঝে আসিয়া সেখানকার সংবাদ লইয়া যাইতেছিল—এবং একজন স্বেচ্ছাসেবিকাকে ডাকিয়া কী সব জিজ্ঞাসা করিতেছিল। পরেশও সময়ে সময়ে আসিয়া মণ্টুর দিকট দাঁড়াইয়া নিরুপমার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

সারা দিনটা এমনি করিয়াই উৎকণ্ঠায় ও উদ্বেগে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হয় হয়,—এমন সময় ফিমেল ওয়ার্ডের গাড়ী বারাণ্ডার সম্মুখে একখানি 'বেবি অষ্টিন্' কার আসিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। গাড়ীখানা দেখিয়াই ডাক্তার গাঙ্গুলী সেখানে ছুটিয়া আসিলেন—সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন নার্সও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে গাড়ীর ভিতর হইতে একটা প্রকাণ্ড পুঁট্‌লী লইয়া মুখে নানারূপ বিরক্তিজনক শব্দ করিতে করিতে সুধার মা নামিল। তাহার পর দুইজন স্বেচ্ছাসেবিকা সুধার হাত ধরিয়া তাহাকে নামিবার

সাহায্য করিল। সুধার গায়ে একখানা শাল এলোমেলোভাবে জড়ানো ছিল। সে যেন সেখানাও সামলাইতে পারিতেছিল না,—এমনি ভাবে কোনও দিকে দৃষ্টিক্ষেপ না করিয়াই নার্সদিগের কাঁধে ভর দিয়া, ধীরে ধীরে সিঁড়ী কয়টা ভাঙ্গিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার গাঙ্গুলীর আদেশ মত পূর্ব্ব হইতেই সুধার জন্য একটা স্বতন্ত্র শয্যা প্রস্তুত ছিল, স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সুধাকে সন্তর্পণে লইয়া গিয়া সেই শয্যায় শয়ন করাইয়া দিল। একজন সহাস্যে মিষ্টমুখে বলিল আহা! বড় কষ্ট পাচ্ছ, মুখখানি শুকিয়ে গেছে! এখন খানিকটা শোও ভাই,—পার ত একটু ঘুমিয়ে নাও, তারপর দেখা শোনা হ'বে।

সুধা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া কেবল তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। কোনও কথা বলিল না, অথবা বলিবার শক্তি ছিলনা।

তাহার মা' বলিল—আমাকে তোমরা আমার মেয়ের কাছে সব সময় থাক্‌তে দেবে ত গো বাছা? নইলে আমি টি'ক্‌তে পারবোনা —তা' বলে রাখছি।

ডাক্তার গাঙ্গুলী। নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন, বলিলেন—বেশ ত এখন থাকুন না খানিকক্ষণ। ঘণ্টা দুই পরে ওই ঘরে একজন মেয়ে ডাক্তারকে দিয়ে আপনার মেয়েকে পরীক্ষা করাবো,—সেখানে আপনি থাক্‌তে পাবেন না। সারাদিনই তেম্নি বমি ক'রছে?— পেটের ব্যথা একটুও কমেনি?—

সুধার মা' উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন স্বেচ্ছাসেবিকা অতি ক্ষিপ্র হস্তে একটা বেড্‌প্যান্ সুধার মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল, সুধা পাশ ফিরিয়া শুইয়া, বুকে হাত চাপিয়া ধরিয়া, থাকিয়া থাকিয়া

বমি করিতে লাগিল। তাহার মা' তাহার পিঠে ও মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সে সময় সে ওয়ার্ডে বেশী রোগিণী ছিলনা। যাহাও ছিল এদিক ওদিক দূরে দূরে ছড়ানে ছিল। নিরুপমার শয্যা অতি নিকটে থাকার জন্য, মণ্টু ইহাদিগের আসা এবং কথাবার্ত্তা সমস্তই শুনিতে পাইতেছিল। বমির শব্দে সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া সুধার নিতান্ত কচি বয়স ও মুখখানি দেখিয়া আপনা আপনি কেমন তাহার পানে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সুধা তখনও বালিশের উপর লুটাইয়া পড়িয়া হাঁপাইতেছিল।

ডাক্তার গাঙ্গুলী একজন নার্সকে বলিলেন—একটু একটু fruit juice মাঝে মাঝে দিও। খুব কম, এক এক ড্রাম আন্দাজ;—আর মেজার গ্লাসটা প্রতিবারই বরফের ওপর বসিয়ে রেখে ঠাণ্ডা করে' নিও, বুঝলে? নইলে পেটে তলা'বেনা। বলিয়াই তিনি সুধার নাড়ীটা পরীক্ষা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে পা' ফেলিয়া নিরুপমার কাছে গিয়া ষ্টেথোস্কোপের দ্বারা আর একবার খুব মনোযোগের সহিত তাহার হার্ট পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন'। দরজার নিকট সতীশ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন—বিশেষ সুবিধা বুঝ্‌ছিনা, একেবারে মেরে এখানে পাঠিয়েছে! কী ভাবে terminate করে কে জানে!—

সুধা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিল, ডাক্তারের কথাগুলি তাহার কানে গেল, কিন্তু কাহার উদ্দেশে তিনি বলিলেন, তাহা বুঝিতে পারিল না। চাহিতেই নিরুপমার পানে তাহার দৃষ্টি পড়িল।

তাহার মা একজন নার্সকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাগা বাছা, ডাক্তার ও সব কেন বল্লেগা? এই ঘরেই তোমাদের সব মড়া টড়া কাটে নাকি!

নার্স অবাক্ হইয়া সুধার মা'র দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া জবাব দিল—কে বল্লে আপনাকে এখানে মড়া কাটা হয়? বেশ লোক ত আপনি!

সুধার মা' মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল—বল্‌বে আবার কেগা বাছা! চিরকালই ত শুনে আস্‌ছি হাঁসপাতালে ঐসবই হয়,—তাই এখানে রুগী এলে বাঁচেনা, সহজে কেউ পাঠাতেও চায় না!—বলিয়াই কী ভাবিয়া নিজে নিজেই হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া আবার বলিতে লাগিল—তা' সে যাই হোক্ বাছা, আমার মেয়ের তেমন শক্ত রোগ নয় এই যা' রক্ষে! তোমাদের ওই ডাক্তারই সকালে আমাদের বাড়ী ব'সে বল্লে, সাতদিনের ভেতর আরাম করে' ঘরের মেয়ে ঘরে পাঠিয়ে দেব। তাই শুনেই না কর্ত্তা এখানে পাঠা'তে রাজী হ'ল।

মণ্টু নিরুপমার শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, ম্লান মুখে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার মেয়ের কী অসুখ মা?

সুধার মা' একবার মণ্টুর আপাদমস্তক বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, তাহার পর বলিল—কে জানে বাছা ডাক্তাররাই এখনও রোগ ধরতে পারেনি। এই একমাসে কিছু না হ'বে আটশোখানি টাকা জলের মত বেরিয়ে গেছে! রোগের মধ্যে ওই—পেটে কিচ্ছুটী তলায় না—কেবল বমি আর বমি! দুধের ত নামটী পর্য্যন্ত করবার জো

নেই! ডাক্তারেরা যা' বলেছে তাই করেছি! আমাদের বাড়ী শান্তিপুরে —বোষ্টমের দেশ, গলায় তুলসীর মালা আছে বাছা,—তবুও রোজ দু'বেলা দু'টো করে' সেই নাম করতে নেই, পাখীর ডিম খাইয়েছি— পেস্তা বাদামের ত কথাই নেই—যা'তে না দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে! তবুও বমি বন্ধ হয়না! আর মেয়ে যেন দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে!

মণ্টু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা নেহাৎ ছেলেমানুষ, —বে' পর্য্যন্ত এখনও হয়নি! এ কী রোগ বাবু! ডাক্তাররা ধরতে পারলে না?

সুধার মা বলিল—কৈ আর পারলে বাছা। ক'দিন থেকে অল্প অল্প জ্বর হ'চ্ছে—পেটের মধ্যে থেকে থেকে একটা বেদনা হ'চ্ছে! হাত পা'র চেটোগুলিও যেন ফুলো ফুলো মনে হচ্ছে—

কানের কাছে এই সব কথাবার্ত্তা সুধার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। সে অত্যন্ত বিরক্তির সহিত—'উঃ আঃ' করিয়া পিছন ফিরিয়া শুইয়া অস্ফুট স্বরে কাত্‌রাইতে লাগিল।

মণ্টু উঠিয়া আসিতেই একজন স্বেচ্ছাসেবিকা নিরুপমার মাথায় আইস্‌ব্যাগ্‌টা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং আর একজন ফিডিং কাপে করিয়া ধীরে তাহার মুখে অল্প অল্প দুধ ঢালিয়া দিতেছিল। সুধা এক একবার সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কেমন যেন একটা আকর্ষণ!—অথচ ইহার কোনও অর্থ নাই—কস্মিনকালে উভয়ের দেখাশোনাও নাই। নিরুপমা ঘুমাইতেছিল।

সেই সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে গোবিন্দ বসাক এবং শ্যামল আসিয়া

দাঁড়াইল। সুধার মা' জিজ্ঞাসা করিল—তোমাদের এত দেরী কেন গা? 'বাস্' গাড়ীতে এলে বুঝি? হ্যাঁগা, ঘরে দোরে তালা দিয়ে এসেছ ত? কোল্‌কেতার শহর— ছিষ্টি ছড়ানো রয়েছে।

তাহারা অনেকক্ষণ আসিয়াছিল। আপিস ঘরে দরখাস্ত পেশ্‌ করিতে ও নাম ধাম লিখাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। গোবিন্দবাবু সে সব কিছু না বলিয়া সুধার মা'কে বলিলেন—ঘরের কথা এখন মন থেকে মুছে ফেল, সে সব ঠিক আছে। দোকানের দু'জন লোককে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখে এসেছি।

একজন নার্স তাড়াতাড়ি তাহাদের নিকট আসিয়া চাপা গলায় বলিল—এখানে গোলমাল ক'রবেন না। রুগীরা ঘুমচ্ছে। দয়া করে' বাইরে গিয়ে বসুন। ডাক্তারবাবু দেখলে বক্‌বেন—

গোবিন্দ বাবু বলিলেন—এখুনি চলে' যাচ্ছি মা, কোনও গোলমাল করবো না।—তাহার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—এখন তোমাদের হাতে তুলে দি'ছি—যা বলবে তাই করবো। মেয়েটাকে আমার ভাল ক'রে দাও, সবাইকে পঞ্চাশ টাকা করে' পুরস্কার দেব।

অপর একজন স্বেচ্ছাসেবিকা মৃদু কণ্ঠে বলিল—সে জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। পুরস্কারের লোভে আমরা কায করি না মশাই—

গোবিন্দ—না মা' না, সেকি আর জানিনে। তোমরা আমার মেয়ের মত তাই বলেছি। এখানে এনে ভাবনার আর অন্ত নেই। ভাবনার আর অন্ত নেই।

সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে স্বেচ্ছাসেবিকা বলিল—কিছু ভাববেন না আপনি। বাড়ীর চেয়ে এখানে চিকিৎসা তদ্বির খুব ভালই হ'বে। কী আর এমন

শক্ত অসুখ হ'য়েছে আপনার মেয়ের? শীগ্‌গীরই সেরে যা'বে দেখবেন। এর চেয়ে ঢের বেশী শক্ত রোগ ওঁর—বলিয়াই সে নিরুপমাকে দেখাইয়া দিল।

—তাই বল মা, তাই বল—বলিতে বলিতে শ্যামলের হাত ধরিয়া গোবিন্দ বাবু চলিয়া যাইবার জন্য দরজার বাহিরে পদার্পণ করিয়াই ডাক্তার গাঙ্গুলী ও সতীশের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, তাঁহারা সেই খানেই আসিতেছিলেন। গাঙ্গুলী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—এখানে কেন আপনারা? আস্‌তে মানা করলাম, তবু এসেছেন? যা'ন্‌ আপিস্‌ ঘরে বসুন গে।—তাহার পর শ্যামলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমিও ত বেশ ছোক্‌রা হ্যা? young man, কলেজে পড়ছো,—বুড়ো বাপ্‌কে কোথায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘরে রেখে আসবে, তা' না এখানে পর্য্যন্ত সঙ্গে করে' এনেছ! তুমিই খবরাখবর গুলো নেয়া দেয়া করোনা—ওঁকে আর কষ্ট দাও কেন?

শ্যামল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আজ্ঞে না, এখুনি আমি বাবাকে বাড়ীতে রেখে আস্‌ছি। সেই জন্যে গাড়ী ছেড়ে দিই নি।

ডাক্তার গাঙ্গুলী সে কথায় আর কান না দিয়া, হাতের ঘড়ীটা] একবার দেখিয়াই, সতীশকে সঙ্গে করিয়া ওয়ার্ডের ভিতর চলিয়া গেলেন।

—তেইশ—

রাত্রি দশটার পর বাহিরের 'কল্' সারিয়া মিসেস্ হেমাঙ্গিনী বাসায় আসিয়া পৌঁছাইতেই তাহার চাকর সেলাম করিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল। খামের উপরে 'very urgent' লেখা দেখিয়াই হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি সেখানা ছিঁড়িয়া দেখিল—রেসিডেণ্ট্ সার্জ্জন ডাক্তার গাঙ্গুলী তাহাকে জরুরী তলব করিয়াছেন। মিসেস্ হেমাঙ্গিনী বিলাতী পাশ করা উচ্চ শিক্ষিতা ধাত্রী। কর্ত্তৃপক্ষরা সেবাসদনের মধ্যেই তাহাকে থাকিবার কোয়ার্টার দিয়াছেন। বেতনও উচ্চ—এবং খাতিরও যথেষ্ঠ। শহরের অনেক বড় বড় ধনী পরিবারের বাড়ীতেও তাহার যাতায়াত আছে—ফিস্ও মোটা।

চিঠি পড়িয়াই হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া গেল। ফিমেল ওয়ার্ডের পশ্চাতে—অনতিদূরেই তাহার বাসা এবং প্রয়োজন মত শীঘ্র যাতায়াতের জন্য ভিতর দিয়া স্বতন্ত্র পথও ছিল।

সেখানে উপস্থিত হইয়াই ডাক্তার গাঙ্গুলীকে দেখিয়া হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল—কী জন্যে ডেকেছেন স্যার ?

ডাক্তার সুধাকে দেখাইয়া বলিলেন—ওই মেয়েটীকে একবার পরীক্ষা ক'রতে হ'বে। এস তোমায় সব বুঝিয়ে বল্‌ছি। very doubtful—বলিয়াই তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া হলের পার্শ্বে একটা কাঠের পার্টিশন্ দেওয়া স্বতন্ত্র কামরার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কোনও স্ত্রীলোককে ধাত্রী দ্বারা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করাইবার প্রয়োজন হইলে, সেই কামরা ব্যবহৃত হইত। সেখানে স্ত্রী-রোগের চিকিৎসার যাবতীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত।

তাহারা চলিয়া গেলে, নিরুপমার একজন শুশ্রূষাকারিণীকে নিকটে ডাকিয়া, বাহিরের গাড়ী বারাণ্ডার একধারে লইয়া গিয়া, সতীশ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—তা'রপর আর কিছু শুন্‌লে?

নার্স উত্তর দিল—আর শোন্‌বার কী আছে সতীশবাবু? নিরুপমা আপনার পরিচিত সেই বিনয় বাবুরই স্ত্রী—তাতে আর সন্দেহ নেই। আর সঙ্গের মেয়েটী বিনয়ের বোন্‌। ওরই বাড়ীতে স্ত্রীকে রেখে, বিদেশে চাক্‌রী করতে যাই বলে, বৎসরাবধি সে নিরুদ্দেশ। স্বামী লেখাপড়া জান্‌লেও অমানুষ। স্ত্রী একটী দিনের জন্যেও সুখী করতে পারেনি,—নিত্যি অভাব—আর নেই নেই;—পেটে একটা ছেলেও হ'য়েছে। ভেবে ভেবে আর রোগে ভুগে ভুগে এই দশা!—হয়তো বাঁচ্‌বেও না!

দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া সতীশ বলিল—Scoundrel! A born cheat! সে ছেলে এখন কোথায়? তা'র বয়েস কত?

নার্স বলিল—ঠিক্‌ বল্‌তে পারিনা—বছর চার পাঁচ হ'বে। আপনার বন্ধু ডেপুটীবাবুর স্ত্রী তা'কে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিজের কাছে রেখেছেন। বোধ হয় কাল সকালে তিনি নিরুপমাকে দেখ্‌তে আসবেন।

সতীশ অনেকক্ষণ ধরিয়া অধোবদনে পায়চারী করিতে করিতে কী ভাবিল। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়াই নার্সকে বলিল—

আচ্ছা, তুমি যাও—রুগীর কাছে বসো গিয়ে—আমি আস্‌ছি।—বলিয়াই সে হন্‌ হন্‌ করিয়া আপিস ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া শুশ্রূষাকারিণীরও কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না। চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে গিয়া নিরুপমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। গিয়া দেখিল, ঘুমের ঘোরেই নিরুপমা একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিল—এবং দু' একটা অস্পষ্টস্বরে কী যেন বলিল, ঠিক বুঝিতে পারা গেলনা। জ্বর কমিয়া আসিতেছে।

সেই সময়েই পাশের কামরা হইতে ডাক্তার গাঙ্গুলী বাহিরে আসিলেন। এবং হেমাঙ্গিনী দুইজন নার্সের সাহায্যে অতিশয় যত্ন সহকারে সুধাকে তুলিয়া পুনরায় সেই কামরার ভিতর লইয়া গিয়া, একখানা মস্ত বড় কাঁচের টেবিলের উপর তাহাকে শয়ন করাইয়া দিল।

সুধার মা'ও উঠিয়া তাহাদিগের সহিত যাইতেছিল। কিন্তু ডাক্তার তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—আপনি এইখানেই থাকুন, কোনও ভয় নেই। উনি একজন বিলেত ফেরৎ পাকা দাই। আপনার মেয়েকে ওঁর দ্বারা পরীক্ষা করাবো বলেই পাঠিয়ে দিছি। আমি নিজেও ওঘরে যাবোনা। ওর মুখের কথা শুনে তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'বে।

খানিকটা বকাবকি ওজর আপত্তির পর সুধার মা' নিরস্ত হইল।

গোলমালের শব্দে এতক্ষণের পর নিরুপমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। সে তাহার কোটর প্রবিষ্ট চক্ষু দুইটা ধীরে ধীরে খুলিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া, তখুনি আবার মুদ্রিত করিল। মণ্টু তাড়াতাড়ি তাহার কপালে গায়ে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল—ডাক্তার

বাবু, দেখুন ত বৌদিদির জ্বর ছেড়ে গেল নাকি? গা' এত ঠাণ্ডা কেন? —যেন হিম—বরফ—!

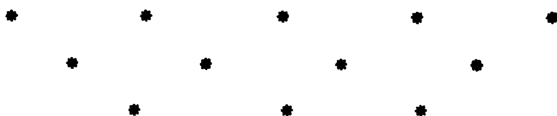
ডাক্তার গাঙ্গুলী একটু তফাতে ছিলেন, মণ্টুর গলার শব্দে ত্রস্ত ভাবে নিকটে আসিয়া নিরুপমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলে—হ্যাঁ জ্বরটা রিমিশন্ হ'চ্ছে বটে, আর আইস্‌ব্যাগ দেবার দরকার নেই—বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার নিজের পকেট হাত্‌ড়াইতে লাগিলেন।

সতীশ নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল। শ্যামল তাহার পিতাকে বাড়ীতে রাখিয়া সবেমাত্র আসিয়া তাহার মা'কে কী বলিতেছিল। মণ্টুর বিকৃত কণ্ঠের শব্দে সকলেই চকিৎ হইয়া উঠিল।

ডাক্তারকে চঞ্চলভাবে পকেট হাত্‌ড়াইতে দেখিয়া একজন নার্স তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—কী খুঁজ্‌ছেন স্যার? কিছু কি ফেলে এসেছেন?

ডাক্তার বলিলেন—না। ওই ঘরে জল গরম হ'চ্ছে—চট্ ক'রে খানিকটা আন ত—Quick—!

সুধাকে যে ঘরে পরীক্ষা করা হইতেছিল, একটা বেসিন্ হস্তে লইয়া নার্স সেই ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।



লেডী উমাশশী চৌধুরী সেই সময়ে মাদ্রাজের Sea View হোটেলে নিজের কামরায় ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বসিয়া তন্ময় চিত্তে সুনন্দার পত্র পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া

চোখ তুলিয়া দেখিলেন, ঘড়ীতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে! ঘরের মধ্যে কেহ কোথাও নাই—নিথর নিস্তব্ধ—কেহ তখন ফিরিয়া আসে নাই! তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন —বয়!—বয়!—বয়!—

'জী হুজুর' বলিয়া একজন ছোক্‌রা খান্‌সামা শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই, লেডী চৌধুরী কাঁপিতে কাঁপিতে জিজ্ঞাসা করিলেন —বিনয়বাবু আওর লেডীলোক দরীয়া কিনারে ঘুম্‌নে গিয়া, আভিতক্ কেঁও নেহি আয়া, জল্‌দি ডেখো—

খানসামা কোনও উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। দ্বিতলের একটা কক্ষ হইতে অর্গানের আওয়াজ আসিতেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে লেডী চৌধুরী পুনর্ব্বার আলোর নীচে দাঁড়াইয়া পত্রখানা পড়িবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল —মুখখানা যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল! একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া অস্ফুট কাতরকণ্ঠে বলিলেন—লম্পট! পাজী! রাস্কেল! তুমিই সর্ব্বনাশের মূলাধার। তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। বাণ বিদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় তিনি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন,—আর ঘন ঘন দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রতিমা, নির্ম্মলা এবং সুলতা হৈচৈ করিতে করিতে তথায় প্রবেশ করিল। তাহাদের দেখিয়াই সোজা হইয়া বসিয়া উমাশশী জিজ্ঞাসা করিলেন—তোরা এলি বিনয় আর ডালিয়া কই?

নির্ম্মলা আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—বারে! তারা ত কোন্ কালে হোটেলে ফিরে এসেছে! তুমি কখন সেখান থেকে এলে মাসীমা?—

উমাশশী রুক্ষস্বরে বলিলেন—ন'টা থেকে আমি এখানে বসে' আছি! কোথায় তোরা ছিলি পোড়ারমুখি!—

লেডী চৌধুরীর মুখের ভাব দেখিয়া তাহারা ভড়্কাইয়া গিয়াছিল। কেহ কোনও জবাব দিলনা—

—বল্ পোড়ারমুখি, কোথায় ছিলি তোরা? বিনয় আর ডালিয়াকে কতক্ষণ দেখিস্নি?—বলিতে বলিতে লেডী চৌধুরী দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

নির্ম্মলা ভয়ে ভয়ে বলিল—চড়ার ওপর একসঙ্গে বেড়াচ্ছিলুম। সেই মাদ্রাজী ফিরিঙ্গীটা ক্লাউন সেজে ম্যাজিক লণ্ঠন দেখাচ্ছিল। বিনয়বাবু আর ডালিয়া, তুমি এসেছ কিনা দেখতে এল; আর আমরা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলুম।—

—সে কতক্ষণ আগে?

—আধঘণ্টা হ'বে—

—আধঘণ্টা! এতক্ষণ তা'রা একসঙ্গে আছে? আয় তোরা আমার সঙ্গে সমুদ্দুরের ধারে! সেখানে আরও লোকজন আছেত? বলিতে বলিতে লেডী চৌধুরী ক্ষিপ্রহস্তে পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। একে মোটা মানুষ প্রতিপাদে হোঁচোট খাইতে খাইতে ছুটিয়া চলিলেন।

তাহারাও ভয়ে ভয়ে তাঁহার পিছনে পিছনে চলিল। উমাশশীর

আকস্মিক এই ভাবান্তরের কোনও অর্থই তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। লেডী চৌধুরীর এ মূর্ত্তি তাহারা কখনও দেখে নাই।

* * * * *

* * * *

* * *

মাদ্রাজে যখন লেডী চৌধুরী নির্ম্মলা প্রভৃতির সহিত সমুদ্রের দিকে বিনয় এবং ডালিয়ার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন, ঠিক সেই সময় গরম জলের পাত্র লইয়া নার্স আসিয়া নিরুপমার শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইল। ডাক্তার গাঙ্গুলী কোনও দিকে না চাহিয়াই, তাড়াতাড়ি পকেট হইতে হাইপোডার্ম্মিক্ সিরিঞ্জ বাহির করিয়া গরম জলে ধুইয়া লইয়া ক্ষিপ্রহস্তে নিরুপমার ঘাড়ের নিকট একটা ইঞ্জেক্‌শন্ দিলেন।

খালি টিউবটা তুলিয়া ধরিয়া আলোয় দেখিয়া, সতীশ গাঙ্গুলীর কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল—Adrenalin!

ডাঃ গাঙ্গুলী বলিলেন—Yes! to avoid crisis if possible.

সতীশ ভীত কণ্ঠে বলিল—বল কি? So soon?

মণ্টু ডাক্তারের কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিলেও অত্যন্ত শঙ্কিতা হইয়া নিরুপমার মুখের নিকট মুখ লইয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল —বৌদি'—বৌদি' মণি ভাই!—

তাহার তখন লজ্জা সরম ছিল না। মাথায় কাপড় দিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল।

অনেকক্ষণ ডাকিবার পর নিরুপমা অতি কষ্টে চোখ তুলিয়া মণ্টুর

মুখের পানে একবার চাহিয়াই, তখুনি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—উনি এসেছেন ? আমার খোকন ?—বলিয়াই বিছানায় হাত বুলাইতে লাগিল।

পরেশ নিকটে আসিয়া বলিল—খোকন বাড়ীতে আছে বৌঠা'ন্—সকালেই তা'কে নিয়ে আসবো। বিনয় বাবুরও খবর পাওয়া গেছে, তিনি শীগ্‌গীরই আসবেন—

যেন কে কা'কে বলিল। নিরুপমা শুনিতে পাইল কি না বুঝা গেল না।

বিনয়ের নাম শুনিয়াই সুধার মা' জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁগা তুমি কোন্ বিনয়ের কথা বল্‌ছো গা ?—যে ছেলেটী ওকালতী করতো আলি-পুরে ? সেই সোন্দর হেন পাৎলা ছিপ্‌ছিপে গড়ন ?

শ্যামল চকিৎ হইয়া নিকটে সরিয়া আসিল।

পরেশ ঘাড় ফিরাইয়া সুধার মা'র দিকে চাহিয়া বলিল—হ্যাঁ, বিনয় বাবু ওকালতী ক'রতো বটে এক সময়। মোটা সোটাও নয়। আপনি তাকে চিন্‌লেন কী করে ?

সুধার মা' বলিল—ওমা ! ওকালতী ছাড়বার পর সে যে আমার ছেলে মেয়েকেই পড়াতো,—আমায় মা' বলেছিল—আমাদের বাড়ীই থাকতো ;—আমি চিন্‌বো না ?

পরেশ বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আপনাদের বাড়ী থাকতো ?

সুধার মা' বলিল—এই ত ইস্কুল কলেজ বন্ধ আছে বলে' ছুটী নিয়ে সেদিন দেশে গেছে। আজ সে এখানে থাক্‌লে কি কোনও ভাবনা থাকতো ? সুধার এমন অসুখে সে সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করতো !

আমাদের ভাবতেও দিত না! তেমন দশকর্ম্মান্বিত ছেলে দু'টি দেখিনি চোখে! এই শ্যামল আর ওই সুধাকে কী ভালই না বাসতো—

পরেশ চকিতের মধ্যে সমস্তই বুঝিতে পারিয়া, পাছে নিরুপমার কানে যায়—এই জন্য সে প্রসঙ্গ চাপা দিবার উদ্দেশ্যে, কী বলিবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। সুধার মা' মণ্টুকে একটা ঠেলা দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—তুমি বিনয়ের কেউ হও নাকি গা বাছা?—এই রোগা মেয়েটাই বা তা'র কে?—

তাহাদিগের পার্শ্বস্থ পাৎলা কাঠের পার্টিসন্ দেওয়া কামরার মধ্য হইতে সুধা বাহিরের সকল কথাই শুনিতে পাইতেছিল। ধাত্রী তখন তাহাকে উলঙ্গ করিয়া কাচের টেবিলের উপর শয়ন করাইয়া পরীক্ষা করিতেছিল।

সুধার মা' পুনঃরায় মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করিল—কই বাছা, বল্লে না?

মণ্টু, সুধার মা'র কথাবার্ত্তা ও ধরণ ধারণ দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—আপনি কা'র কথা বল্‌ছেন? আমার দাদার নাম বিনয়, সে পশ্চিমে থাকে। ইনি আমার বৌদি'—

সুধার মা' কতকটা হতাশ হইয়া বলিল—তোমার বৌদি?

তাহ'লে বাছা আমার ভুল হ'য়েছে—এ তবে সে নয়। তা'র একটা কাল্‌পাতাড়ী বৌ ছেল, সে অনেকদিন মরে গেছে—বছর ঘুরতে চল্‌লো—

সতীশ একপাশে দাঁড়াইয়া রাগে ফুলিতেছিল। হঠাৎ তাহার মুখ বলিয়া বাহির হইয়া গেল—না, তা'র মিছে কথা। আসল কথা গোপন

ক'রে ওই বলে' সে রটিয়েছিল আপনাদের কাছে। আমাদের কাছে সে বে'র কথা পর্য্যন্ত চেপে রেখেছিল।—এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া ফেলিয়াই সতীশের চৈতন্য হইল। সে দেখিল, নিরুপমা মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় পলকশূন্য দৃষ্টিতে তাহাদিগের পানে চহিয়া রহিয়াছে;—এবং তাহার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সে যেন প্রাণপণে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে;—মণ্টু কিছুতেই তাহাকে সামলাইতে পারিতেছে না।

নিরুপমাকে রক্ষা করিবার জন্য সতীশ হয়ত তাহার নিজের অর্দ্ধেক পরমায়ু পর্য্যন্ত দিতে পারিত। সে সজোরে অধর দংশন করিয়া, ক্ষিপ্র-হস্তে একজন নার্সকে মণ্টুকে সাহায্য করিবার জন্য সেই দিকে ঠেলিয়া দিয়া, পরেশের একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে যেন সমস্তই লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল! কাহারও মুখে একটীও কথা ছিল না।

এমন সময় পাশের কামরার কাচের দরজা খুলিয়া, তোয়ালেয় হাত মুছিতে মুছিতে ধীর মন্থর গতিতে হেমাঙ্গিনী তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার গাঙ্গুলী একবার চকিৎ দৃষ্টিতে ধাত্রীর গম্ভীর মুখের পানে চাহিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিল—conception ডাক্তার বাবু,—এক মাসের ওপর পেটে ছেলে জন্মেছে—

একান্ত অসংশয় চিত্ত সচ্ছন্দ গতি পথিক তাহার সম্মুখে উদ্যতফণা বিষধর সর্প দেখিলে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়,—ধাত্রীর কথায় ওয়ার্ডের সকলেই সেইরূপ চমকিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।—

পোয়াতি! ! ওমা বল কি গো?—আমার কচি দুধের মেয়ের এ সর্ব্বনাশ করলে কে গো!— চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে সুধার

মা' উন্মাদিনীর মত উঠিয়া ছুটিয়া গিয়া কাচের দরজা ঠেলিয়া পাশের কামরায় প্রবেশ করিল।

সুধা টেবিলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল,—আর একজন নার্স তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে ছিল। তাহার মা' আসিয়াই সুধাকে জড়াইয়া ধরিল।

শ্যামলের সারা দেহের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া গেল;—বুকের ভিতর রক্ত যেন উদ্দাম গতিতে নাচিয়া উঠিল। সে এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া—দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া—ঘুসি পাকাইয়া সুধার কামরার দিকে অগ্রসর হইতেই, সতীশ চট করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া, তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া ওয়ার্ডের বাহিরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার গাঙ্গুলী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় এদিক ওদিক চাহিতেই দেখিলেন, নিরুপমা শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে নিশ্বাস লইবার চেষ্টা করিতেছে;—এবং তাহার সেই কোটর প্রবিষ্ট স্তিমিত ম্লান দু'টী চক্ষের তারকা যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিতেছে!

ধাত্রী হেমাঙ্গিনী বিহ্বল দৃষ্টিতে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল—এ সব কী ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার গাঙ্গুলী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া মণ্টুকে সরাইয়া দিয়া নিরুপমার নাড়ী পরীক্ষা করিতে করিতে কঠিন আদেশের স্বরে বলিলেন—অক্সিজেন্—অক্সিজেন্!—

হেমাঙ্গিনী এবং কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবিকা ঊর্দ্ধশ্বাসে অক্সিজেন্ গ্যাস্

আনিবার জন্য ছুটিয়া গেল। সকলেই বুঝিল নিরুপমার আসন্ন কাল উপস্থিত।

ঠিক্ সেই সময় নির্জ্জনে ডালিয়ার পদতলে বসিয়া বিনয় প্রেম নিবেদন করিতেছিল।

—চব্বিশ—

বিস্তৃত সমুদ্র তীর তখন জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। মাদ্রাজী ক্লাউন বহু পূর্ব্বেই তাহার এ্যাসিটিলিন্ গ্যাস্ নির্ব্বাপিত করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল। এইবার তাহার তল্পি তল্পা গুটাইয়া লইয়া একজন কুলির মাথায় চাপাইয়া দিয়া বাসায় ফিরিতেছিল। শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকে লেডী চৌধুরীকে তখনও বেড়াইতে দেখিয়া, সে কিছু ভিক্ষার আশায় টুপিটা পাতিয়া দাঁড়াইল। এমন মাঝে মাঝে সে কিছু কিছু পাইত। পাছে তাহার সহিত কথা কহিতে গেলে বিলম্ব হয়, সেই জন্য উমাশশী তাহার টুপির মধ্যে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন।

চলিতে চলিতে নির্ম্মলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কই, তারা ত নেই এদিকে! ওদিকটা ত আরও নির্জ্জন বলে' বোধ হ'চ্ছে। হোটেল থেকে একটা লোক সঙ্গে করে' এলে হ'ত।

নির্ম্মলা বলিল—নিশ্চয়ই আছে মাসীমা, এখুনি খুঁজে বা'র করবো, চল না, ভয় কিসের? তোমার কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে জমাট হ'য়ে গেছে। অত বড় সয়তান মানুষে হয়! অথচ সে

দিব্যি আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আচ্ছা মাসীমা, মিসেস্ ব্যানার্জি যে কে, তা' সে বুঝতে পারেনি, কেমন ?—তাহ'লে এতদিন পালাত।

প্রতিমা বলিল—তা' না পারুক। কিন্তু ভাই, আজ সকালে ম্যানেজার যখন মার্গারেটের কাছে মাসীমার যাবার কথা বলছিল, তখন বিনয়কে যেন কেমন ছম্‌ছমে দেখেছিলুম—সে কেবলই বাধার কথা তুল্‌ছিল। তারপর আবার নেয়ে খেয়েই তখুনি কোথায় গিছলো।

সুলতা কহিল—মনীন্দ্রর সঙ্গে সুনন্দার যে অতটা মাখামাখি হয়েছিল, সেটাকেও ত একেবারে উড়িয়ে দে'য়া যায় না !

উমাশশী বলিলেন—সতীশ শেষকালে সত্য কথা আবিষ্কার ক'রেছিল, তা'র পেটে অনেক কথা ছিল, কিন্তু, আমরা ত তা'কে কোনও কথা বল্‌তে দিইনি। বরং তা'র ওপর বিরক্ত হ'য়ে, তা'কে আস্‌তে মানা করে' দিয়েছিলুম। এখন বুঝতে পারছি, তা'কে অবিশ্বাস করে' ভাল করিনি। সেই ছিল ঠিক্ খাঁটি লোক।—

নির্ম্মলা বলিল—হ্যাঁ মাসীমা। কিন্তু সে যে publicly আমাদের সমিতির উপরই Stricture দিতে আরম্ভ করলে। তোমার নামে ও কত কথা বল্‌তো ;— বল্‌তো তোমার শিক্ষা পেয়েই মেয়েরা নষ্ট হচ্ছে !

উমাশশী বলিতে লাগিলেন—অন্তঃসত্ত্বা বুঝ্‌তে পেরে সুনন্দা যখন বিনয়কে বে' করবার জন্যে পীড়াপীড়ি সুরু করলে, বিনয় তখন তা'কে লুকিয়ে—গোপনে কৌশলে—মনীন্দ্রর ঘাড়ে তা'কে চাপা'বার চেষ্টা ক'রেছিল. সে অনেক রকম প্রমাণ দেখিয়ে মনীন্দ্রকেই দায়ী করতে চেয়েছিল—এমন কি মনীন্দ্রর নিজেরও সেই সন্দেহ হ'য়েছিল। তা'র অপর বন্ধু বান্ধবেরা পর্য্যন্ত সন্দেহ করেছিল। কোনও রকমে সুনন্দার

কানে সেই কথা ওঠে। তখন সে বিনয়কে রীতিমত লাঞ্ছনা করে; বিনয় যখন দেখলে তা'র কৌশল ব্যর্থ হ'ল, তখন অন্য পন্থা ধরলে। সুনন্দাকে ঠাণ্ডা করে' বুঝিয়ে সুঝিয়ে টাকা কড়ি দিয়ে তাকে পুরী পাঠিয়ে দেয়, আর বলে সেইখানে গিয়ে আমি তোমায় বে' করবো।—নইলে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সমাজে নানা কথা উঠবে, বাধাও হ'তে পারে; তা'র চেয়ে বে' করে' একেবারে এখানে চলে' আস্‌বো, তখন যা' হয় হ'বে। সুনন্দা সেই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে' অমিয় বোসের বাসায় গিয়ে ওঠে। প্রফেসরের তখন ভারি বিপদ, স্ত্রী মৃত্যু শয্যায় শুয়ছে! আর অমিয় বোস্‌ ক্রীশ্চান বলে' কোনও হিন্দু বাঙ্গালী সাহায্য করে নি। বিপদের দিনে পুরণো ছাত্রীকে পেয়ে সে তা'কে আশ্রয় দেয়। দু'চার দিনের মধ্যেই তা'র স্ত্রী মারা যায়। পুরী পাঠিয়ে পর্য্যন্ত বিনয় আর সুনন্দার কোনও খোঁজ খবর করেনি। তা'কে এক রকম বাধ্য হ'য়েই বোসের কাছে থাকৃতে হ'য়েছিল।

নির্ম্মলা বলিল—সুনন্দা ত তোমায় লিখেছিল, অমিয় বাবু তা'কে বে' করেছে?

হ্যাঁ সে কথা সত্যি। সুনন্দা তা'র চিঠিতে কিছুই গোপন করেনি। অনেক দিন সে বিনয়ের আশায় ছিল। মিনতি ক'রে বিস্তর চিঠিও লিখেছিলে—সে জবাব পর্য্যন্ত দেয়নি। অবশেষে যখন সুনন্দা বুঝতে পারলে বিনয় তা'র মাথায় কলঙ্কর বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়লো, তখন সে নিজের লজ্জা ঢাক্‌বার জন্যে ওই কায করেছিল। অমিয় বোস্‌কে সেবা যত্ন করে' বাধ্য করে,—আর সেও তা'র প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুনন্দা নিজেও ক্রীশ্চান হয়। সব কথাই সে বলেছে,—এমন

কি marriage certificateএর নকল পর্য্যন্ত সে চিঠিতে তুলে দিয়েছে। অমিয় বোস্‌ সরল মনেই তা'কে বে' করেছিল। কিন্তু ওয়ালটেয়ারে বেড়াতে গিয়ে, কয়েক মাসের মধ্যেই সে সুনন্দাকে অন্তঃসত্ত্বা বলে' সন্দেহ করে—আর মান্দ্রাজে এসে স্পষ্ট ধরে' ফেলে—

নির্ম্মলা বলিল—কী কেলেঙ্কারী! ছি ছি!—এতটা দুঃসাহসিক কায কী করে সে করলে মাসীমা? হয়ত ভেবেছিল বুড়োর চোখে সহজেই ধুলো দিতে পারবে,—নিশ্চয়ই তা'র মাথা খারাপ হ'য়েছিল।

উমাশশী একটুখানি চুপ্‌ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তা'তে আর কোনও ভুল নেই। সে যদি এত কাণ্ড না করে' আমায় চুপি চুপি সব জানাত, আমি কি তা'কে পুরী যেতে দিতুম? ওই ছুঁচোটাকে যেমন করেইহোক্‌ সুনন্দাকে বে' করতে বাধ্য করতুম। লজ্জা ঢাক্‌তেই এই অসমসাহসিক কাজ করেছিল! হায় হায় বেঘোরে তা'র প্রাণটা গেল! আমারও শিব গড়তে বাঁদর হ'ল নির্ম্মলা। স্বাধীন ভাবে মেলা মেশার ফলে যে এমনটা দাঁড়া'বে, তা' আমি স্বপ্নেও ভাবিনি! বালিগঞ্জের বাড়ী ঘর বিক্রী করে' আমি য়ুরোপের কোথাও গিয়ে বাস করবো। আমার ঘেন্না ধরে' গেছে।

সুলতা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—প্রফেসর বোস যখন টের পেলেন তখন তিনি কী করলেন মাসীমা? তিনি কি সুনন্দাকে কোনও কথা বল্‌বার অবকাশ দিয়েছিলেন—না একেবারেই ত্যাগ করলেন?

—সুনন্দা লিখেছে—আমি মাসাধিক কাল তখন জ্বরে ভুগ্‌ছি। আগে থেকেই স্বামী আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ—এমন কি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করে' দি.য়ছিলেন। একলাটী বিছানায় পড়ে' যাতনায় ছট্‌-

কষ্ট করতুম—আর নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করতুম। অনেক সাধ্য সাধনা করে' একদিন একটিবার আমার ঘরে আসবার জন্যে তাঁ'কে অনুরোধ করলুম। তিনি কাছে এসে দাঁড়াতেই তা'র পা দুটো জড়িয়ে ধরে' নিজের সকল দোষ ত্রুটি স্বীকার করে' মার্জ্জনা ভিক্ষা করলুম। বল্লুম—অনেক সহ্য করেছি,—আমায় আশ্রয় দাও, পায়ে ঠেলনা; আমি জীবনে কোনও দিন অবিশ্বাসিনী হ'বনা। পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে তিনি আমার কথা শুনলেন। অবশেষে বল্লেন—'তা' আর হয়না। বিবাহের পূর্ব্বে যদি তুমি অকপটে সকল কথা আমায় জানা'তে, তাহ'লে হয়ত আমি তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে আমার নাম দিতে পারতুম। কেননা, সেইটাই তুমি চেয়েছিলে, এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ, তখন তোমার ঘৃণিত উদ্দেশ্য আমি সফল হ'তে দেবনা। ধর্ম্মের দিক্ থেকে একথা আমি বলিনি। জীবনে তুমিও যেমন ঠকেছ তোমাদের বর্ত্তমান বাঁধনহারা উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে,—আমিও তেম্নি ঠক্‌লুম কেননা আমি এখনকার বিষাক্ত আব্‌হাওয়ার মানুষ হয়নি বলে। আমার মনের সঙ্গে খাপ্ খায়নি বলেই আমি আমাদের সমাজ ধর্ম্ম ত্যাগ করেছিলুম কিন্তু তাবলে' উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী আমি নই। যাক্ সে কথা,—আজই আমি কোল্‌কেতায় রওনা হ'ব। তবে যাবার আগে ব্যবস্থা করে' যাব, নার্সিংহোম থেকে লোক এসে তোমায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করবে। যদি সেরে ওঠ, এই অঞ্চলেই জীবনটা কাটিয়ে দিও। তুমিও কোলকেতায় যেওনা,—আর আমিও তোমার কলঙ্কের কথা প্রকাশ করবোনা।—বলেই তিনি চলে' গেলেন—আর ফিরেও

চাইলেন না। ঘণ্টা দুই পরে বুঝতে পারলুম—মোটঘাট নিয়ে তিনি রওনা হ'লেন। আমার চোখের সমুখে যেন অন্ধকার ঘনিয়ে এল!

—তা' প্রফেসরকে কিন্তু সেজন্যে দোষ দিতে পারা যায়না, কি বল মাসীমা?—

—না।—

—তা'রপর?—

—তা'রপর সুনন্দার মাথায় ভূত চাপ্‌লো! তা'র ভয় হ'ল, পাছে নার্সিংহোম থেকে কোনও লোক এসে তা'কে কোথাও নিয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই সে একলা পথে বেরিয়ে পড়লো। লিখেছে, ওষুধ খেয়ে বাঁচতে আর রুচি হ'লনা—এ জীবনের শেষ হওয়াই ভাল। আর কী নিয়ে বেঁচে থাকবো?—গোটা দুত্তিন টাকা সঙ্গে ছিল, তাই সম্বল করে' সুনন্দা হেথা সেথা বেড়িয়ে বেড়াত, যখন নিতান্ত ক্ষিধে পেত, জঘন্য তেলেভাজা—নয়ত মুড়ি কিনে খেত। ক্রমে তা'র বিশ্রী, পেটের অসুখ ধরলো—দিন দিন অবসন্ন হ'য়ে পড়লো। ছেঁড়া ময়লা পোষাক আর রুক্ষ মাথায় পথে পথে ঘুরে বেড়া'তে দেখে লোকজন কদর্য্য ঠাট্টা করতো, ফাঁকা জায়গায় পেলে বদমায়েস্‌ পাজী ছোঁড়ারা ধরতে যেত,—ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তা'কে পাগল ভেবে তা'র গায়ে ধুলো কাদা ছিটিয়ে দিত! লোকজনের তাড়নায়—উপদ্রবে জ্বালাতন হ'য়ে হ'য়ে ইচ্ছে করেই সে শহর ছেড়ে পাড়াগাঁর দিকে গেছলা! এর, বেশী আর কিছু তা'র চিঠিতে নেই। তার'পর যা' যা' ঘটেছিল, তা'তো মার্গারেটের কথাতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই লেডী চৌধুরী একটা দম্‌কা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ্‌ করিলেন।

নির্ম্মলা ম্লানমুখে বলিল—এখন বুঝতে পারছি মাসীমা, প্রফেসর বোস্‌ কেন কোনও কথা প্রকাশ করেননি,—আর কী জন্যেই বা তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করেননি। তবে তিনি নাকি নিজেই ব্যবস্থা করেছিলেন তাই ভেবেছিলেন হয়ত সুনন্দা কোন নার্সিংহোমেই আছে। দু' একজন বন্ধু তাই সেকথা শুনেছিল। আহা কেন সে বেঁচে রইলনা, চিরজীবন আমি তা'র সঙ্গে থেকে কাটিয়ে দিতে পারতুম। সংসারে তা'কে সান্ত্বনা দেবার কেউ ছেলনা!

—ওরে তার দুঃখের কাহিনী আগাগোড়া ভাবতে গেলে জ্ঞান থাকেনা!—বলিয়াই লেডী চৌধুরী থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

কথায় কথায় তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্মুখে বিস্তৃত জনমানব শূন্য সমুদ্রতীর। উপরে কুয়াশাচ্ছন্ন বিশাল আকাশ। ক্ষীণ চন্দ্রালোক বহু পূর্ব্বেই ডুবিয়া গিয়াছে—আগে পাছে পুঞ্জীভূত বিরাট অন্ধকার, আর দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের কালো জলের বিরামহীন গম্ভীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস—সকলেরই মনে কেমন যেন বিভীষিকার সঞ্চার করিল! সকলেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

চারিদিক চাহিয়া উমাশশী ভগ্ন কণ্ঠে কহিলেন—এরা গেল কোথায় নির্ম্মলা? রাক্ষসটা ডালিয়াকে কোথায় নিয়ে গেল! তা'র মা'র সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে' আমি যে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছি এখন কী করে' তা'র ইজ্জৎ বজায় রেখে তা'কে ফিরিয়ে নিয়ে যা'ব বল্‌ দিকি?

সুলতা ও প্রতিমা ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলিল—আর এগুতে ভর্সা

হ’চ্ছেনা মাসীমা—চল ফিরে যাই—। হোটেল থেকে লোকজন ডেকে আনি।—

এমন সময় তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ তফাতে হঠাৎ টর্চ্চের আলো জ্বলিয়া আবার তখনই নিবিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই পদশব্দ শ্রুত হইল। সকলেই চকিৎ হইয়া উঠিল। লেডী চৌধুরী সাহসে নির্ভর করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—কে ?—

টর্চ্চ হাতে ছোকরা খানসামা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—হাম, মেম্ সা’ব্। ডালি বিবি আওর ছোক্‌রাবাবু হুঁয়া বৈঠ্‌কে আরামসে বাৎচিৎ করতা—হাম্ বোলানে নেই সেখা,—চলিয়ে—

মুহূর্ত্তকের জন্য লেডী চৌধুরীর চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। খানসামা তাহা দেখিতে পাইল না। পরক্ষণেই তিনি অত্যন্ত শান্ত এবং সংযত কণ্ঠে বলিলেন—বহুৎ আচ্ছা—তোম্‌কো বখ্‌সিস্ মিলেগা। কেত্তা দুর বয় ?—

—থোড়া দূর মেম্‌সাব্। আপ্‌ বাত্তিঠো লিজিয়ে—বলিয়াই সে টর্চ্চটা লেডী চৌধুরীর দিকে আগাইয়া দিল।

উমাশশী তাহার হস্ত হইতে টর্চ্চটা লইয়া বলিলেন—তুম্ হিঁয়াপর খাড়া রহো—হাম্‌লোক্ আভি আতে হেঁ—মৎ ভাগো।—আয় লো তোরা।—বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। নির্ম্মলা প্রভৃতি তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

কিয়দ্দূর গিয়াই তাহারা দেখিল, একখণ্ড উচ্চ প্রস্তরের উপর পা’ ঝুলাইয়া বসিয়া ডালিয়া স্বপ্নমাখা আবেশ-বিহ্বল দৃষ্টিতে বিনয়ের প্রতি চাহিয়া আছে, এবং ঠিক্ তাহারই পদতলে বালুরাশির উপর অর্দ্ধ-

শায়িতাবস্থায় হাতের উপর মাথা রাখিয়া বিনয় অনর্গল কী বকিয়া যাইতেছে।

তীরের এত নিকটে তাহারা বসিয়াছিল যে, আর একটু হইলেই সমুদ্রের ঢেউ অনায়াসে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। কিন্তু সেদিকে তাহাদের খেয়াল ছিলনা। লোকালয় হইতে বহুদূরে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিয়া, তাহারা পরম নিশ্চিন্ত মনে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করিতেছিল।

অকস্মাৎ তাহাদের পশ্চাতে আলো জ্বলিয়া উঠিতেই তাহারা সচকিত হইয়া উঠিল—স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সম্মুখে লেডী চৌধুরী এবং তাঁহার পিছনে নির্ম্মলা প্রভৃতিকে দেখিয়াই ডালিয়া কেমন সঙ্কুচিতা হইয়া গেল। কী করিবে বা বলিবে হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া ব্রীড়াবনত মুখে বিনয়ের প্রতি একবার মিনতিপূর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নত করিল।

বিনয় তাহার সে চাহনীর মর্ম্ম বুঝিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া উমাশশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহাস্য মুখে বলিল—লেডী চৌধুরি! আমি আপনার ভাগিনেয়ীর পাণি প্রার্থনা করি, আশা করি' আমায় আপনি বঞ্চিত ক'রবেন না—

উমাশশী তাহাদিগকে ওরূপ ভাবে একত্রে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াই ক্রোধে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইতেছিলনা। বিনয়ের প্রার্থনা শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ অপলক নেত্রে তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—তুমি আমার ভাগিনেয়ীর পাণি প্রার্থনা কর?—ডালিয়া!—

উমাশশীর কণ্ঠস্বর ডালিয়ার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল—তাহার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল! সে ভীত চকিত দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেই তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন— এস, শীগ্‌গীর চলে এস আমার কাছে। তুমি জাননা কত বড় সয়তানের হাতে তুমি আত্মসমর্পন করতে যাচ্ছে।—

ডালিয়া লেডী চৌধুরীর কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলনা। সে নিঃশব্দে বিনয়ের প্রতি চাহিল।

বিনয়ের মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—ডালিয়া স্বেচ্ছায় আমার প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি দেছেন—

উমাশশী সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই নির্ম্মলা প্রভৃতির দিকে চাহিয়া বলিলেন—চলে এস তোমরা, নইলে খান্‌সামার মনে অকারণ সন্দেহ হ'বে,—বিলম্ব দেখে হয়ত কাছে এসে পড়্‌বে। আজকের এ ঘটনা তা'কে জান্‌তে দেবনা বলেই আমি তা'কে তফাতে দাঁড়া'তে বলে' এসেছি।—বলিয়াই তিনি পিছন ফিরিলেন।

নির্ম্মলা, প্রতিমা অথবা সুলতা কী করিবে ঠিক্ করিতে পারিল না—চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল।

এমন সময় বিনয় ক্ষিপ্রতার সহিত লেডী চৌধুরীর আরও নিকটস্থ হইয়া শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—আমার আজ এই অপমানের কারণ জানতে পারি কি?

উমাশশী কঠোর স্বরে জবাব দিলেন—আমার মুখ থেকে কারণ জান্‌তে চাও? সে সাহস হয় তোমার? stupid!—fool!—

নিশ্চয়ই ! এখুনি আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চাই—

কাঁপিতে কাঁপিতে লেডী চৌধুরী বলিলেন—তবে শোন। নির্য্যাতিতা সুনন্দা আর তা'র গর্ভের তোমার ঔরস-জাত সন্তানের মৃত আত্মা উভয়ে চিরজীবন ধরে' তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে ! মৃতা সুনন্দাই মিসেস্ ব্যানার্জ্জি—সেটা তা'র ছদ্মনাম মাত্র—! চলে' এস তোমরা !

বিনয়ের মুখ একেবারে শুষ্ক ফ্যাকাশে হইয়া গেল। এবং লেডী চৌধুরীর কথার সঙ্গে সঙ্গেই ডালিয়া বিকট চীৎকার করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া নির্ম্মলাকে জড়াইয়া ধরিল।

